দ্বন্দ্বের সমাধান এবং মণ্ডলীর মধ্যে প্রেমের বিধান

ভিডিও বক্তৃতা ক্রম

রেভ. এ. টি. ভারগুন্সট

মডিউল ১

মণ্ডলীর মধ্যে দ্বন্দ্বের সমাধান

মডিউল ২

প্রেমের বিধান এবং মণ্ডলীর মধ্যে স্বাধীনতা

The John Knox Institute
of Higher Education

জন নক্স ইন্সটিটিউট অফ হাইয়ার এডুকেশন
বিশ্বব্যাপী মণ্ডলীর কাছে আমাদের সংস্কারকৃত উত্তরাধিকার অর্পণ করা

©২০২১ জন নক্স ইন্সটিটিউট অফ হাইয়ার এডুকেশন

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। এই প্রকাশনার কোনও অংশ কোনও আঁকারে অথবা যেকোনো উপায়ে লাভের জন্য অনুলিপি করা যাবে না, পর্যালোচনা, মন্তব্য বা স্কলারশিপের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতি ব্যাতিরেকে, প্রকাশকের থেকে লিখিত অনুমতি ছাড়া করা যাবে না, জন নক্স ইন্সটিটিউট, পোস্ট অফিস বক্স ১৯৩৯৮, কালামাজো, এমআই ৪৯০১৯-১৯৩৯৮, এউএসএ।

অন্যথায় নির্দেশিত না হলে, সমস্ত শাস্ত্রের উদ্ধৃতি অনুমোদিত বাংলা বি এস আই (O.V) থেকে নেওয়া।

আমাদের ওয়েবসাইট দেখুন: www.johnknoxinstitute.org

রেভ. এ. টি. ভারগুন্সট, রিফর্মড কোংগ্রিগেসন অফ কারটারটন, নিউ জিলান্ডের সুসমাচারের পরিচর্যাকারী, নিউ জিলান্ডের রিফর্মড কোংগ্রিগেসনের একটি কোংগ্রিগেসন।

www.rcnz.org

দ্বন্দ্বের সমাধান এবং মণ্ডলীর মধ্যে প্রেমের বিধান

ভিডিও বক্তৃতা ক্রম

রেভ. এ. টি. ভারগুস্গট

মডিউল ১

মণ্ডলীর মধ্যে দ্বন্দ্বের সমাধান

১. ভূমিকা

২. অনুযোগের বিষয়ে যীশুর নির্দেশাবলী

৩. স্বীকারোক্তি, অনুতাপ এবং ক্ষমা

৪. প্রার্থনা এবং প্রেম দ্বারা পরিবেষ্টিত

৫. বহিষ্কার এবং পুনরুদ্ধার

মডিউল ২

প্রেমের বিধান এবং মণ্ডলীর মধ্যে স্বাধীনতা

১. ভূমিকা

২. সমঞ্জস্যের তিনটি নীতি সমূহ

৩. বিশ্বাসে বলবান্ এবং দুর্বল জন

৪. বলবান্ জনের জন্য রাজার নির্দেশাবলী

৫. দুর্বল জনের জন্য রাজার নির্দেশাবলী

৬. উপসংহার এবং পরামর্শ

দ্বন্দ্বের সমাধান এবং মণ্ডলীর মধ্যে প্রেমের বিধান

রেভ. এ. টি. ভারগুস্‌ট

মডিউল ১ ~ বক্তৃতা ১

ভূমিকা

প্রিয় বন্ধুগণ, ঈশ্বরের রাজ্যে মণ্ডলীর কল্যাণের বিষয়ে এই পাঠে স্বাগতম। এই বক্তৃতামালা মণ্ডলীর মধ্যে, অথবা আরও সঠিকভাবে বলতে, ঈশ্বরের পরিবারের মধ্যে একতা এবং শান্তির দিকে কিভাবে লক্ষ্য রাখা যায় তার বিষয়ে ঈশ্বরের শিক্ষার ওপরে বর্ণনা করবে। একতা এবং শান্তি ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। বিভেদ এবং অনৈক্য সর্বদাই ঈশ্বরের মণ্ডলীকে দুর্বল করে দেওয়ার জন্য শয়তানের প্রধান অস্ত্র। এবং যখন সেটা ঘটবে, তখন তা ঈশ্বরের বিশ্বব্যাপী রাজ্যের আরও নির্মানের জন্য ক্ষতিকর হবে। এবং কেন এটা সত্য? এর কারণ হল সেই সুস্বাস্থ্যকর এবং সক্রিয় মণ্ডলী ঈশ্বরের একটি সাধনী যা তিনি তাঁর রাজ্য বিস্তারের নিমিত্তে ব্যবহার করেন। যেমনটি আমরা সকলেই জানি, পরিবার সেই চাবিকাঠি, আমাদের সমাজের সমৃদ্ধির জন্য একটি কোনের প্রস্তর। এবং একইভাবে, স্থানীয় মণ্ডলী পরিবার, অথবা ঈশ্বরের গৃহ, ঈশ্বরের বিশ্বব্যাপী রাজ্যের কল্যাণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। প্রভুর সমস্ত বিশ্বাসী প্রভু যীশু খ্রীষ্টের বিশ্বজনীন বিশ্বব্যাপী দেহের অন্তর্গত। তবুও, এটি একটি সত্য যে আমরা বেশিরভাগই আমাদের স্থানীয় মণ্ডলীতে সহবিশ্বাসীদের সাথে ব্যক্তিগত ভাবে যোগাযোগ করি। এই স্থানীয় ধ্যান কেন্দ্রিকরনের সাথে আমরা একতা বজায় রাখার, বা অনৈক্য প্রতিরোধ করার পাশাপাশি একতা পুনরুদ্ধারের বিষয়ে প্রভুর বিভিন্ন ব্যবহারিক নির্দেশাবলী অধ্যয়ন করবো।

আমাদের প্রথম অধ্যয়ন মথি ১৮, পদ ১৫ থেকে ৩৫ শাস্ত্রাংশে যীশুর শিক্ষার ওপরে মনোনিবেশ করবে। এই শাস্ত্রাংশটি একটি স্থানীয় মণ্ডলীর সদস্যদের মধ্যে দ্বন্দ্বের সমাধানের সাথে মোকাবিলা করার বিষয়ে প্রভুর আজ্ঞাগুলিকে বিন্যাস করে। বন্ধুরা, যতদিন আমরা স্বর্গের বাইরে থাকবো, ততদিন পর্যন্ত এমন কিছু সমস্যা থাকবে যা বিশ্বাসীদের মধ্যে টানাপোড়েন এবং চাপ সৃষ্টি করবে। যদি মোকাবিলা না করা হয়, তবে আরও খারাপ ভাবে এই পাপময় বিষয়গুলি খারাপ বিভাজনের দিকে নিয়ে যেতে পারে। ঈশ্বরের মণ্ডলীর ইতিহাস এই সত্যকে সুনিশ্চিত করে যে যেখানেই ঈশ্বর তাঁর রাজ্যকে তৈরি করেন, শয়তান সেটিকে বাঁধা দিতে এবং ধ্বংস করতে সম্পূর্ণ সময় ধরে কাজ করতে শুরু করে। এবং ঈশ্বরের রাজ্যের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধে শয়তানের কৌশল কি? এটা সবসময় বিভাজন এবং জয় করা হয়ে এসেছে। এখন, একটি শক্তিশালী এবং দৃঢ় দেশকে ধ্বংস করার সবচেয়ে সহজ উপায় হল দেশটিকে স্বয়ং-ধ্বংসী করে তোলা। সুতরাং একটি গৃহযুদ্ধ উস্কে দেওয়া একটি শত্রুর জন্য সবচেয়ে কম ব্যায়বহুল এবং সবচেয়ে বেশি কার্যকরী হবে। ঈশ্বরের রাজ্যকে ধ্বংস করার প্রচেষ্টায় যে নির্দিষ্ট কৌশলটি শয়তান কার্যকর ভাবে ব্যবহার করেছে, তা হল বিভাজন এবং জয় করা। সরাসরি তাড়না রাজ্যের লোকেদেরকে একত্রিত করে তোলে এবং প্রকৃতপক্ষে তাদেরকে শক্তিশালী করে তোলে। কিন্তু বিভাজন এবং অন্তর্দ্বন্দ্বের অভ্যন্তরীণ চাপগুলি রাজ্যটিকে খুব শীঘ্রই দুর্বল করে তুলবে। এমনকি অবিশ্বাসীদের কাছেও এই বিস্ময়টি এটাকে অনাকর্ষণীয় করে তুলবে। কেন কি যারা একসাথে থাকতে পারেনা তাদের সাথে কে যুক্ত হতে চাইবে?

সুতরাং, এই পাঠে, শয়তানের বিভাজন এবং জয় করার ধ্বংসাত্মক কৌশলকে কিভাবে প্রতিরোধ করতে হয় সেই বিষয়ে প্রভু যীশুর ইচ্ছার ওপরে আমরা ধ্যান কেন্দ্রিত করবো। তাঁর কৌশল দ্বিমুখী। প্রভু, সঠিক শিক্ষাতে এবং জীবনে বিশুদ্ধতা বজায় রাখার ওপরে ধ্যান কেন্দ্রিত করতে, এবং দ্বিতীয়ত, ভ্রাতৃগণের মধ্যে একতা বজায় রাখতে বলেন। এটা লক্ষণীয় যে কিভাবে উভয় বিষয়গুলি যোহন ১৭ অধ্যায়ে প্রভু যীশুর নিজের প্রার্থনায় সর্বাগ্রে রয়েছে। যোহন ১৭ অধ্যায়ে, পদ ৮ এবং ১৭তে, যীশু সত্যের মধ্যে বিশুদ্ধতার বিষয়ে প্রার্থনা করছেন। তিনি প্রার্থনা করছেন, কেননা "তুমি আমাকে যে সকল বাক্য দিয়াছ, তাহা আমি তাহাদিগকে দিয়াছি; আর তাহারা গ্রহণও করিয়াছে, . . . তাহাদিগকে সত্যে পবিত্র কর; তোমার বাক্যই সত্যস্বরূপ।" তাঁর প্রার্থনার শেষের দিকে, তিনি ভ্রাতৃগণের মধ্যে একতার জন্য প্রার্থনা করেন। তিনি বলেন, "আর আমি কেবল ইহাদেরই নিমিত্ত নিবেদন করিতেছি, তাহা নয়, কিন্তু ইহাদের বাক্য দ্বারা যাহারা আমাতে বিশ্বাস করে, তাহাদের নিমিত্তও করিতেছি; যেন তাহারা সকলে এক হয়; পিতঃ, যেমন তুমি আমাতে ও আমি তোমাতে, তেমনি তাহারাও যেন আমাদিগেতে থাকে; যেন জগৎ বিশ্বাস করে যে, তুমি আমাকে প্রেরণ করিয়াছ" – ইহা যোহন ১৭:২১। সুতরাং স্পষ্টভাবে, উভয়ই নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। প্রকৃত একতা শুধুমাত্র সঠিক শিক্ষা এবং জীবনের বিশুদ্ধতায় মিলিত হতে পারে। সুপরিচিত লন্ডনের প্রচারক, স্পারজিয়ন, যথার্থভাবে বলেছেন, "আমি সুনিশ্চিত যে ঐক্যবদ্ধতাকে প্রচার করার উত্তম উপায় হল সত্যকে প্রচার করা।" এবং জোনাথন এডওয়ার্ডস, যিনি সপ্তদশ শতাব্দীতে আমারিকায় মহান জাগরণে ঈশ্বরের দ্বারা ব্যবহৃত, বলেছেন, "খ্রীষ্টিয় বিশ্বাস তার নিজের অধ্যাপকদের মধ্যে কলহ এবং বিবাদের সময়ে বিকাশ লাভ করতে পারেনা।" অতএব, এটা আশ্চর্যের কিছু হওয়া উচিৎ নয় যে প্রভু যীশু, তাঁর প্রেরিতদের কথার মাধ্যমে, সাধুদের মধ্যে শান্তি বজায় রাখার এবং কিভাবে এটিকে বজায় রাখা যায় সে সম্পর্কে সরাসরি এবং প্রচুর পরিমাণে কথা বলেছেন। সুতরাং, আমি আপনাকে প্রধান নতুন নিয়মের শাস্ত্রের একটি নমুনার মধ্যে দিয়ে নিয়ে যাবো যেখানে প্রভু ভ্রাতৃগণের মধ্যে একতা এবং শান্তির ওপরে জোর দিয়েছেন।

প্রথমে, আসুন আমরা পঞ্চাশত্তমীর নতুন খ্রীষ্টিয় মণ্ডলীর উদাহরণের দিকে ফিরি। প্রেরিত ৪ অধ্যায়, ৩২ পদে, আমরা পড়ি, "আর যে বহুসংখ্যক লোক বিশ্বাস করিয়াছিল, তাহারা একচিত্ত ও একপ্রাণ ছিল।" একতা এবং শান্তি সেখানে রয়েছে। প্রেরিত ৯ অধ্যায়, ৩১ পদে, আমরা একটি সুন্দর সাক্ষ্যকে পড়ি, "তখন যিহূদিয়া, গালীল ও শমরিয়ার সর্ব্বত্র মণ্ডলী শান্তিভোগ করিতে ও গ্রথিত হইতে লাগিল, এবং প্রভুর ভয়ে ও পবিত্র আত্মার আশ্বাসে চলিতে চলিতে বহুসংখ্যক হইয়া উঠিল।" সুতরাং মণ্ডলী শান্তির এই পটভূমিতে বৃদ্ধি পেয়েছিলো।

এখন, পৌল এবং অন্যান্যদের পত্রগুলিতে বেশ কিছু উপদেশ দেওয়া হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, রোমীয় ১২ অধ্যায়, ১৬ পদ: "তোমরা পরস্পরের প্রতি একমনা হও।" রোমীয় ১৪ অধ্যায়, ১৯ পদ: "অতএব যে যে বিষয় শান্তিজনক, ও যে যে বিষয়ের দ্বারা পরস্পরকে গাঁথিয়া তুলিতে পারি, আমরা সেই সকলের অনুধাবন করি।" রোমীয় ১৫ অধ্যায়, ৫ এবং ৬ পদ: "ধৈর্য্যের ও সান্ত্বনার ঈশ্বর এমন বর দিউন, যাহাতে তোমরা খ্রীষ্ট যীশুর অনুরূপে পরস্পর একমনা হও: যেন তোমরা একচিত্তে এক মুখে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ঈশ্বরের ও পিতার গৌরব কর।" এখন আবার, ১ করিন্থীয় ১ অধ্যায়, ১০ পদ, "কিন্তু হে ভ্রাতৃগণ, আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে আমি তোমাদিগকে বিনয় করিয়া বলি, তোমরা সকলে একই কথা বল, তোমাদের মধ্যে দলাদলি না হউক, কিন্তু এক মনে ও এক বিচারে পরিপক্ব হও।" দ্বিতীয় করিন্থীয় ১৩ অধ্যায়, ১১ পদ, "অবশেষে বলি, হে ভ্রাতৃগণ। আনন্দ কর, পরিপক্ব হও, আশ্বাস গ্রহণ কর, একভাববিশিষ্ট হও, শান্তিতে থাক; তাহাতে প্রেমের ও শান্তির ঈশ্বর তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকিবেন।" ইফিষীয় ৪ অধ্যায়, ১ থেকে ৩ পদ, "অতএব প্রভুতে বন্দি আমি তোমাদিগকে বিনতি করিতেছি, তোমরা যে আহ্বানে আহূত হইয়াছ" – অথবা সেই আহ্বান – "তাহার যোগ্যরূপে চল" – আবার – "সম্পূর্ণ নম্রতা ও মৃদুতা সহকারে,

দীর্ঘসহিষ্ণুতা সহকারে চল; প্রেমে পরস্পর ক্ষমাশীল হও, শান্তির যোগবন্ধনে আত্মার ঐক্য রক্ষা করিতে যত্নবান্ হও।" এবং আমরা ফিলিপীয় ১:২৭-এ দেখি, "কেবল, খ্রীষ্টের সুসমাচারের যোগ্যরূপে তাঁহার প্রজাদের মত আচরণ কর; তোমরা এক আত্মাতে স্থির আছ।" এবং ফিলিপীয় ২:২-এ, পৌল যুক্ত করছেন: "তবে তোমরা আমার আনন্দ পূর্ণ কর —একই বিষয় ভাব, এক প্রেমের প্রেমী, একপ্রাণ, এক ভাববিশিষ্ট হও।" পিতরের পত্রে এগিয়ে দেখি, ১ পিতর ৩:৮, "অবশেষে বলি, তোমরা সকলে সমমনা, পরদুঃখে দুঃখিত, ভ্রাতৃপ্রেমিক; স্নেহবান্ ও নম্রমনা হও।"

এখন, স্পষ্টতই শাস্ত্রের এই বিষয়ে বার বার জোর যীশুর সকল অনুগামীদের বোঝাতে চায় যে মণ্ডলীর মস্তকের কাছে, প্রাধান্যের তালিকায় একতা এবং শান্তি সর্বচ্চ স্থানে রয়েছে। এবং এই জোর দেওয়ার কারণ শুধুমাত্র এই নয় যে একসাথে একতায় বসবাস করা ভ্রাতৃগণের জন্য ভালো এবং আনন্দদায়ক বরং এটা প্রধানত ঈশ্বরের কাছে ভালো, এবং আনন্দদায়ক, এবং গৌরবকারী। যীশু তাঁর তরুণ এবং অপরিপক্ক শিষ্যদের শিক্ষা দেওয়ার সময়ে, দুটি স্পষ্ট মুহূর্ত ছিল যখন ছোট্ট গোষ্ঠীর মধ্যে শান্তি এবং একতা গুরুতর বিপদের মধ্যে পড়েছিল। প্রথমটি খুঁজে পাওয়া যায় মথি ২০ অধ্যায়, ২০ থেকে ২৮ পদে, যেখানে তাদের মায়ের মাধ্যমে যাকব এবং যোহন সর্বচ্চ স্থান লাভের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। তবে এটি শুধু এই দুজনের সমস্যা ছিল না, কারণ মথি ২০ অধ্যায়, ২৪ পদে লেখা রয়েছে, "এই কথা শুনিয়া অন্য দশ জন ঐ দুই ভ্রাতার প্রতি রুষ্ট হইলেন।"

এবার, লুক ২২ অধ্যায়, ২৩ থেকে ২৪ পদের, দ্বিতীয় উদাহরণটিতে আমরা শিষ্যদের মধ্যে কাকে সর্বশ্রেষ্ঠ বিবেচনা করা উচিৎ তা নিয়ে তাদের ব্যস্ত দেখতে পাই। প্রায় কিশোর-কিশোরীর মতো, তারা নিজেদের নিয়ে বড়াই করছিলো, সবাই তাদের নিজেদের মহত্ত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছিলো। এবং কেন তা করছিলো? একে অপরকে একটি উপকার করা থেকে ছাড় পাওয়ার জন্য। এখন, সম্ভবত তাদের ছাড় পাওয়ার প্রচেষ্টাটি আমরা যোহন ১৩ অধ্যায়ে যে দৃশ্যটি লক্ষ্য করেছি তার সাথে সম্পর্কিত ছিল, যেখানে যীশু তাঁর শিষ্যদের সাথে তাঁর শেষ নিস্তারপর্বের খাবারের জন্য তাদের সাথে একত্রিত হয়েছিলেন। কাউকে পা ধোয়ানোর কাজটি করতে হতো – একটি কাজ যা সাধারণভাবে একজন ক্রীতদাস অথবা একজন চাকরের করার কথা ছিল। কিন্তু যীশুর শিষ্যদের প্রত্যেকেই নিজেকে সেই নিচু কাজ করার জন্য যোগ্য বলে মনে করছিল না। উভয় ক্ষেত্রেই প্রভুর প্রতিক্রিয়া অত্যাশ্চর্য এবং অনুকরণীয়। একটি মৃদু তিরস্কার এবং স্পষ্ট শিক্ষার সাথে, তিনি একতার প্রতি এই আসন্ন সমস্যাটিকে শুরুতেই দমন করেছিলেন। মথি ২০ অধ্যায়ে, তাঁর রাজ্যে কে আসলে মহান সেই বিষয়ে মূল্যবান শিক্ষার দ্বারা তিনি এটা করেছিলেন। তিনি বলেন, সেইজন যে অন্যকে সেবা করে সেই মহান। তিনি নিজের উদাহরণ দিয়ে সমাপ্ত করেন। তিনি বলেন, "যেমন মনুষ্যপুত্র পরিচর্য্যা পাইতে আইসেন নাই, কিন্তু পরিচর্য্যা করিতে, এবং অনেকের পরিবর্ত্তে আপন প্রাণ মুক্তির মূল্যরূপে দিতে আসিয়াছেন।" এখন, লুক ২২ অধ্যায়ে, তিনি এই শিক্ষাকে পুনরায় বলেন, কিন্তু তারপর তিনি নিজের শিষ্যদের পা ধোয়ানোর মাধ্যমে এটি তাঁর ব্যক্তিগত পদক্ষেপ হিসেবে পালন করেছিলেন, যেমনটি যোহন ১৩ অধ্যায়ে নথিভুক্ত রয়েছে। আমার বন্ধুরা, আমাদের প্রভু, যীশু খ্রীষ্ট, ঈশ্বরের পুত্রের মহিমার কি একটি হৃদয়গ্রাহী প্রদর্শনী! এবং শেষ করার পরে, তিনি এই নির্দেশনা দিলেন, যেমন আপনি যোহন ১৩ অধ্যায় ১২ থেকে ১৫ পদে পড়বেন – "আমি তোমাদের প্রতি কি করিলাম, জান? তোমরা আমাকে গুরু ও প্রভু বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাক; আর তাহা ভালই বল, কেননা আমি সেই। ভাল, আমি প্রভু ও গুরু হইয়া যখন তোমাদের পা ধুইয়া দিলাম, তখন তোমাদেরও পরস্পরের পা ধোয়ান উচিত? কেননা আমি তোমাদিগকে দৃষ্টান্ত দেখাইলাম, যেন তোমাদের প্রতি আমি যেমন করিয়াছি, তোমরাও তদ্রূপ কর।"

এখন, এই অধ্যয়নে, মথি ১৮ অধ্যায় ১৫ থেকে ৩৫ পদে তাঁর শিক্ষা নিয়ে চিন্তা করার জন্য, আমরা যীশুর চরণে বসবো। আমি এই বিষয়ে অন্যান্য প্রাসঙ্গিক শাস্ত্রাংশের সাথে এই শিক্ষাটিকে একত্রিত করবো, যেমন গালাতীয় ৬ পদ ১, এবং লুক ১৭, পদ ১ থেকে ৬। কিন্তু মথি ১৮ অধ্যায়ে, একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং বিঘ্নকারী পাপের সম্মুখে

দেহের একতা কিভাবে রক্ষা করতে হয় সেই বিষয়ে যীশু একটি পথরেখা বর্ণনা করেছেন। এবং এই বিষয়ের গুরুত্বের ওপরে যথেষ্ট জোর দেওয়া যায় না, কারণ আমরা যদি বাইবেল অনুসারে, এবং প্রেমের সাথে, এবং বিশ্বস্ত ভাবে পাপ এবং দ্বন্দ্বের বিষয়গুলির সাথে মোকাবিলা না করি তবে আমরা রাজ্যে আমাদের প্রধান মিত্র – পবিত্র আত্মাকে - হারাবো। পৌল ইফিষীয় ৪:৩০ শাস্ত্রাংশে পবিত্র আত্মাকে দুঃখ দেওয়ার বিষয়ে সাবধান করেছেন – "আর ঈশ্বরের সেই পবিত্র আত্মাকে দুঃখিত করিও না, যাঁহার দ্বারা তোমরা মুক্তির দিনের অপেক্ষায় মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছ।" ইফিষীয় ৪-এর প্রেক্ষাপটে, পৌল বিশ্বাসীদের মধ্যে কার্যকরী এবং প্রেমের সাথে সংযোগের বিষয়ে বলছেন। এবং যদি ভাইদের মধ্যে পাপময় রাগ, মিথ্যা কথা, তিক্ততা, ক্ষমাহীনতার মধ্যে দিয়ে নেতিবাচক সংযোগ গড়ে ওঠে – পবিত্রআত্মা দুঃখ পাবে। এবং ভ্রাতৃগণ, রাজ্যের সমৃদ্ধি এবং শক্তির জন্য আর কোনও বিষয় এতো বেশি ভয়ানক নয়, যতটা যখন পবিত্রআত্মা দুঃখিত হয়। আত্মা দুঃখিত হয়। তিনি পিছিয়ে আসেন। তিনি তাঁর পবিত্রীকরণ এবং একতা স্থাপনকারী প্রভাবগুলিকে আটকে রাখবেন। তিনি আঘাতগুলিকে পচতে দেবেন, এবং তিনি এমনকি একটি সহভাগিতা থেকে চলে যেতে পারেন, যেমনটি যীশু প্রকাশিত বাক্য ২ এবং ৩ অধ্যায়ে, সাতটি মণ্ডলীর প্রতি পত্রতে, অনেকবার সাবধান করেছেন।

যখন, সেই ভাঙ্গা এবং পবিত্র আত্মা দ্বারা পরিত্যক্ত সহভাগিতাগুলিতে, আমরা ফিরে দেখবো যে কোথায় অধঃপতন শুরু হয়েছিলো, তখন প্রায়শই এটা প্রকাশ পাবে যে এটি শুরু হয়েছিলো যখন একটি পাপকে উপেক্ষা করা হয়েছিলো। কারণ ঈশ্বরের পথ থেকে বিচ্যুতি সর্বদা এই ভাবেই শুরু হয়। এটা শুরু হয় ভুল পথের দিকে একটি ছোট্ট পদক্ষেপ নিয়ে। একটি পাপকে উপেক্ষা করা আরও অনেক পাপের পথ খুলে দেয়। মণ্ডলীর পরিবারের মধ্যে একটি পাপজনক সমস্যাকে ফেলে রাখা, যেন পায়ের গোড়ালিতে একটি কাঁটা ফেলে রাখার মত। এখন, এটাকে ফেলে রাখলে, এটা হাঁটাচলাকে কঠিন করে তুলবে। যদি এটার চিকিৎসা না করা হয়, এটা পচন শুরু করবে, এবং সংক্রমণ দেখা যাবে, যা আরও কার্জকারিতাকে বিঘ্নিত করতে পারে, এমনকি মৃত্যুর কারণও হতে পারে। সুতরাং আসুন আমরা একসাথে এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি অনুসন্ধান করার সময়ে, ঈশ্বরের আশীর্বাদ কামনা করি।

মথি ১৮ অধ্যায়ের ভিত্তিতে, আমাদের বিষয়বস্তু, যা আমরা এই পরবর্তি অধিবেশন গুলিতে লক্ষ্য করবো, তা হবে পাপজনক সমস্যার ক্ষেত্রে ঈশ্বরের সমাধান – প্রেমময় এবং নম্র কিন্তু স্পষ্ট অনুযোগই একমাত্র উপায়। এখন এই শাস্ত্রাংশে আমরা গভীরভাবে এবং বিস্তারিত ভাবে দেখার আগে, আমি কিছু নীতি স্থাপন করতে চাই যা আমাদের পথপ্রদর্শক হবে। প্রথম নীতিটি হল যে আমাদের ভাইয়েরা যদি কোন ভাবে আমাদের প্রতি পাপ করে থাকে, তাহলে তাদেরকে অনুযোগ করার বিষয়ে প্রভুর আজ্ঞাগুলির বিষয়ে আমাদের স্পষ্ট হওয়ার প্রয়োজন আছে। মথি ১৮ অধ্যায় ১৫ পদে এটা স্পষ্ট। তিনি বলেন, "আর যদি তোমার ভ্রাতা তোমাক নিকটে কোন অপরাধ করে, তবে যাও, যখন কেবল তোমাতে ও তাহাতে থাক, তখন সেই দোষ তাহাকে বুঝাইয়া দেও।" যীশু একই নির্দেশনা লুক ১৭:৩ পদে দিয়েছেন – "তোমরা আপনাদের বিষয়ে সাবধান থাক। তোমার ভ্রাতা যদি পাপ করে, তাহাকে অনুযোগ করিও।"

এখন, এই অনুযোগ করা হল, প্রভুর নিজের শিক্ষা অনুযায়ী, আসল ভালোবাসার একটি কাজ। লেবীয় পুস্তক ১৯:১৭ শুনুন, যেখানে ঈশ্বর বলছেন, "তুমি হৃদয়মধ্যে আপন ভ্রাতাকে ঘৃণা করিও না; তুমি অবশ্য আপন স্বজাতীয়কে অনুযোগ করিবে, তাহাতে তাহার জন্য পাপ বহন করিবে না।" আপনি কি এটা শুনতে পেলেন? কোনও পাপকে নির্বিঘ্নে ফেলে রাখা, সেই পাপীকে হারিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দেওয়া। অতএব, ভালোবাসার কাজ হল এটাকে উপেক্ষা করা নয়, এমন পাপকে উপেক্ষা করা নয় যেটা সমস্যা দেয়, অথবা ধ্বংস করে, অথবা বিভাজন ঘটায় – এটি হল সেই পাপীকে প্রেমের সাথে অনুযোগ করা।

এখন, আপনি যদি বাইবেলের প্রারম্ভিক অধ্যায়গুলির মধ্যে আদিপুস্তক ৩ অধ্যায়টি লক্ষ্য করেন, তাহলে আপনি দেখবেন যে কিভাবে ঈশ্বর আদম এবং হবাকে অনুযোগ করেছিলেন। তিনি পরমদেশে ঝড় তুলে, হুমকি দিয়ে,

বা তাঁর রাগে বজ্রপাত করে প্রবেশ করেননি। পরিবর্তে, তিনি তাদেরকে একটি মৃদু প্রশ্নে আহ্বান করেন: "তোমরা কোথায়?" আরেক কথায়, তিনি বলছিলেন, "আমি তোমাদের দেখতে চাই!" যদিও তিনি আঘাতপ্রাপ্ত, অসন্তুষ্ট, যদিও তিনি তাদের কাজের দ্বারা অপমানিত হয়েছিলেন, তিনি এটাকে ঠিক করতে চান, এবং তিনি চান না যে আমরা তাঁর থেকে নিজেদেরকে লুকাই। এবং লক্ষ্য করুন যে ঈশ্বরও পাপটিকে এড়িয়ে যান নি বা উপেক্ষা করেন নি। পরিবর্তে, তিনি তাদের অনুযোগ করেছিলেন। তিনি সেটিকে উল্লেখ করলেন। তিনি সেটিকে লজ্জিত করলেন। তিনি আবরণ তুলে নিয়েছিলেন। কিন্তু ঈশ্বরের অনুপ্রেরণা কি ছিল? সেটা ছিল প্রেম - সেটা ছিল প্রেম। তাদের পাপের প্রতি ঈশ্বরের যাচঞ্ঞা এবং অনুযোগের মধ্যে দিয়ে, ঈশ্বর তাদের বলেছিলেন, "দেখো, আদম এবং হবা, পাপীদের মৃত্যুতে আমি কোনও আনন্দ পাইনা।" অন্য কথায়, "আমার এবং তোমার মধ্যে পাপের কারণে হওয়া বিচ্ছেদ অবস্থায় আমি কোনও আনন্দ পাইনা।"

এখন, আপনি আদিপুস্তক ৪ অধ্যায় দেখুন – একই বিষয় সেখানে ঘটছে। তিনি প্রেমের সাথে কয়িনকে তার পাপের জন্য অনুযোগ করলেন, যাতে সে অনুতাপ করে, এবং আরও পাপ করা থেকে বিরত থাকে! এখন, ঈশ্বর কয়িনের মধ্যে অবাধ্যতার পিচ্ছিল ঢালে তার প্রথম পদক্ষেপ দেখতে পেলেন। তার হৃদয়ে হিংসা ছিল, এবং রাগ ও হত্যাকারী চিন্তাভাবনা তার হৃদয়ে বাস করছিলো। এবং প্রেমের সাথে, তিনি কয়িনকে সাবধান করলেন, "যদি সদাচরণ কর, তবে কি গ্রাহ্য হইবে না?" আর যদি সদাচরণ না কর, তবে পাপ দ্বারে গুঁড়ি মারিয়া রহিয়াছে। বন্ধুরা, ঈশ্বরের প্রেরণা কি ছিল? সেটা ছিল তাঁর প্রেম – সেটা ছিল কয়িনের জন্য তাঁর যত্ন।

কিন্তু হয়তো আপনি ভাবতে পারেন যে অনুযোগ করার শিক্ষাটি অন্য শাস্ত্রাংশকে বিরোধ করে কিনা, যেমন ১ পিতর ৪:৮, যেখানে ঈশ্বর বলছেন, "সর্ব্বাপেক্ষা পরস্পর একাগ্র ভাবে প্রেম কর; কেননা "প্রেম পাপরাশি আচ্ছাদন করে।" তবুও প্রভু যীশু এখানে যে নীতিগুলি নির্ধারণ করেছেন সেগুলি স্পষ্ট। তিনি বলেন যখন পাপ অক্ষমতা, অথবা অপরিপক্কতা, অথবা দুর্বলতা, অথবা অজ্ঞানতা বশত হয়, সেগুলির সাথে প্রেমের সাথে আচরণ কর। এখন, অভিভাবক হিসেবে, আমরা আমাদের অপরিপক্ক এবং ছোটো শিশুদের প্রত্যেকটি দুর্বলতা এবং ভুলের প্রতি মনোযোগ দিই না। এখন তারা ছোটো। তারা অবিচক্ষণ। তারা অপরিপক্ক। তারা হয়তো দুধ ফেলে দিতে পারে, অথবা তারা হয়তো টুকটাক কোনও কাজ করতে ব্যর্থ হতে পারে, তবুও তাঁর হয়তো না চাইতেই সেটা হয়ে গেছে। এবং তেমনটিও পাপের সাথে হয়। কিন্তু যখন এমন পাপ কাজ করা হয় যা তিক্ততা জন্মায়, অথবা রাগ, অথবা বিরক্তি, অথবা বিচ্ছিন্নতা, অথবা ঘৃণা, এবং ক্রমাগত দ্বন্দ্বকে নিয়ে আসে, সেগুলিকে অনুযোগ করা অথবা অপসারিত করার প্রয়োজন আছে, কারণ সেগুলি ধ্বংস করতে থাকবে, এবং আরও অনেক ধ্বংস করবে।

সুতরাং, দ্বিতীয় বিষয় যেটাতে আমাদের স্পষ্ট হওয়া উচিৎ তা হলো এই সত্য যে, আমাদের প্রত্যাশার বিপরীতে, যীশুর বিস্তারিত নির্দেশাবলী অনুযায়ী প্রেমের সাথে অনুযোগ, সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতি আশীর্বাদ নিয়ে আসবে। মথি ১৮ অধ্যায়, ১৫ পদে লক্ষ্য করুন, যেখানে বলছে এটা আপনাকে আপনার ভ্রাতাকে লাভ করতে সাহায্য করবে। যাকব ৫ অধ্যায়, ১৯ এবং ২০ পদে, প্রভু অনুযোগের প্রতি এই উৎসাহকে যুক্ত করেছেন: "হে আমার ভ্রাতৃগণ, তোমাদের মধ্যে যদি কেহ সত্য হইতে ভ্রান্ত হয়, এবং কেহ তাহাকে ফিরাইয়া আনে, তবে জানিও, যে ব্যক্তি কোন পাপীকে তাহার পথ-ভ্রান্তি হইতে ফিরাইয়া আনে, সে তাহার প্রাণকে মৃত্যু হইতে রক্ষা করিবে, এবং পাপরাশি আচ্ছাদন করিবে" যা একটি পাপের ফলস্বরূপ ঘটতে থাকে।

সুতরাং স্পষ্টভাবে, মথি ১৮ অধ্যায়, ১৫ থেকে ২০ পদের এই ভূমিকার পরে, আমাদের প্রভুর আদেশগুলির বিষয়ে আমরা একটি বিস্তারিত অধ্যয়ন করতে প্রস্তুত। এবং সেই অধ্যয়নে আমি আপনাদের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য প্রত্যাশিত। ঈশ্বর আমাদের প্রচেষ্টায় আশীর্বাদ করুন। ধন্যবাদ।

দ্বন্দ্বের সমাধান এবং মণ্ডলীর মধ্যে প্রেমের বিধান

রেভ. এ. টি. ভারগুস্ট

মডিউল ১ ~ বক্তৃতা ২

অনুযোগের বিষয়ে যীশুর নির্দেশাবলী

প্রিয় বন্ধুগণ, বিশ্বাসীদের মাঝে দ্বন্দ্বের সমাধানের বিষয়ে পাঠে আরও একটিবার স্বাগত। রাজার এই আহ্বানে আমাদের হৃদয়কে সতেজ করার জন্য, কিছুক্ষণের জন্য এই একই বিষয় সম্পর্কিত এই তিনটি শাস্ত্রাংশকে বিবেচনা করুন। গীতসংহিতা ১৪১ অধ্যায়, ৫ পদ: "ধার্ম্মিক লোক আমাকে প্রহার করুক, সেটি দয়া; সে আমাকে অনুযোগ করুক, তাহা মস্তকের তৈল; আমার মস্তক তাহা অগ্রাহ্য না করুক, উহাদের দুষ্টতাসমূহের মধ্যেও আমি প্রার্থনা করিব।" হিতপদেশ ৯ অধ্যায়, ৮ পদ: "নিন্দককে অনুযোগ করিও না, পাছে সে তোমাকে দ্বেষ করে; জ্ঞানবানকেই অনুযোগ কর, সে তোমাকে প্রেম করিবে।" হিতপদেশ ২৭ অধ্যায়, ৫ থেকে ৬ পদেও: "বরং প্রকাশ্য অনুযোগ ভাল, তবু গুপ্ত প্রেম ভাল নয়। প্রণয়ীর প্রহার বিশ্বস্ততাযুক্ত, কিন্তু শত্রুর চুম্বন অতিমাত্র।"

এখন, যখন আমরা প্রভুর এই আদেশগুলি বিবেচনা করি, আমরা এই বিষয়ে শাস্ত্রাংশগুলির মধ্যে একতাকে লক্ষ্য করি। পাপের মৃদু, প্রেমময়, স্পষ্ট, দৃঢ় এবং প্রজ্ঞাপুর্ন অনুযোগ প্রয়োজন। এবং মথি ১৮ অধ্যায়ে, প্রভু এটা করার প্রক্রিয়ার নির্দেশনা দিয়েছেন। অভিজ্ঞতা প্রমাণ করেছে যে তাঁর আদেশকে মান্য করা আশীর্বাদ নিয়ে আসে। এবং সেইজন্য, প্রত্যেক মণ্ডলীর সহভাগিতা, অথবা প্রত্যেক স্থানীয় ঈশ্বরের গৃহকে যীশুর নির্দেশনা অনুসরণ করা উচিৎ।

যখন আমরা বিস্তারিত ভাবে দেখবো, পাপের সমস্যাকে মোকাবিলা করার জন্য চারটি স্তর রয়েছে। প্রথমত, এটা সর্বদা ব্যক্তিগত স্তরে শুরু হয় – নিজেকে যাচঞ্া করুন। দ্বিতীয়ত, এটি আপনার এবং অন্য ব্যক্তির মধ্যে একটি ব্যক্তিগত স্তরে চলে যায়। তৃতীয়ত, যদি সেটা সফল না হয়, তবে এটা সপ্রসারিত স্তরে চলে যায় – আমাদের এই প্রক্রিয়ার মধ্যে একজন সাক্ষী যুক্ত করতে হয়। এবং অবশেষে, এটা মণ্ডলীর স্তরে চলে যায়, যেখানে সমগ্র মণ্ডলী যুক্ত হয়। এখন, এই চারটি স্তরের পুনঃমূল্যায়নের পরে, আমি বাঞ্ছিত এবং অবাঞ্ছিত ফলাফলের ওপরে একটি সংক্ষিপ্ত অধ্যায়নের সাথে সমাপ্ত করবো। অবশ্যই, বাঞ্ছিত ফলাফল হলো অনুতাপ, যা প্রকৃত ক্ষমার অনুশীলনের সাথে অনুধাবন করা উচিৎ। এখন, অবাঞ্ছিত ফলাফল হলো, অনুতাপ এবং পুনর্মিলন করতে প্রত্যাখ্যান করা, যা, দুঃখজনক ভাবে, বহিষ্কারের দিকে নিয়ে যায়। তবে, বহিষ্কারের পরে আমাদের সম্পর্ক এবং দায়িত্ব কি? আমাদের পাঠের উপসংহারে আমরা সেই বিষয়ে দেখবো।

সুতরাং এখন, একটি ব্যক্তিগত অনুযোগের মধ্যে দিয়ে অনুযোগের প্রথম স্তরটি শুরু হয়, অথবা, ভালোভাবে বলতে গেলে, একটি ব্যক্তিগত নিরীক্ষণ দিয়ে শুরু হয়। এখন একটি বিষয়বস্তু লক্ষ্য করুন যেটা সরাসরি ভাবে মথি ১৮ অধ্যায়ে উল্লেখ নেই, এটা স্পষ্টভাবে মথি ৭ অধ্যায়, ১ থেকে ৫ পদে সেইসাথে গালাতীয় ৬ অধ্যায়, ১ পদে শেখানো হয়েছে। মথি ৭ অধ্যায়ে, প্রভু আমাদের শিক্ষা দেয় যে আমরা অন্যদের অনুপযোগী এবং নিন্দাজনক বিচারের দ্বারা বিচার করবো না। গালাতীয় অধ্যায়ে, পাপে পরে যাওয়া ভাই এবং বোনেদের সাথে তিনি আমাদেরকে "মৃদুতার

আত্মায়" আচরণ করার নির্দেশ দেন। সুতরাং তবে প্রথমে, মথি ৭ অধ্যায়, ১ থেকে ২ পদে, যীশু বলছেন, "তোমরা বিচার করিও না, যেন বিচারিত না হও। কেননা যেরূপ বিচারে তোমরা বিচার কর, সেইরূপ বিচারে তোমরাও বিচারিত হইবে; এবং যে পরিমাণে পরিমাণ কর, সেই পরিমাণে তোমাদের নিমিত্ত পরিমাণ করা যাইবে।" এখন যীশু এটা বলছেন না যে আমরা কারোর কাজকে তাঁর ঐশ্বরিক মান হিসেবে ঠিক বা ভুল বলে বিচার করবো না। কিন্তু, প্রভু তাঁর আঙ্গুল দিয়ে সেই মনোভাবের দিকে নির্দেশ করেছেন জেতা সহকারে আমাদের বিচার করা উচিৎ। এটা কখনই, "আমি আপনার চেয়ে ভালো" এই মনোভাবে করা উচিৎ নয়, বরং পরিবর্তে, "আমি আপনার চেয়ে আলাদা নই, কারণ আমিও একজন পাপী। এবং যদি আপনার এবং আমার এবং আমার পথে কোনও ভিন্নতা থেকে থাকে, তার কারণ ঈশ্বরের অনুগ্রহ যা আমাকে ধরে রেখেছে এবং চালিত করেছে" এই মনোভাবে করা উচিৎ।

এখন এই বিষয়টিকে স্পষ্টভাবে বোঝাতে, প্রভু একটি অসাধারণ এবং দৃশ্যমান উক্তি করেছেন, যে আমাদের ভাইয়ের চোখে থাকা ক্ষুদ্র কণা নিয়ে বিবেচনা করার আগে প্রথমে আমাদের নিজের চোখে থাকা কাঠের তক্তার বিষয়ে বিবেচনা করতে হবে। "ক্ষুদ্র কণা" শব্দের অর্থ হলো কাঠের গুড়ো, যেখানে "কাঠের তক্তা" আসলে, বাড়ির তক্তাকে বোঝায় যা বাড়ির নির্মাণে ব্যবহৃত হয় – একটি কাঠের তক্তা, অথবা বাড়ির তক্তা আপনার নিজের চোখে; অন্যজনের চোখে কাঠের একটি গুড়ো। এখন যীশু এখানে যে বার্তাটিকে দেখাচ্ছেন সেটা ক্ষমতাশালী। আপনার ভাইয়ের চোখ থেকে একটি কাঠের গুড়োকে বের করা একটি সূক্ষ্ম কাজ। শুধুমাত্র আপনার একটি কোমল হাথ এবং সঠিক যন্ত্রের নয় বরং আপনার পরিষ্কার চোখও প্রয়োজন। কিন্তু বন্ধুগণ, যদি আপনার চোখে একটি বাড়ির নির্মাণে ব্যবহৃত কাঠের তক্তার মতো তক্তা আটকে আছে, আপনি কাঠের গুড়ো বের করার মতো কোমল অস্ত্রপ্রচারের পরিবর্তে আপনি চোখের একটি অঙ্গচ্ছেদ করে ফেলবেন। এবং কতবার এটা ঘটে যখন মণ্ডলীর পরিবারের মধ্যে আমরা ভাই এবং বোনেদের আমাদের অথবা মণ্ডলীর দেহের বিরুদ্ধে করা পাপের বিষয়ে অনুযোগ করে থাকি। সেই আত্মাকে বাঁচাতে এবং সহভাগিতাকে পুনঃস্থাপনা করার পরিবর্তে, আমরা কতবার তাকে হারিয়ে ফেলি।

তবে আমরা কিভাবে সঠিক মনোভাব নিয়ে আমাদের ভাই বা বোনের সূক্ষ্ম চোখের অস্ত্রপ্রচার করতে যাবো? কিভাবে আমরা প্রভুর হাথে সঠিক সরঞ্জাম হবো? আমরা এটা হবো, যখন আমরা প্রথমে নিজেদের দিকে নজর দিয়ে প্রভুর নির্দেশ অনুসরণ করবো। প্রথম নির্দেশনা হলো, আমরা যেন ঈশ্বরের বাণীর আলোতে নিজেদের দেখার জন্য প্রার্থনা করি। গীতসংহিতায়, আমরা এমন কিছু মানানসই আবেদনমূলক প্রার্থনা পাই যা আমাদের সেই প্রার্থনাগুলিতে সাহায্য করবে যখন আমরা বিষয়টির সাথে আমাদের সম্পর্ককে নিরীক্ষণ করি। উদাহরণস্বরূপ, গীতসংহিতা ১৩৯ অধ্যায়ে, ২৩ থেকে ২৪ পদে দাউদের আবেদনমূলক প্রার্থনা: "হে ঈশ্বর, আমাকে অনুসন্ধান কর, আমার অন্তঃকরণ জ্ঞাত হও; আমার পরীক্ষা কর, আমার চিন্তা সকল জ্ঞাত হও; আর দেখ, আমাতে দুষ্টতার পথ পাওয়া যায় কি না, এবং সনাতন পথে আমাকে গমন করাও।" এখন এরকমই আরেকটি আবেদনমূলক প্রার্থনা গীতসংহিতা ১৯ অধ্যায়ে, ১২ থেকে ১৩ পদে পাওয়া যায়। দাউদ প্রার্থনা করেছিলেন, "ভ্রান্তির কার্য্য সকল কে বুঝিতে পারে? তুমি গুপ্ত দোষ হইতে আমাকে পরিষ্কার কর। দুঃসাহসজনিত [পাপ] হইতেও নিজ দাসকে পৃথক্ রাখ, সেই সকল আমার উপরে কর্তৃত্ব না করুক; তখন আমি সিদ্ধ এবং মহাপাতক হইতে শুচি হইব।" ঈশ্বর এই আবেদনমূলক প্রার্থনাগুলির উত্তর কিভাবে দেন, যখন আমরা সেগুলিকে তাঁর সামনে রাখি? কিভাবে আমি নিরীক্ষিত হবো?

আমাদের নিজেদেরকে অনুযোগের বিষয়ে প্রস্তুত করতে এটি আমাদের দ্বিতীয় নির্দেশনাটিতে নিয়ে আসে। ঈশ্বর তাঁর বাক্য এবং আত্মার মাধ্যমে এই আবেদনমূলক প্রার্থনাগুলির উত্তর দেন। এবং যখন যীশু যোহন ১৭:১৭ তে প্রার্থনা করেছিলেন, "তাহাদিগকে সত্যে পবিত্র কর; তোমার বাক্যই সত্যস্বরূপ।" সুতরাং, ঈশ্বরের সত্যের মাধ্যমে, যা তিনি ব্যবহার করেন, তিনি আমাদেরকে পবিত্র করেন। ঈশ্বরের বাক্য হলো সেই আয়না যার মধ্যে দিয়ে আমরা নিজেদেরকে আরও স্পষ্টভাবে দেখতে শিখি এবং প্রতিটি দিক থেকে আমাদের অপ্রাপ্যতাকে বুঝতে পারি। এবং এটি

কোনও দুর্ঘটনা নয় যে গীতসংহিতা ১৯ অধ্যায়ে, ১২ থেকে ১৩ পদে আবেদনমূলক প্রার্থনাটির পুর্বে ঈশ্বরের বাক্য এবং বিশ্বাসীর ওপরে এর প্রভাবের বর্ণনা রয়েছে। এই বাক্যগুলি শুনুন: "সদাপ্রভুর ব্যবস্থা সিদ্ধ" – এবং এটা কি করে? "প্রাণের স্বাস্থ্যজনক; সদাপ্রভুর সাক্ষ্য বিশ্বসনীয়" – এবং এটা কি করে? "অল্পবুদ্ধির জ্ঞানদায়ক" (পদ ৭)। "সদাপ্রভুর বিধি সকল যথার্থ" – এবং সেগুলি কি করে? – "চিত্তের আনন্দবর্দ্ধক; সদাপ্রভুর আজ্ঞা নির্ম্মল" – এবং আবার সেটা কি করে? "চক্ষুর দীপ্তিজনক" (পদ ৮)। সুতরাং, একই বিষয় ২ তীমথিয় ৩:১৬ থেকে ১৭ পদে বলা হয়েছে, যেখানে আমরা পড়ি: "ঈশ্বর-নিশ্বসিত প্রত্যেক শাস্ত্রলিপি আবার শিক্ষার, অনুযোগের, সংশোধনের, ধার্ম্মিকতা সম্বন্ধীয় শাসনের নিমিত্ত উপকারী, যেন ঈশ্বরের লোক পরিপক্ক, সমস্ত সৎকর্ম্মের জন্য সুসজ্জীভূত হয়।" অতএব, সকল খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসীদের প্রার্থনাপুর্বক ভাবে শাস্ত্রকে অন্বেষণ করার সামনে নিজেদেরকে রাখা দরকার, কারণ ঈশ্বরের বাক্যের মধ্যে দিয়েই আমরা ব্যক্তিগত ভাবে আমাদের নিজেদের পাপ এবং বিশ্বাস থেকে সরে যাওয়া, আমাদের নিজেদের দুর্বলতা, আমাদের নিজেদের অক্ষমতাকে নিয়ে অনুযোগ প্রাপ্ত হই। তাঁর বাক্য আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের বিভিন্ন এলাকা দেখার জন্য চোখ খুলে দেবে, যেখানে আত্মিক সংশোধন বা আত্মিক বৃদ্ধির প্রয়োজন আছে। এবং বন্ধুগণ, আমাদের নিজেদের পাপের মুখোমুখি হওয়া, যা আমাদেরকে একজন ভাই বা বোনের তাদের পাপের মুখোমুখি হতে প্রস্তুত করবে, কারণ এটা কি করে? এটা আমাদেরকে ঈশ্বরের আশীর্বাদের দ্বারা বিনম্র করে।

এবং তাই, সেই তৃতীয় নির্দেশনাটি যেটা আমাদেরকে মণ্ডলী পরিবারের একজন ভাই অথবা বোনকে অনুযোগ করতে ব্যক্তিগতভাবে প্রস্তুত করবে সেটা হলো ইব্রীয় ১০ অধ্যায়, ২৪ এবং ২৫ পদের শিক্ষা। আমরা সেখানে পড়ি: "এবং আইস, আমরা পরস্পর মনোযোগ করি, যেন প্রেম ও সৎক্রিয়ার সম্বন্ধে পরস্পকে উদ্দীপিত করিয়া তুলিতে পারি" - অথবা জাগিয়ে তোলা – "পরস্পরকে চেতনা দিই।" এখন যখনই কোনও সময় আপনি কোনও সহ সাধুদের সাথে কাটান সেটা একটি অনুযোগ অনুশীলনের সময়, কারণ আপনার উদাহরণ পরামর্শ দেয়, বা প্রত্যয় দান করে, বা অন্যদের উৎসাহ দেয়, এবং অন্যরা আপনার প্রতি তাই করে। যেমন ভাবে লোহা লোহাকে তীক্ষ্ণ করে তোলে, সেরকমই সহ সাধুদের একে অপরের সাথে কথোপকথন জীবনের যাত্রাতে আমাদেরকে তীক্ষ্ণ করে তোলে। এটি আমাদের চোখও খুলে দেবে কিভাবে আমরা পরে যাই, যখন আমরা নিজেদেরকে প্রেম এবং সৎকর্মে এগিয়ে যেতে দেখি। এখন, আমাদের নিজেদের স্থায়ী অভাবগুলি দেখতে পাওয়া হলো মৃদুতাকে উৎপন্ন করার জন্য ঈশ্বরের একটি সরঞ্জাম, যার বিষয়ে গালাতীয় ৬:১ আমাদের নির্দেশ দেয়। এবং ঈশ্বর সেখানে বলছেন, "ভ্রাতৃগণ, যদি কেহ কোন অপরাধে ধরাও পড়ে, তবে আত্মিক যে তোমরা, তোমরা সেই প্রকার ব্যক্তিকে মৃদুতার আত্মায় সুস্থ কর, আপনাকে দেখ, পাছে তুমিও পরীক্ষাতে পড়।" এখন, নম্রতার মনোভাব হলো সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে একটি যা একজন সহবিশ্বাসীকে তার পাপের বিরুদ্ধে কার্জকর ভাবে মোকাবিলা করার জন্য প্রয়োজন। আমাদেরকে নম্র করার জন্য প্রার্থনাপুর্বক ঈশ্বরের পরিচর্যার খোঁজ করতে হবে। সর্বদা ঈশ্বরকে জানার ফল হল নম্রতা। এটি তাঁর বাক্যে থাকার ফল। এটি আমাদের মধ্যে থাকা পবিত্র আত্মার পরিচর্যা দ্বারা, অন্যান্য সাধুদের সাথে সহভাগিতা করারও ফল।

এখন সহ-সদস্যদের সাথে সময় কাটানোর এই ব্যক্তিগত সুবিধার পাশাপাশি, অনুযোগের অনুশীলনের একটি প্রস্তুতিমূলক সুবধাও রয়েছে। কেননা অন্যদের সাথে ভালো এবং ইতিবাচক কথোপকথন ভরসাকে উৎপন্ন করে। আপনি বুঝতে শেখেন এবং আপনি একে অপরের প্রশংসা করতে – একে অপরকে ভরসা করতে শেখেন। আপনি বুঝতে পারেন যে একে অপরের হৃদয়ে ভালোবাসা এবং যত্ন রয়েছে। এবং তারপরে, বন্ধুগণ, যদি পাপজনক কোনও কারণে আপনার সহবিশ্বাসীকে অনুযোগ করার প্রয়োজন হয়, তবে এটা করা সহজ হবে কারণ ভরসা এবং শ্রদ্ধার ভিত্তি রয়েছে, ভালোবাসার সম্পর্ক রয়েছে। আপনি অবহেলা বা উপেক্ষা করেছেন এমন একজন সহ-সদস্যকে, যার

সাথে আপনার কোনও সম্পর্ক নেই, তাকে অনুযোগ করার চেয়ে এই বিষয়টি অনুযোগ করাকে আরও সহজ করে তুলবে।

সুতরাং, এখন চলুন দ্বিতীয় স্তরের অনুযোগের দিকে তাকাই। প্রথমত, এটি একটি ব্যক্তিগত পর্যায় করা উচিৎ। প্রভু যীশু মথি ১৮ অধ্যায়, ১৫ পদে তাঁর নির্দেশ দিয়েছেন: "আর যদি তোমার ভ্রাতা তোমাক নিকটে কোন অপরাধ করে, তবে যাও, যখন কেবল তোমাতে ও তাহাতে থাক, তখন সেই দোষ তাহাকে বুঝাইয়া দেও। যদি সে তোমার কথা শুনে, তুমি আপন ভ্রাতাকে লাভ করিলে।" এখন, এই ক্রমে প্রভু যীশু আমাদেরকে চারটি নির্দিষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন।

প্রথমত, কে একজন পাপকারী ভাই বা বোনকে অনুযোগ করবে। আমরা শিখি যে প্রভু চান যে বিঘ্ন পেয়েছে সে বিঘ্নদায়ী পাপীকে অনুযোগ করবে। আবার শুনুন, যেরকমটি প্রভু যীশু বলেছেন, আর যদি তোমার ভ্রাতা তোমাক নিকটে কোন অপরাধ করে, তবে যাও, তখন সেই দোষ তাহাকে বুঝাইয়া দেও। লুক ১৭:৩ পদে এটা জোর দিয়ে বলা হয়েছে: "তোমরা আপনাদের বিষয়ে সাবধান থাক। তোমার ভ্রাতা যদি পাপ করে, তাহাকে অনুযোগ করিও।" তাই প্রতিটি খ্রীষ্টিয় ব্যক্তি খ্রীষ্টের দেহের মধ্যে ঐক্য রক্ষায় জড়িত থাকার জন্য দায়ী। এখন তাই, যখন আমরা পাপ দেখি, তখন আমরা অন্যদের সাথে এটি নিয়ে আলোচনা করি না, বা আমাদের আত্মিক নেতাদের সাথে এই বিষয়ে কথা বলি না, না, প্রভু আপনাকে কাজ করার নির্দেশ দেন। আপনি এটি ছেড়ে যেতে পারবেন না বা আপনি এটি অন্যদের কাছে প্রেরণ করতে পারবেন না। আপনি এটিকে উপেক্ষা করারও চেষ্টা করতে পারেন না, বা কপোট হাসি দিয়ে এটিকে ঢেকে রাখতে পারেন না, যেন আপনার বিরুদ্ধে কোনও পাপ হয়নি বা যেন পাপটি কখনও হয়নি। প্রভু তাঁর রাজ্যের কল্যাণের জন্য আপনার নিজের দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে সমাধানের অংশ হওয়ার জন্য আপনাকে আদেশ দেন। যদি সে তোমার বিরুদ্ধে পাপ করে, তুমি যাও, এবং তুমি তাকে বলো।

দ্বিতীয়ত, আপনি কাকে অনুযোগ করবেন? যীশু সেই ব্যক্তিকে "আপনার ভাই" বলে ডাকেন এবং অবশ্যই, এতে আপনার বোনও রয়েছে। তাহলে কি এটা তারা যারা প্রকৃত খ্রীষ্টিয়? নাকি এটা শুধুমাত্র যাদেরকে আমি ব্যক্তিগতভাবে একজন খ্রীষ্টিয় হিসেবে চিনি? আদর্শভাবে, বিশ্বাসের দ্বারা খ্রীষ্টের দেহের অন্তর্গত প্রত্যেকেই, তবুও এটা স্পষ্ট যে যীশু এটা চায়না যে আপনি বিশ্বব্যাপী মণ্ডলীর প্রতিটি ভাই বা বোনের সাথে এটি করবেন। এটা স্পষ্ট যে ভাইকে আপনি জানেন না বা আপনি কখনও দেখা করেন নি সে আপনার বিরুদ্ধে সরাসরি পাপ করতে পারবে না। যীশু তাই, আমাদের নিজস্ব স্থানীয় মণ্ডলীর পরিবারের মধ্যে ভাইদের সাথে আচরণ করার জন্য আমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন। এটা যাদের থেকে তাদের পাপের জন্য মন্দ অভিজ্ঞতা আমরা লাভ করি তাদের জন্য।

সুতরাং তৃতীয়ত, ভাই বা বোনের সাথে আমাদের কী নিয়ে অনুযোগ করা উচিৎ? যীশু উল্লেখ করেছেন যে আমাদের বিরুদ্ধে তাদের অপরাধের বিষয়ে আমাদের তাদের অনুযোগ করতে হবে। একটি অপরাধ ঈশ্বরের আইনের লঙ্ঘন। এটি একটি পাপজনক কাজ—এমন কিছু যা নিষিদ্ধ, বা এমন কিছু যা ঈশ্বরের নির্দেশিত। লক্ষ্য করুন প্রভু এই অনুচ্ছেদে পাপকে নির্দিষ্ট ভাবে উল্লেখ করেননি, কিন্তু সমস্ত এবং প্রতিটি পাপ যা প্রকাশ্য এবং আমাদের এবং আমাদের সম্পর্কের জন্য ক্ষতিকর তা অনুযোগ করতে হবে। আমরা কতদূর "আমাদের" শব্দটিকে সংজ্ঞায়িত করব তা বিতর্কিত হতে পারে। এখন, অন্য সদস্যের বিরুদ্ধে একটি ক্ষমাহীন মনোভাব কি আমাদের বিরুদ্ধে পাপ? একজন সহ সদস্য যে মদ্যপানে আসক্ত হওয়ার পাপে বসবাস করছেন, সেটা কি আমাদের বিরুদ্ধে একটি পাপ? এখন এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নয়। কিন্তু আসল কথা হল, যদি এই ধরনের পাপ দেহের উপর প্রভাব ফেলে, তাহলে যুক্তি দেওয়া যেতে পারে যে সেই পাপগুলি আমাদের বিরুদ্ধে, এবং তাই, অনুযোগ করা দরকার, এমনকি যদি সেগুলি ব্যক্তিগতভাবে সরাসরি আমাদের বিরুদ্ধে নাও হয়।

প্রভু "অপরাধ" শব্দটি ব্যবহার করেছেন। স্পষ্টতই, তিনি একটি মনোভাব বা উদ্দেশ্যের পরিবর্তে একটি কর্মের দিকে ইঙ্গিত করছেন। মনোভাব এবং উদ্দেশ্যগুলি অন্য ব্যক্তির মধ্যে মূল্যায়ন করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। এখন, যদিও কারো কথা বা কাজ আমাদের পাপী উদ্দেশ্য বা মনোভাব সম্পর্কে ইঙ্গিত দিতে পারে, তবুও আমরা হৃদয়ের বিচার করতে পারি না। অতএব, অপরাধ সর্বদা এমন একটি ক্রিয়া যা অবশ্যই সত্য দ্বারা যাচাইযোগ্য হতে হবে, অনুভূতি বা প্রভাব বা দ্বিতীয় অনুমানের উপর ভিত্তি করে নয়। অপরাধ এমন কিছু যা স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ, বা শাস্ত্রে আদেশ করা হয়েছে এবং ঈশ্বরের নৈতিক বিধান বা মতবাদের শিক্ষার লঙ্ঘন হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। সুতরাং, উদাহরণস্বরূপ, খ্রীষ্টিয় স্বাধীনতার ক্ষেত্রে একজন খ্রীষ্টিয় ব্যক্তির যে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে তা ঈশ্বরের আইনের লঙ্ঘন নয়। এবং আমাদের খ্রীষ্টিয় স্বাধীনতার ব্যবহার নিন্দনীয় নয়।

পরিশেষে, একটি অপরাধ এমন একটি পাপও যা উপেক্ষা করা যায় না, বা প্রেমে ঢেকে রাখা যায় না, যেমন হিতোপদেশ ১৯ অধ্যায়, পদ ১১, বা ১ পিতর ৪ অধ্যায়, ৮ পদে নির্দেশিত। হিতোপদেশ ১৯:১১-এ, আমাদেরকে এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে: "মানুষের বুদ্ধি তাহাকে ক্রোধে ধীর করে, আর দোষ ছাড়িয়া দেওয়া তাহার শোভা।" ১ পিতর ৪ অধ্যায়, ৮ পদে, প্রভু আদেশ দিয়েছেন, "সর্ব্বাপেক্ষা পরস্পর একাগ্র ভাবে প্রেম কর; কেননা "প্রেম পাপরাশি আচ্ছাদন করে।"

এখন এমন পাপের উদাহরণ যা উপেক্ষা করা যেতে পারে বা প্রেমে আবৃত হতে পারে, উদাহরণস্বরূপ, যখন একজন ভাই বা বোন নির্দয়, বা অবিবেচক, বা অধৈর্য, বা তারা কড়া স্বর ব্যবহার করে বা এমনকি অপরিপক্ক আচরণ করে। এখন এই ধরনের মৃদু অপরাধ, যাইহোক, অবশেষে বিভাজন এবং ধ্বংসের একটি প্রধান শক্তি হয়ে উঠতে পারে। তাই, প্রেম অনেক পাপকে ঢেকে রাখে, কিন্তু কিছু পাপ আছে যা সেই ঢাকনাটিকে ছুড়ে ফেলে দেয়। তাহলে আমি কীভাবে জানব যে আমার ভাইয়ের ক্রিয়াকলাপে কী উপেক্ষা করা উচিত এবং কী নয়? ঠিক আছে, তিনটি প্রশ্ন আপনাকে নিজেকে জিজ্ঞাসা করতে হবে।

প্রথমত, অপরাধটি কি আমাদের সম্পর্কের মধ্যে সমস্যা তৈরি করছে? এটি জিজ্ঞাসা করার প্রথম প্রশ্ন। এটা কি আমার চিন্তাধারাকে চাপিয়ে দিতে শুরু করেছে? এটা কি আমাকে সেই ব্যক্তির প্রতি নেতিবাচক বা তিক্ত করে তুলছে? এই পাপের প্রভাব কি ঈশ্বরের পরিবার হিসাবে আমাদের মধ্যে সংঘর্ষ এবং বিভাজন সৃষ্টি করছে? এটাই প্রথম প্রশ্ন। এখন, দ্বিতীয়ত, আমি একজন ব্যক্তির মধ্যে যে অপরাধ দেখছি তা কি পাপের অভ্যাস হয়ে যাচ্ছে? ব্যক্তিটি কি এই পাপের প্রতারণার প্রতি আরও বেশি করে আটকে যাচ্ছে বা কঠিন হয়ে যাচ্ছে এবং এটি কি তাকে আরও পাপের দিকে নিয়ে যাচ্ছে? এখন তৃতীয়ত, এই পাপের প্রভাব কি ঈশ্বরের রাজ্যের ক্ষতি করছে? উদাহরণস্বরূপ, তার পাপটি কি মণ্ডলীতে সুসমাচার প্রচারের কাজে বাধা দিচ্ছে? ঈশ্বরের নাম কি অবিশ্বাসী বা বহিরাগতদের মধ্যে অসম্মানিত হচ্ছে? এই গুলোই জিজ্ঞাস্য প্রশ্ন।

পরবর্তী, কিভাবে প্রভু আমাদের অপরাধকারী ভাই বা বোনের সাথে মুখোমুখি হওয়ার নির্দেশ দেন? নির্দেশ স্পষ্ট: "যাও এবং তাকে তোমার এবং তার মধ্যে একান্তে তার দোষ বল।" সুতরাং, আমরা অন্য কোন ব্যক্তিকে জড়িত করার আগে, আমাদের একটি ব্যক্তিগত পর্যায়ে তার সাথে সম্মুখীন হওয়া প্রয়োজন। এবং অপরাধীর জন্য এটা কত আশীর্বাদের বিষয়, যদি এই পাপ আপনার এবং তার মধ্যে একটি ব্যক্তিগত বিষয় থেকে যায়। বন্ধুগণ, জগত অন্যের ব্যর্থতা এবং দোষের সমালোচনা করতে এগিয়ে থাকে, কিন্তু যীশু চান তার লোকেরা সত্য এবং পবিত্রতায় এগিয়ে থাকুক। এবং তাই, একটি ব্যক্তিগত পাপের প্রয়োজন যতক্ষণ সম্ভব সেটা ব্যক্তিগত থাকা। এটি কেবল পাপীর নামই নয়, ঈশ্বরের নামও রক্ষা করবে। আমরা সকলেই জানি যখন তাঁর লোকেদের পাপ সর্ব স্থানে প্রচারিত হয় তখন ঈশ্বরের মহিমার কি ক্ষতি হয়। অপরাধ গোপন রাখা তাই তাঁর নিজের লোকেদের পাপের নেতিবাচক প্রভাবগুলিকে হ্রাস করার ঈশ্বরের উপায়। এখন আগে, আমরা ইতিমধ্যেই শিখেছি যে তাকে তার দোষ বলা প্রেম এবং নম্রতার

মনোভাবের সাথে করা দরকার, এটা বিবেচনা করে যে আমরা সবাই যা পৌল ১ করিন্থীয় ১৫ অধ্যায়, ১০ পদে স্বীকার করেছেন, "কিন্তু আমি যাহা আছি, ঈশ্বরের অনুগ্রহেই আছি।"

সুতরাং উপসংহারে, আমরা যা শিখেছি তা পুনঃমূল্যায়ন করা যাক। প্রভু আমাদের শিখিয়েছেন যে ইচ্ছাকৃত অপরাধ স্থানীয় ভাবে মোকাবিলা করা প্রয়োজন। এগুলি অনেকটা বিমানের কাঠামোগত গঠনে চুলের ফাটলের মতো। তাদের অবহেলা করা বিপর্যয় ডেকে আনবে। আর সেই কারণেই শয়তানকে কোনো সুবিধা না দেওয়ার জন্য আমাদের সতর্ক হওয়া উচিত, কারণ তার প্রধান কৌশল হল বিভাজন করা এবং জয় করা। ধন্যবাদ

আমাদের পরবর্তী অধ্যয়নে, আমরা মথি ১৮ অধ্যায়, ১৫ পদকে সমাপ্ত করবো এবং এর সাথে মথি ১৮ অধ্যায়, ২১ থেকে ৩৫ পদ পাশাপাশি লুক ১৭ অধ্যায়, ১ থেকে ৫ পদে যীশুর নির্দেশাবলীর সাথে যুক্ত করবো এবং সময়ের আগে সেই শাস্ত্রাংসগুলি পরে রাখা আপনার পক্ষে ভালো হবে।

দ্বন্দ্বের সমাধান এবং মণ্ডলীর মধ্যে প্রেমের বিধান

রেভ. এ. টি. ভারগুস্ট

মডিউল ১ ~ বক্তৃতা ৩

অনুতাপ, স্বীকারোক্তি, এবং ক্ষমা

বিশ্বাসীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব সমাধানে আমাদের তৃতীয় অধ্যয়নে স্বাগতম, যেমনটি প্রভু, প্রভু যীশু খ্রীষ্ট, মথি ১৮ অধ্যায়ে এবং বিশেষ করে, ১৫ থেকে ১৭ পদে উল্লেখ করেছেন। এখন আমরা প্রভুর নির্দেশনাগুলিতে গভীরভাবে খনন করার আগে, আমি আপনাকে বাইবেল ভিত্তিক অনুযোগ থেকে প্রবাহিত পাঁচটি সমৃদ্ধ আশীর্বাদ এবং সুবিধা সম্পর্কে বোঝানোর চেষ্টা করি। এটি আমাদের অনুপ্রাণিত করার জন্য।

প্রথমত, পাপের সাথে মোকাবিলা করা মহিমান্বিত প্রভুকে সম্মান করে। ঈশ্বরের পবিত্রতা যেমন তার সৌন্দর্য, তেমনি পবিত্রতার কোনো অবহেলা ঈশ্বরের উদ্দেশ্যগুলিকে ঘৃণ্য করে তোলে। এখন দ্বিতীয় প্রেরণাটি হল, পাপীর সাথে মোকাবিলা করা পাপীকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচায়, এবং যে কোনো পাপের মাথাচাড়া দিয়ে ওঠা ঢেউয়ের প্রভাব বন্ধ করে দেয়। আমরা যাকব ৫ অধ্যায়, ২০ পদে এর আগের একটি বক্তৃতায় লক্ষ করেছি, "তবে জানিও, যে ব্যক্তি কোন পাপীকে তাহার পথ-ভ্রান্তি হইতে ফিরাইয়া আনে, সে তাহার প্রাণকে মৃত্যু হইতে রক্ষা করিবে, এবং পাপরাশি আচ্ছাদন করিবে।" এখন, তৃতীয় প্রেরণা, পাপের সাথে মোকাবিলা করা বিঘ্ন প্রাপ্তকে উপকার করে। যীশু এই উৎসাহ নির্দেশ করেছেন, মথি ১৮ অধ্যায়, ১৫ পদে: আপনি আপনার ভাইকে লাভ করবেন। এবং চতুর্থ, পাপের সাথে মোকাবিলা করা ঈশ্বরের পুরো পরিবারকে উপকৃত করে—সেটা চিন্তা করুন। যদি শিবিরে একজন আখন থেকে যায়, যেমন যিহোশূয়ের দিনের মতো, ঈশ্বরের পুরো পরিবার কষ্টভোগ করবে (যিহোশূয় ৭)। এবং যীশু সে সম্পর্কে প্রকাশিত বাক্য ২ এবং ৩ অধ্যায়ে ভুল শিক্ষক বা শিক্ষাগুলির দিকে লক্ষ্য রাখার বিষয়ে সতর্ক করেছেন। যদি তারা সেই বিষয়গুলির সাথে মোকাবিলা না করে তবে প্রভু তাদের সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করবেন। এবং সবশেষে এবং পঞ্চমত, পাপের সাথে মোকাবিলা করা এমনকি জগতের উপকার করে, কারণ যখন আমরা এটার সমাধান করবো, তখন তারা প্রেম এবং ক্ষমার সাক্ষ্য দেখতে পাবে এবং সেই সাক্ষ্যটি অক্ষত হবে। যীশু যোহন ১৩ অধ্যায়তে ঘোষণা করেন, "এক নূতন আজ্ঞা আমি তোমাদিগকে দিতেছি, তোমরা পরস্পর প্রেম কর; আমি যেমন তোমাদিগকে প্রেম করিয়াছি, তোমরাও তেমনি পরস্পর প্রেম কর। তোমরা যদি আপনাদের মধ্যে পরস্পর প্রেম রাখ, তবে তাহাতেই সকলে জানিবে যে, তোমরা আমার শিষ্য" (পদ ৩৪ এবং ৩৫)। দ্বন্দ্বের সমাধানের ক্ষেত্রেও রাজা এবং তাঁর মহিমার প্রতি এমন খাঁটি ও কর্মরত প্রেমে কী শক্তিশালী সাক্ষ্য।

সুতরাং, আসুন আমরা এখন পর্যন্ত মথি ১৮ অধ্যায়, ১৫ পদে যা শিখেছি তা সংক্ষেপে লক্ষ্য করি, "আর যদি তোমার ভ্রাতা তোমাক নিকটে কোন অপরাধ করে, তবে যাও, যখন কেবল তোমাতে ও তাহাতে থাক, তখন সেই দোষ তাহাকে বুঝাইয়া দেও।" এখন আমরা পর্যবেক্ষণ করেছি যে আমাদের অনুযোগ প্রথমত, প্রেমে সিক্ত হওয়া দরকার। ইফিষীয় ৪:১৫ অনুযায়ী, আমাদের সত্য কথা বলতে হবে, কিন্তু প্রেমে। দ্বিতীয়ত, এটি আসলে দ্রুত হতে হবে। যীশুর আদেশ হল "যাও" এবং মূল গ্রীক ভাষায় এর অর্থ হল, "যাওয়া"—দেরি করবেন না; এই অনুযোগকে

স্থগিত করবেন না। তৃতীয়ত, অনুযোগ উদ্দেশ্যমূলক হওয়া উচিত: "যাও এবং তাকে তার দোষ বলো।" সেই সাক্ষাতের উদ্দেশ্য একটি সুন্দর কথা বলার সময় নয়, বা যদি বিষয়টা উঠে আসে, বিষয়টিকে নিয়ে আলোচনা করার সুযোগের সন্ধান করার জন্য একটি সুন্দর সময় খোঁজা নয়। না, পাপের সমস্যা সমাধানের জন্য আমাদের কথোপকথনকে উদ্দেশ্যমূলক হতে হবে। অতএব, দ্বিধাহীন হয়ে সেই ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করুন, "আমার হৃদয়ে থাকা এই সমস্যাটি নিয়ে কথা বলার জন্য আপনার এবং আপনার জন্য কখন একটি উপযুক্ত সময়?" চতুর্থত, এটি মৌখিক হওয়া দরকার, কারণ আমরা "তাকে তার দোষ বলবো"। গ্রীক মূল শব্দ "বলা" এর অর্থ "তিরস্কার", যার অর্থ হল, আপনি সেই ব্যক্তিকে তার অন্যায়, যা আপনাকে এবং অন্যদের ক্ষতি করছে, তা বোঝাতে চাইবেন। তাই আসুন একে অপরকে মনে করিয়ে দিই যে সমস্যাগুলি অঙ্গভঙ্গি দ্বারা, বা উপেক্ষা করে, বা বিষয়টিকে এড়িয়ে বা অন্য কোন অমৌখিক যোগাযোগ দ্বারা সমাধান হয় না। প্রভু চান যেন আমরা ইচ্ছাকৃতভাবে এবং বাইবেলভিত্তিক ভাবে এটি নিয়ে আলোচনা করি। এখন পঞ্চমত, তিনি বলেছেন এটি ব্যক্তিগত হওয়া দরকার - এটি "একা আপনার এবং তার মধ্যে।" অপরাধীর নাম রক্ষা করার জন্য আমাদের এটি করতে হবে, এবং সেইজন্য, আমাদের প্রভু অপরাধী এবং আপনার নিজের মধ্যে দোষ গোপন রাখার জন্য আমাদের আদেশ দেন।

সুতরাং আসুন এখন আরও সন্ধান করি যে কীভাবে আমাদের প্রভু চান যে আমরা অনুযোগের দিকে এগোই, এবং এখানে আরও কয়েকটি শাস্ত্র উল্লেখ করছি যেখানে ঈশ্বর এই বিষয়ে বিস্তৃত করেছেন। এখন, যখন আমরা একে-অপরকে অনুযোগ করি, তখন আমাদের মধ্যে প্রেরিতদের মনোভাবে আসা দরকার। পৌল ২ করিন্থীয় ২ অধ্যায়, ৪ পদে লিখছেন, যখন তিনি তার ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সাবধানবানীর প্রতি প্রতিফলন করছেন যা তাকে তার আগের চিঠিতে বলতে হয়েছিল। এই বাক্যগুলোয় তার মনের অনুভূতি লক্ষ্য করুন। তিনি বলেছেন, "কারণ অনেক ক্লেশ ও মনোবেদনার মধ্যে অনেক অশ্রুপাত করিতে করিতে তোমাদিগকে লিখিয়াছিলাম; তোমরা যেন দুঃখিত হও, সে জন্য নয়, কিন্তু তোমাদের প্রতি আমার যে অতিমাত্র প্রেম আছে, তাহা যেন জ্ঞাত হও।" বন্ধুরা, আমরা যখন একে অপরের সাথে এমন ভালবাসার বেদনার সাথে মোকাবিলা করি, তখন কতই না পার্থক্য হবে।

এখন, আমাদেরও আমায়িক হতে হবে, আমাদের মৃদুশীল হতে হবে, যেমনটি গালাতীয় ৬ অধ্যায়, ১ পদে নির্দেশিত হয়েছে। সেখানে আমরা পড়ি, "তোমরা সেই প্রকার ব্যক্তিকে মৃদুতার আত্মায় সুস্থ কর।" এখন পাপে ধরা পড়া ব্যক্তি এমন একজন ব্যক্তির মতো যার হাড় সন্ধি অবস্থা থেকে বের হয়ে গেছে – গাঁট থেকে বের হয়ে গেছে। এখন যদি আমরা সেই গাঁট থেকে বের হয়ে যাওয়া হাড়টিকে বুদ্ধিমানের সাথে মোকাবেলা না করি, সুস্থতার জন্য আমাদের প্রচেষ্টা আরও বা এমনকি স্থায়ী ক্ষতির দিকে যেতে পারে। সুতরাং, আমায়িক হোন। তাই আমাদেরকে মৃদুশীল ও নম্র হতে হবে, যেমন গালাতীয় ৬:১ পদ নির্দেশ করে। এবং কিভাবে? "আপনাকে দেখ, পাছে তুমিও পরীক্ষাতে পড়।" আপনি এবং আমি একই পাপে পতিত হতে সক্ষম যদি ঈশ্বরের অনুগ্রহ আমাদের পুরানো মানুষের পাপপূর্ণ অবশিষ্টাংশ থেকে আমাদের রক্ষা না করে। একবার, দুই ভাই - আসুন তাদের বরিষ্ঠ এবং কনিষ্ঠ ভাই বলি - একটি অপরাধী ভাইয়কে তার পাপ সম্পর্কে অনুযোগ করতে যাচ্ছিলেন। এবং গাড়ি চালানোর সময়, কনিষ্ঠজন মন্তব্য করেছিলেন, "আমি বুঝতেই পারছি না আমাদের ভাই কীভাবে এমন পাপ করতে পারে।" এখন, এই মন্তব্য শুনে বরিষ্ঠজন, যিনি গাড়ি চালাচ্ছিলেন, তিনি গাড়ি থামিয়ে বাড়ি ফেরার জন্য গাড়ী ঘুরিয়ে নিলেন। তাই কনিষ্ঠজন কিছুটা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "কেন তুমি ফিরে যাচ্ছ? তুমি কি কিছু ভুলে গেছো?" এবং বরিষ্ঠজনের উত্তরটি খুব শিক্ষণীয় ছিল, "না, আমি কিছু ভুলিনি, তবে আমি অন্য কোনও ভাইকে আমার সাথে নিয়ে যাওয়ার জন্য খুঁজতে ফিরে যাচ্ছি, কারণ আমাদের অপরাধকারী ভাইয়ের সাথে কথোপকথন করার জন্য তোমার সঠিক মানসিকতা নেই।" এখন এটি একটি শক্তিশালী শিক্ষা।

সুতরাং, অতএব, পরিশেষে, আমাদের প্রার্থনাপুর্বক হওয়া দরকার। আমাদের সমস্ত প্রেমময় অনুযোগ প্রার্থনায় সিক্ত হওয়া উচিত। ঈশ্বরের কাছে অনুরোধ করুন; এই সমস্ত অনুযোগের মধ্য দিয়ে তাঁর নিজেকে মহিমান্বিত করার জন্য তাকে অনুরোধ করুন। অনুরোধ করুন যেন আত্মার ফল একে অপরের সাথে আপনার সাক্ষাতকে সাজাতে পারে। অনুরোধ করুন যেন প্রেম সমস্ত কথায় আধিপত্য বিস্তার করতে পারে, যেন দীর্ঘসহিষ্ণু ধৈর্য আমাদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, যেন নম্রতা সমস্ত কথোপকথনকে বৈশিষ্ট্যযুক্ত করতে পারে, আমরা যখন এই সম্পর্কে কথা বলি যেন মঙ্গল এবং মৃদুশীলতা আমাদের উভয়কে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। প্রার্থনা করুন যাতে বিশ্বাস বা সত্যের প্রতি বিশ্বস্ততা আমাদের পথ দেখায়, এবং সেই আত্ম-সংযম প্রদর্শিত হয়, এবং যাতে অবশেষে সেই আনন্দ এবং শান্তি সমস্ত প্রচেষ্টার পুরস্কার হতে পারে। নিজেকে প্রার্থনায় নিমজ্জিত করুন। এবং এই ব্যক্তিগত স্তরে এই সমস্ত শ্রমের পুরস্কার হল যা যীশু এই উৎসাহজনক বাক্যগুলিতে বর্ণনা করেছেন, "যদি সে তোমার কথা শোনে" – এখানে তোমাকে শব্দটি দেখুন - "তুমি তোমার ভাইকে লাভ করেছ।" পাপের পথ থেকে একজনকে পুনরুদ্ধার করার এবং একে অপরের সাথে পুনর্মিলিত হওয়ার এই সম্ভাবনাটি কী দুর্দান্ত প্রেরণা।

এখন, সম্পূর্ণ পুনর্মিলন ঘটানোর জন্য, আমাদের লূক ১৭ অধ্যায়, ১ থেকে ৫ পদে প্রভু আমাদের কী শিক্ষা দেন তাও বিবেচনা করতে হবে। তাই আসুন আমাদের প্রভুর ইচ্ছার এই শাস্ত্রাংশটিতে যাই, যা দ্বন্দ্ব সমাধানের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যীশু এই জীবনের বাস্তবতা আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাঁর নির্দেশ শুরু করেন। লুক ১৭:১ পদে, তিনি বলেছেন, "যীশু আপন শিষ্যদিগকে আরও কহিলেন, বিঘ্ন উপস্থিত না হইবে, এমন হইতে পারে না; কিন্তু ধিক্ তাহাকে, যাহার দ্বারা উপস্থিত হইবে!" অন্য কথায়, যীশু স্বীকৃতি দেন যে বিঘ্নগুলি অবশ্যম্ভাবী, এমনকি তার নিজের লোকেদের মধ্যেও। এটা ঘটতেই হবে, কারণ আমাদের পবিত্রীকরণ স্বর্গে না পৌঁছানো পর্যন্ত সম্পূর্ণ হয় না। ঈশ্বরের প্রতিটি গৃহে, এমন পাপ থাকবে যা সমস্যা তৈরি করবে, যা বিঘ্ন দেবে, যা ক্ষত করবে বা একতাকে ভাঙবে। আমাদের নিজেদেরকে মনে করিয়ে দিতে হবে যে এই পৃথিবীতে ঈশ্বরের দৃশ্যমান মণ্ডলী নিখুঁত সাধুদের জাদুঘর নয়। না, আমাদেরকে ঈশ্বরের গৃহকে বিবেচনা করতে হবে, আমরা যে মণ্ডলীর একটি অংশ, সেটি একটি নির্মাণ অঞ্চল, যেখানে ঈশ্বর, তাঁর বাক্য এবং আত্মার মাধ্যমে, তাঁর লোকেদেরকে নিখুঁত করছেন। এবং, বন্ধুগন, ঈশ্বর তার লোকেদেরকে অনুগ্রহ থেকে মহিমার দিকে নিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত পরিপূর্ণতা আসবে না।

এবং তবুও লক্ষ্য করুন যে এখানে নীচে যীশু তাঁর লোকেদের মধ্যে পাওয়া পাপগুলিকে হালকা ভাবে নেন না। তিনি বলেন, "কিন্তু ধিক্ তাহাকে, যাহার দ্বারা উপস্থিত হইবে! সে যে এই ক্ষুদ্রগণের মধ্যে এক জনের বিঘ্ন জন্মায়, ইহা অপেক্ষা বরং তাহার গলায় যাঁতা বাঁধিয়া তাহাকে সমুদ্রে ফেলিয়া দিলে তাহার পক্ষে ভাল।" এটি আমাদের সবচেয়ে নম্র পরিত্রাতার সবচেয়ে তীব্র উক্তির মধ্যে একটি। সতর্কতাটি স্পষ্ট: সেই ক্ষুদ্রদের স্পর্শ করবেন না বা তাদের বিপথে নিয়ে যাবেন না। কিন্তু তারপর লূক ১৭ অধ্যায়, ৩ পদে প্রভু বিঘ্নপ্রাপ্ত ব্যক্তির দিকে তার মনোযোগ দেন, "তোমরা আপনাদের বিষয়ে সাবধান থাক। তোমার ভ্রাতা যদি পাপ করে, তাহাকে অনুযোগ করিও।" যীশু মথি ১৮ অধ্যায়ে যা যোগ করেননি, তা তিনি লূক ১৭ অধ্যায়ে যোগ করেন: "আর সে যদি অনুতাপ করে, তাহাকে ক্ষমা করিও।"

এখন অনুতাপ হল যা আমরা আমাদের বিঘ্নদায়ী বা অপরাধকারী ভাই বা বোনের মধ্যে দেখতে চাই। অনুতাপ হল আমাদের মনের পরিবর্তন যা কর্মের পরিবর্তনের দিকে নিয়ে যায়। পাপের দায়ভার নেওয়ার সাথে, অনুতাপ একটি স্বীকারোক্তিতে প্রকাশ করা হয়, সেইসাথে ক্ষমার জন্য আবেদন করা হয়।

এখন, অনুতাপে, আপনি বিঘ্নপ্রাপ্ত ব্যক্তির সামনে নিজেকে নত করেন, এবং আপনি এমন কিছু বলেন, "হ্যাঁ, আমি এখন দেখতে পাচ্ছি যে আমি যেভাবে কথা বলেছিলাম, বা আমি আপনার সাথে যেভাবে আচরণ করেছি তা খুব ভুল ছিল, খুব কষ্টদায়ক ছিল এবং পাপময় ছিল। হ্যাঁ, আমি ভুল ছিলাম! আমি এই অন্যায়টি করেছি, আমি এটি করার

দ্বারা আপনার প্রতি পাপ করেছি," এবং তারপর পাপটির উল্লেখ করুন। এবং একই সাথে এটা বলা উচিত, "আপনি কি আমাকে ক্ষমা করবেন?" কেন এটি জিজ্ঞাসা করা এত কঠিন - কাউকে আপনাকে ক্ষমা করার জন্য জিজ্ঞাসা করা? কারণ আপনারা একটি অহংকারী লোক। আমরা নিজেদেরকে নত করা ঘৃণা করি। নিজেকে নত করা এবং স্বীকার করা যে আপনি ভুল একটি পরাজয়ের মত মনে হয়, তাই না? কিন্তু, এই ধরনের নম্রতা, এবং এই ধরনের স্বীকারোক্তি একটি বিশাল বিজয়! এখন, এটি নিন্দাকারী হিসাবে আপনার বিজয় নয়, বা অনুতাপকারী হিসাবে এটি আপনার বিজয় নয়, এটি স্বর্গের মহারাজের বিজয়, যিনি আমাদের হৃদয়কে তাঁর শক্তির দিনে আমাদেরকে নম্র করতে ইচ্ছুক করে তোলেন। যদি, ঈশ্বরের অনুগ্রহে, আপনি আপনার নিজের আত্মাকে নিয়ন্ত্রণ করেন, তাহলে আপনি এমন এক ব্যক্তির চেয়েও বেশি শক্তিশালী যে নিজের শক্তিতে একটি পুরো শহরকে জয় করে (হিতপদেশ ১৬:৩২)। একজন ভাই বা বোনের সামনে নিজেকে নম্র করা, এবং আমাদের পাপকে প্রকাশ করা এবং লজ্জিত করা এবং তাদের থেকে ক্ষমা চাওয়ার চেয়ে আমাদের অহংকারী মানব প্রকৃতির জন্য কঠিন আর কিছুই নয়। এটাই লক্ষ্য। আমরা এটিই খুঁজি যখন আমরা একজন পাপীকে অনুযোগ করি, হয় ব্যক্তিগত স্তরে, অথবা কাউকে অনুতাপের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য সর্বসম্মুখে বা মিলিত প্রচেষ্টার পরবর্তী স্তরে।

সুতরাং, এটা পরিষ্কার করা যাক যে ক্ষমা করার অনুশীলনটিও নির্দেশিত, তবে কেবল তখনই যখন অনুতাপের ইচ্ছা থাকে। আবার শুনুন যেমন যীশু বলেছেন, "এবং যদি সে অনুতপ্ত হয় তবে তাকে ক্ষমা করো।" যখন আমাদের অন্তরে কোন অনুতাপ থাকে না এবং তাঁর সামনে আমাদের মুখ দিয়ে কোন স্বীকারোক্তি করা হয় না, তখন ঈশ্বর পাপ ক্ষমা করেন না । এটি অনুতাপ এবং স্বীকারোক্তির অনুপস্থিতি যা পবিত্র আত্মার বিরুদ্ধে পাপকে ক্ষমার অযোগ্য করে তোলে। যে পাপী এই পাপটি করেছে সে কখনই ফিরে আসা এবং অনুতপ্ত হওয়া এবং ক্ষমা চাওয়ার দিকে ফেরে না। এবং যখন স্বীকারোক্তি প্রকাশে এবং ঈশ্বরের থেকে ক্ষমা চাওয়াতে, কোন অনুতাপ থাকে না, এমনকি প্রভুও সেই পাপীকে ক্ষমা করেন না। যদিও তিনি সর্বদা ক্ষমা করতে প্রস্তুত থাকেন, তবে তিনি পাপীকে ক্ষমা করেন না। এবং তাই, আপনাকে এবং আমাকে ক্ষমা করতে প্রস্তুত থাকতে হবে। আমাদের কথা এবং আমাদের আচরণের মধ্যে দিয়ে সেটা বোঝাতে হবে। কিন্তু প্রকৃত ক্ষমা তখনই সম্ভব যখন সেখানে অনুতাপ, স্বীকারোক্তি এবং ক্ষমা প্রার্থনা জড়িত রয়েছে।

সুতরাং, যদি আমাদের ব্যক্তিগত বা আমাদের পরবর্তী স্তরে সর্বসম্মুখে অনুযোগ অনুতাপের অভিব্যক্তিতে পরিণত হয়, তবে প্রভুর নিঃশর্ত আদেশ হল, "তাকে ক্ষমা করুন।" গ্রীক ভাষায় আক্ষরিক অর্থে "ক্ষমা করা" এর অর্থ হল "যতদূর সম্ভব, দৃষ্টির বাইরে, পূর্ব থেকে পশ্চিম যতটা দূর ততটা দূরে পাঠানো।" ক্ষমা করা হলো, বন্ধুরা, পাপকে সাগরের গভীরে ডুবিয়ে দেওয়ার মতো, যেখান থেকে এটির ফিরে আসা অসাধ্য। ক্ষমা করা হল পাপটিকে দূরে সরিয়ে দেওয়া, যাতে আপনি আর এতে বাস করতে না পারেন। ভিতরে একটি ক্ষোভ ধরে রেখে এবং অনুতপ্ত পাপীর সাথে এমন আচরণ করে যেন সে এখনও আপনার শত্রু এবং তার সাথে আর কিছুই করার নেই এরকম ব্যবহার করে, এটা শুধু "আমি তোমাকে ক্ষমা করছি," বলা নয়। এখন, যীশু আমাদেরকে যেভাবে আদেশ দিয়েছেন সেইভাবে ক্ষমা করা সবচেয়ে কঠিন কাজগুলির মধ্যে একটি। ক্ষমা করা আমাদের স্বভাব নয়। তাহলে, কখনও ভাববেন না যে ক্ষমা শব্দের একটি মসৃণ অনুশীলন। পরিবর্তে প্রেমের সবচেয়ে চাহিদাপূর্ণ অনুশীলনগুলির মধ্যে একটি।

এবং শুধু একটি পার্শ্ব মন্তব্য হিসাবে, এটি তাদের জন্য আরও কঠিন যারা অন্যদের পাপের দ্বারা গভীরভাবে এবং স্থায়ীভাবে আহত হয়েছেন। সব পাপ এক নয়। আপনার বিরুদ্ধে মিথ্যা বলা, বা প্রতারিত হওয়া, বা কেউ আপনার টাকা চুরি করা, বা আপনার নামে অপবাদ দেওয়া, এগুলি অবশ্যই পাপ। কিন্তু অপব্যবহৃত হওয়া, অত্যাচারিত হওয়া, লজ্জিত হওয়া, কাউকে মানসিকভাবে বিকৃত করা এমন পাপ যা ব্যক্তিকে গভীরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত

করে এবং আজীবনের জন্য দাগ দেয়। এবং আজীবনের প্রভাব সেই ব্যক্তির সাথে থাকবে। এই ধরনের ক্ষেত্রে, যখন পাপ এত গুরুতর প্রভাব ফেলেছে, আসুন আমরা কখনই ক্ষমার বিষয়ে হালকাভাবে চিন্তা না করি বা কথা না বলি। এই ধরনের আহত হৃদয়ের জন্য, সত্যিকারের ক্ষমা করার জন্য অতিরিক্ত বিশেষ অনুগ্রহ প্রয়োজন। এবং এমনকি যখন এই ধরনের ক্ষমা অনুশীলন করা হয়, এই ধরনের অপব্যবহার এবং আবেগকে বিকৃত করার ক্ষেত্রে, আমাদের মনে রাখতে হবে যে এটি সর্বদা এই জীবনে একটি কার্যকরী সম্পর্ক সম্পূর্ণ পুনরুদ্ধার করে না। এখন, ভঙ্গুর এবং আহত ব্যক্তিদের সুরক্ষার জন্য, নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখতে হবে, এমনকি যারা অনুতপ্ত হয়েছে এবং যারা ক্ষমাপ্রাপ্ত অপব্যবহারকারী তাদের থেকেও।

সবকিছুর উপরে যুক্ত করতে, আমাদের প্রভু ক্ষমা সম্পর্কে তাঁর নির্দেশনা একটি চমকপ্রদ সম্প্রসারণের মাধ্যমে শেষ করেন। এটি এখানে: "এবং যদি সে দিনে সাতবার তোমার বিরুদ্ধে অপরাধ করে এবং দিনে সাতবার তোমার দিকে ফিরে বলে, আমি অনুতপ্ত; তুমি তাকে ক্ষমা করে দাও।" সম্ভবত শিষ্যরা তাদের চোখে বড় প্রশ্ন চিহ্ন নিয়ে একে অপরের দিকে তাকাচ্ছিলো, "সত্যি, প্রভু? এটা কি সত্যিই আপনি চান আমরা করি? সত্যিই? কে এমন ক্ষমা করতে পারবে, এবং এটি বারবার করতে পারবে? এটি বার বার করার জন্য আমরা কীভাবে এত প্রেমময় এবং আন্তরিক এবং উদার হতে পারি?" মথি ১৮ অধ্যায়, ২১ পদে, পিতর প্রভু যীশুকে জিজ্ঞাসা করার সাহস করেছিলেন যে সীমাটি সাত বার ছিল কিনা। সেই প্রশ্নে প্রভুর উত্তর আরও চমকপ্রদ: "যীশু তাঁহাকে কহিলেন," - পিতরকে এবং আমাদেরকে – "তোমাকে বলিতেছি না, সাত বার পর্য্যন্ত, কিন্তু সত্তর গুণ সাত বার পর্য্যন্ত।"

লক্ষ্য করুন কিভাবে শিষ্যরা তাঁর "অনেকবার ক্ষমা করো" এই বিষয়টির প্রতি প্রতিক্রিয়া করেছিলো— "প্রভু, আমাদের বিশ্বাসকে বৃদ্ধি দিন।" এটা কি আশ্চর্যজনক নয় যে তারা ভালবাসা বৃদ্ধির বিষয়ে চায়নি? কারণ এটা স্পষ্ট যে সত্তর গুণ সাত বার ক্ষমা করার জন্য প্রচুর পরিমাণে ভালবাসা প্রয়োজন! এটা সত্য যে আমাদের অনেকবার ক্ষমা করার জন্য প্রচুর পরিমাণে ভালবাসা প্রয়োজন। কিন্তু এমন ভালোবাসা আসে কোথা থেকে? এই ধরনের ভালবাসা শুধুমাত্র আমাদের মধ্যে বসবাসকারী খ্রীষ্টের আত্মা থেকে আসে। এটি আসে যখন আমরা বিশ্বাস করি যে কীভাবে ঈশ্বর আমাদের ক্ষমা করেন, স্বেচ্ছায়, আনন্দের সাথে এবং বারবার, নিজের জন্য সর্বাধিক সম্ভাব্য মূল্যে। এটা অবাস্তব মনে হতে পারে যে আমার ভাই আমার বিরুদ্ধে দিনে সাতবার পাপ করবে, এবং দিনে সাতবার আমার কাছে ফিরে আসবে। আমার বন্ধুরা, এটা অবাস্তব নয় যে আমি দিনে সাতবার ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করি। কতবার আমরা সারা দিনে আমাদের সমস্ত হৃদয়, মন এবং শক্তি দিয়ে প্রভুকে ভালবাসতে ব্যর্থ হই? কতবার আমি আমার প্রতিবেশীকে ভালোবাসতে ব্যর্থ হই, আমার স্ত্রী, আমার সন্তানসহ; নিশ্চয়ই আমার শত্রুদের নয়, যীশু তাঁর প্রতিবেশীদের, এমনকি তাঁর শত্রুদেরও যে ভালোবাসা দিয়েছিলেন? কর্মের পাপ ছাড়াও কর্মহীনতার পাপ রয়েছে - বর্জনের পাপ রয়েছে। এবং তাই, সেই আলোকে, এমনকি প্রতিদিন সত্তর গুণ সাত বার ঈশ্বরের সাথে আমাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে অবাস্তব নয়।

এবং শিষ্যরা কেন বিশ্বাসের বৃদ্ধি চেয়েছিল তার সংযোগটা কি এখন দেখছেন? আমি যদি প্রতিদিন ঈশ্বরের কাছে আমার অবিশ্বাস্য ঋণ ক্ষমা করার আনন্দে বেঁচে থাকি, তবে অন্যদের আমার প্রতি করা ছোট ছোট পাপগুলি ক্ষমা করা অনেক সহজ হয়ে যায়। তারপরে এটি করাও সম্ভব হয়ে ওঠে, যা মানবিকভাবে বলা যায়, অসম্ভব, যেমন যীশু বলেছিলেন, "একটী সরিষাদানার মত বিশ্বাস যদি তোমাদের থাকে, তবে 'তুমি সমূলে উপড়িয়া গিয়া সমুদ্রে রোপিত হও' এই কথা সুকামিন গাছটীকে বলিলে এ তোমাদের কথা মানিবে।" অন্য কথায়, এমনকি যদি আপনার পাপের জন্য ঈশ্বরের মহৎ ক্ষমার প্রতি আপনার বিশ্বাস একটি ছোট সরিষার বীজের মতোও হয়, তবে এটি আপনাকে আপনার প্রতিবেশীকে ক্ষমা করার জন্য ভালবাসা দেখাতে সক্ষম করবে।

এবং মনে রাখবেন যে আমার ভাই বা বোনকে ক্ষমা করার মাধ্যমে, যদিও এটি কঠিন হতে পারে, এটি কখনই আপনাকে ক্ষমা করার জন্য ঈশ্বরকে যে অসীম মূল্য বহন করতে হয়েছে তা বহন করতে হয় না। তার জন্য আমাদের পাপের একটিও ক্ষমা করার অর্থ ছিল তার একমাত্র এবং প্রিয় পুত্র, যীশু খ্রীষ্টের ক্রুশ-মৃত্যু। এবং আমাদের মধ্যে কে আমাদের মতো বিদ্রোহীদের জন্য ক্ষমা সম্ভব করার জন্য তার পুত্রকে বলি দিয়ে এই ধরনের ভালবাসা পরিমাপ করতে পারে। জানার জন্য, এবং বেঁচে থাকার জন্য, এবং যীশু খ্রীষ্টের হেতু আমাদের পাপের ঈশ্বরের ক্ষমার বিশ্বাসে থাকার জন্য অনুগ্রহ সন্ধান করুন। এবং কেবল তখনই আপনি এবং আমি আমাদের ভাইয়ের বিরুদ্ধে প্রতিশোধপরায়ণ এবং বিঘ্নিত মনোভাবকে আয়ত্ত করতে সক্ষম হব যিনি আমাদের বিরুদ্ধে অপরাধ করেছে, এমনকি যদি সে বারবারও তা করে থাকে।

কি হবে যদি এই ব্যক্তিগত অনুযোগ এর কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে না নিয়ে যায়? সেই ক্ষেত্রে, প্রভু যীশু আমাদের পরবর্তী কর্মের সুনির্দিষ্ট বিবরণ দেন এবং আমরা এই বিষয়ে আমাদের পরবর্তী অধ্যয়নে তা বিবেচনা করব।

ধন্যবাদ, এবং ঈশ্বর এই বাক্যগুলিকে আশীর্বাদ করুন।

দ্বন্দ্বের সমাধান এবং মণ্ডলীর মধ্যে প্রেমের বিধান

রেভ. এ. টি. ভারগুস্ট

মডিউল ১ ~ বক্তৃতা ৪

প্রার্থনা এবং প্রেম দ্বারা পরিবেষ্টিত

প্রিয় বন্ধুরা, সাধুগণদের গৃহের মধ্যে দ্বন্দ্ব সমাধান সংক্রান্ত প্রভুর নির্দেশের উপর আমাদের চতুর্থ পাঠে স্বাগত। এখন এই অধ্যয়নগুলি মূলত মথি ১৮ অধ্যায়ে যীশুর নির্দেশাবলীর উপর কেন্দ্রীভূত। ধাপে ধাপে, প্রভু বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন যে কীভাবে আমরা পাপগুলির সাথে মোকাবিলা করতে পারি যা সমস্যা এবং টানাপড়েনকে নিয়ে আসে, এবং যেটা স্থানীয় বিশ্বাসের পরিবারে গভীর ভেদাভেদের দিকে নিয়ে যেতে পারে। এখন, যদি প্রভুর নির্দেশ অনুসরণ করা হয়, তবে এটি একে অপরের প্রকৃত কল্যাণের জন্য কোমলতা এবং স্নেহের সহজে হারিয়ে যাওয়া রোধ করবে। কারণ যখন আমরা খোলাখুলিভাবে, সময়ে এবং প্রেমে পাপের বিষয়ে একে অপরকে অনুযোগ করি না, তখন আমরা তিক্ত হতে পারি, বা আমরা একে অপরের সম্পর্কে অন্যদের কাছে নেতিবাচক কথা বলতে পারি। এবং একবার এটি ঘটলে, মন্দটি আমাদের নিজের শরীরে সংক্রমণ বা ক্যান্সারের মতো ছড়িয়ে পড়ে এবং এটি শরীরকে স্বয়ং-ধ্বংসী করে। কিন্তু যীশুর নির্দেশ অনুসরণ করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল যীশু খ্রীষ্টের মন ধারণ করা, কারণ তখন গর্ব করার জন্য চেষ্টা করার জন্য কিছুই করা হবে না। পরিবর্তে, আমরা মনের নম্রতার সাথে, একে অপরকে নিজেদের চেয়ে ভাল হিসাবে গণ্য করব।

সুতরাং, যেমনটি আমরা দেখেছি, অপরাধকারী ভাই বা বোনকে অনুযোগ করার চারটি স্তর রয়েছে। প্রথমটি আমাদের ব্যক্তিগত পর্যায়ে শুরু হয়। আমাদের পাপের বিষয়ে নিজেদেরকে পরীক্ষা করতে হবে, এবং তা হল আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে একটি ক্রমাগত অনুশীলন। আমাদের নিজেদের ক্রমাগত ব্যর্থতা দেখা, ঈশ্বরের আশীর্বাদে, আমাদের নিজেদের জীবনে নম্রতা নিয়ে আসবে - এটা খুবই প্রয়োজনীয়। এই মানসিকতাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যখন আমরা ঈশ্বরের বিধানে লঙ্ঘনকারী একজন ভাই বা বোনকে অনুযোগ করার মতো সূক্ষ্ম কাজটির কাছে যাই যা তারা করেছে। এবং তারপরে দ্বিতীয় ধাপটি আসে, আপনার এবং অন্য ব্যক্তির মধ্যে একটি ব্যক্তিগত স্তরে। এবং আবার, আসুন যীশুর মন ধারণের জন্য প্রার্থনা করি। এবং যখন ঈশ্বর আমাদেরকে আমাদের পাপের জন্য অনুযোগ করেন, তখন তিনি ক্ষমা করার জন্য প্রস্তুত হয়ে আসেন। এবং এটি তার সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য - এটিকে ঠিক করা, এমনকি পুনর্মিলন সম্ভব করার জন্য তার অধিকার বিসর্জন দেওয়ার ইচ্ছা। এখন, তৃতীয় ধাপ হল বর্ধিত স্তর, যখন আমরা প্রক্রিয়াটিতে এক বা দুইজন সাক্ষী যোগ করি। এবং শেষ ধাপ হল মণ্ডলীর স্তর, যেখানে সমগ্র মণ্ডলী বা এর অংশ জড়িত। এবং আমরা এই অধিবেশনে সেগুলি দেখব, যখন আমরা বর্ধিত এবং মণ্ডলীর স্তরে ঈশ্বরের নির্দেশাবলী অন্বেষণ করি।

এখন মথি ১৮, ১৬ পদে ফিরে যান। প্রভু বলেছেন: "কিন্তু যদি সে না শুনে।" এর মানে হল যে ব্যক্তিগত অনুযোগ, যেমনটি ১৫ পদে বর্ণিত হয়েছে, দুঃখজনকভাবে, ব্যর্থ হয়েছে। কথা বলার পরে এবং ধৈর্য ধরে অনুরোধ করার পরে, অপরাধকারী ভাই উপদেশকে প্রতিরোধ করতে বেছে নিয়েছেন।

"সে না শুনে" - এর মানে সে সচেতনভাবে ইতিবাচক সাড়া না দেওয়া বেছে নিয়েছে। এখন হয়তো সে অভিযোগের সাথে একমত নয়, অথবা যে পাপ হয়েছে তার জন্য সে অনুতপ্ত হতে রাজি নয়। সুতরাং, যখন প্রভু আমাদেরকে অনুযোগের দ্বিতীয় স্তরে যাওয়ার নির্দেশ দেন, তখন তিনি আমাদের তৎক্ষণাৎ এটি করতে বলেন না। এরকম কোনও ইঙ্গিত নেই যে ১৫ পদের নির্দেশাবলীর অর্থ "এটি শুধুমাত্র একবার করুন, এবং তারপরে একেবারে ১৬ পদের বর্ধিত স্তরে চলে যান।" ঈশ্বর নিজে ব্যক্তিগতভাবে আমাদের সাথে অনেক দীর্ঘসহিষ্ণুতা দেখান, দুষ্টদের মাথায় প্রেমের কয়লার স্তূপ করে, কতবারই না তিনি অনুরোধ করেন। কতদিন সে মন্দকে ভালোর মাধ্যমে জয় করতে চেয়ে থাকে? তাই পাপী ভাইয়ের সাথে ধৈর্য প্রদর্শন করা ঈশ্বরের মত করা হবে। তবুও, এমন একটি সময় আসে, যখন প্রভু তাঁর লোকেদের পরবর্তী স্তরে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য প্রত্যাশা করেন। তিনি বলেন, "কিন্তু যদি সে না শুনে, তবে আর দুই এক ব্যক্তিকে সঙ্গে লইয়া যাও, যেন "দুই কিম্বা তিন জন সাক্ষীর মুখে সমস্ত কথা নিষ্পন্ন হয়।" এই দ্বিতীয় স্তরটিকে একটি বর্ধিত বা সম্মিলিত স্তরে অনুযোগ বলা হয়। এখন এই দ্বিতীয় স্তরে সঠিক কি বিবরণ রয়েছে?

প্রথমত, আমাদের এই পুনর্মিলনের কাজে সাহায্য করার জন্য অন্য একজন বা দুজনকে খুঁজে বের করতে হবে। আপনার ব্যক্তিগত আত্মবিশ্বাসের উপর নির্ভর করে, বা অপরাধের প্রকৃতি বা আপনি যে ব্যক্তিকে অনুযোগ করবেন তার উপর নির্ভর করে, আপনি এই প্রক্রিয়ায় একজন নাকি দুইজন সহবিশ্বাসীর সাহায্য চান তা প্রভু স্বাধীন রেখে দেন। কিন্তু আমরা কাকে নেব? এখন সেই পছন্দটি সম্পূর্ণভাবে এই সাহায্যকারীরা যে কাজটি পূরণ করবে তার দ্বারা প্রভাবিত হয়। লক্ষ্য করুন, কাজটি আপনার দৃষ্টিকোণকে শক্তিশালী করা নয়, কারণ তাহলে আপনি নিঃসন্দেহে আপনার সবচেয়ে সহায়ক বন্ধুদের খুঁজবেন। তাদের কাজটি হল অন্ধকারের কর্তৃপক্ষের শক্তি এবং চক্রান্তগুলির বিরুদ্ধে লড়াই করা যেগুলো সহভাগিতাকে ধ্বংস করছে। এবং উপরন্তু, তাদের কাজ সূক্ষ্ম, এবং সেইজন্য, এটি আত্মিক পরিপক্কতা এবং অভিজ্ঞতার একজন ব্যক্তি হতে হবে। তাদের কাজ হল একটি অপরাধ অপসারণ করা যা ভাইদের মধ্যে একতা ও শান্তির জন্য হুমকিস্বরূপ। তাদের এই কাজটি ভালভাবে করার জন্য, তাদের নিরপেক্ষ হতে হবে। এটি হওয়ার জন্য, তাদের সমস্যার গল্পটি শুনতে হবে, কেবল আপনার কাছ থেকে নয়। তাদের আগে নিজেদের গবেষণা করতে হবে। লক্ষ্য করার জন্য, যে প্রভু যীশু এই সাহায্যকারীদের, যাদের আপনি নেবেন, তাদের "সাক্ষী" বলে অভিহিত করেছেন। এখন সাক্ষী, বন্ধুরা, এমন লোক নয় যারা গল্পটি কেবল আপনার দিক থেকে শুনেছে। তারা এমন লোক যাদের হাতে থাকা মামলাটির বিষয়ে নিরপেক্ষ মতামত রয়েছে এবং তাই তারা মামলাটিতে তাদের সাক্ষ প্রদান করতে সক্ষম। যে ব্যক্তিরা আমাদের সহায়তা করবে তারা তাই, এমন লোক যাদের সব পক্ষের কথা শুনতে হবে। তাদের জন্য নিরপেক্ষভাবে সত্য যাচাই করা অত্যাবশ্যক, কারণ একজন প্রাক-পক্ষপাত বিশিষ্ট সাহায্যকারী একজন নিরপেক্ষ বা বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষী নয়। আপনার হয়ে কথা বলার জন্য তিনি আপনার পক্ষে কেবল আরও গোলাবারুদ হিসেবে কাজ করবে। এবং সাধারণত কি হয়? আপনার প্রচেষ্টায় এই ধরনের বিষয় যোগ করা সাধারণত সুস্থতা নিয়ে আসে না, বরং এটি বিস্ফোরণ নিয়ে আসে। তাই এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে একজন বা দুজন সাহায্যকারী যোগ্য লোক। আগের বক্তৃতায়, আমি এই কাজটিকে একজন চক্ষু শল্যচিকিৎসকের নির্ভুল কাজের সাথে তুলনা করেছি। কল্পনা করুন একজন চক্ষু চিকিৎসক একজন অন্ধ ব্যক্তির, অথবা একজন রুক্ষ খনি শ্রমিকের সাহায্য চাইছেন, যিনি বড় ড্রিল, হাতুড়ি এবং বিস্ফোরক নিয়ে কাজ করতে অভ্যস্ত। না, যারা আমাদের প্রতি সহানুভূতিশীল, বা চমৎকার মানুষ, বা ঘনিষ্ঠ বন্ধু তাদের কে আমরা খুঁজবো না। অপরাধীর সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে এমন সাক্ষীদের মধ্যে কাউকে বেছে নেওয়া অনেক বুদ্ধির কাজ হতে পারে, কারণ এই ব্যক্তি উদ্দেশ্যমূলক থাকতে সক্ষম হয়।

সুতরাং উপসংহারে, এমন ব্যক্তিদের সন্ধান করুন যারা সততা, নম্রতা, নিরপেক্ষতা এবং বিশ্বাসযোগ্যতার লোক। যাকোব যোগ্য ব্যক্তিদের বর্ণনা করেছিলেন যারা উপরে থেকে আসা জ্ঞানের অধিকারী, প্রথমে শুদ্ধ, তারপর

শান্তিপ্রিয়, কোমল, সহজে অনুরোধ করা যায়, করুণা ও ভালো ফল দিয়ে পরিপূর্ণ, পক্ষপাতহীন এবং কপটতা ছাড়া। এবং লক্ষ্য করুন, সাক্ষীকেও তাদের কাজের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন হতে হবে, যখন তারা আপনার সাহায্যকারী হতে সম্মত হন। কাজটির গাম্ভীর্য শাস্ত্রের অন্য একটি অংশে বর্ণনা করা হয়েছে, দ্বিতীয় বিবরণ ১৭ অধ্যায়, ৬ থেকে ৭ পদে। সেখানে বলা হয়েছে, "প্রাণদণ্ডের যোগ্য ব্যক্তির প্রাণদণ্ড দুই সাক্ষীর কিম্বা তিন সাক্ষীর প্রমাণে হইবে; একমাত্র সাক্ষীর প্রমাণে তাহার প্রাণদণ্ড হইবে না। এবং তারপরে, "তাহাকে বধ করিতে প্রথমে সাক্ষীরা, পশ্চাতে সমস্ত প্রজা তাহার উপরে হাত উঠাইবে। এইরূপে তুমি আপনার মধ্য হইতে দুষ্টাচার লোপ করিবে।" এখন নতুন নিয়মের সময়ে, সাক্ষীদের চূড়ান্ত কাজ হল সহভাগিতা থেকে অপরাধীর বহিষ্কারে অংশ নেওয়া। এখন এই সবই সাক্ষীকে দেওয়া কাজের গুরুত্বকে শক্তিশালী করে। আমি এটাও বলি যে ঈশ্বরের পরিবারের প্রতিটি সদস্যকে গড়ে উঠতে হবে, বা খ্রীষ্টের দেহে এমন একটি ভূমিকার জন্য নিজেকে বৃদ্ধি করতে হবে। বন্ধুরা, আপনি জানেন না যে মণ্ডলীর সহসদস্যদের মধ্যে দ্বন্দ্বের সমাধানে আপনাকে মধ্যস্থতাকারী সাক্ষী হিসাবে কাজ করার জন্য কখন ডাকা হতে পারে। আচ্ছা, আপনি কিভাবে এই ধরনের সম্ভাব্য কাজের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করবেন? শাস্ত্র আপনাকে বলে: একটি অবিচল চলন, এবং প্রার্থনা, যেটাতে আপনি বিশ্বাসে পরিপক্ক হতে পারেন, যেটাতে আপনি উপর থেকে জ্ঞান পেতে পারেন। এবং এগুলি এই প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ উপাদান যা আপনাকে এবং আমাকে করতে হবে, সম্ভবত, ভবিষ্যতে।

এখন মথি ১৮ অধ্যায়ে ফিরে যান। প্রভুর আশীর্বাদে, রাজা নিজেই এই পদক্ষেপগুলি নির্ধারণ করেছেন, যা আমাদের বিশ্বাসের স্থানীয় পরিবারে প্রবেশ করে এমন বেশিরভাগ সমস্যার সমাধান করবে। তবুও, তা হয় না। আমাদের আদেশ দেওয়া হয়েছে, একটি সমাধানের জন্য পর্যাপ্ত সময় দেওয়ার পরে, বিষয়টিকে চতুর্থ এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে যেতে - মণ্ডলীর স্তরে। এবং প্রভুর নির্দেশ আমাদের ১৭ পদে দেওয়া হয়েছে: "আর যদি সে তাহাদের কথা অমান্য করে, মণ্ডলীকে বল; আর যদি মণ্ডলীর কথাও অমান্য করে, সে তোমার নিকটে পরজাতীয় লোকের ও করগ্রাহীর তুল্য হউক।"

এখন প্রথমত, আসুন লক্ষ্য করা যাক যে প্রভু আবার একটি সময়সীমা নির্দেশ করেন না। অপরাধকারী ভাই বা বোনের সাথে একবার সাক্ষাতের পরে আমরা অবিলম্বে এই প্রক্রিয়ার শেষ এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে প্রবেশ করি না। চিকিৎসা জগতে, কোন ডাক্তার তার রোগীর হাত বা পা কেটে ফেলতে তাড়াহুড়ো করবেন না। সমস্ত উপায় শেষ হয়ে যাওয়ার পরে এটিই হবে তার শেষ সম্পদ। আপনাকে মনে করিয়ে দেওয়া ভাল যে মণ্ডলীর অনুশাসন যেটির বিষয়ে আমরা এখানে কথা বলছি, যেমনটি প্রভুর দ্বারা বর্ণিত হয়েছে, এটি কোনও শাস্তি নয়। এটি আত্মিক ওষুধ। এর প্রধান উদ্দেশ্য হল পাপীর মধ্যে এবং দেহে সুস্থতা আনা এবং ব্যক্তিগত এবং সাম্প্রদায়িক স্তরে পুনরুদ্ধার করা। এই মণ্ডলীর অনুশাসনটিকে হাসপাতালের একজন রোগীকে দেওয়া নিবিড় যত্নের মতো বিবেচনা করুন। এটি ডাক্তার এবং নার্সদের একটি সম্পূর্ণ দল যারা তাদের প্রজ্ঞা এবং তাদের প্রেমময় যত্ন রোগীর প্রতি প্রয়োগ করে এবং একইভাবে, সমগ্র মণ্ডলীকে সেই পাপীর পরিত্রাণের জন্য ঈশ্বরের দেওয়া তাদের সমস্ত সংস্থানগুলিকে একত্রিত করতে হবে।

এখন দ্বিতীয়ত, প্রভু পাপীর প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করেছেন এভাবে, "কিন্তু যদি সে তোমার কথা না শোনে।" আবার, প্রভুর "শোনা" শব্দটি যেভাবে ব্যবহার করেছেন গ্রীক ভাষায় এর অর্থ প্রত্যাখ্যান করা। এর মধ্যে পাপের সমস্যার সাথে মোকাবেলা করতে একগুঁয়ে অনিচ্ছুক একটি চরিত্র রয়েছে। দুঃখজনকভাবে, অতএব, এটি সংশোধন এবং অনুতাপ করার প্রতি প্রতিরোধের একটি কঠোর মনোভাব প্রকাশ করে।

তৃতীয়ত, নির্দেশটি হল যে আমাদেরকে তা মন্ডলীকে জানাতে হবে। এটি একটি বিকল্প নয়, এটি একটি পরামর্শ নয়, এটি একটি ঐশ্বরিক আদেশ। পূর্ববর্তী প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পরে খ্রীষ্ট আমাদের সমস্যাটি বাদ দেওয়ার অনুমতি দেন না। সম্ভবত এই ধরনের একটি প্রলোভন অনুভূত হবে, কারণ এই শেষ এবং এই চূড়ান্ত পর্যায়ে,

মণ্ডলীর সমগ্র সহভাগিতার কাছে পাপের বিষয়টি প্রকাশ করা হবে। এবং এটি বিশ্বাসীদের শরীরে গভীর আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারে, বিশেষ করে যদি এটি একটি পাপ হয় যা মণ্ডলীর নেতৃত্বকে জড়িত করে। ঈশ্বরের সমস্ত সন্তানদের সেই শিক্ষামূলক উদাহরণ অনুসরণ করতে হবে যা প্রভু যীশু নিজেই আমাদের সাতটি মণ্ডলীকে তাঁর চিঠিতে, প্রকাশিত বাক্য ২ এবং ৩ অধ্যায়ে দিয়েছেন। আমি এটি আগেও উল্লেখ করেছি। তিনি প্রকাশ্যে পাপটিকে নিয়ে এসেছেন, সকলকে অনুতপ্ত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। এবং যদি মণ্ডলীগুলি ঈশ্বরের পথে ফিরে না আসে, তবে প্রভু তার বিচারের সাথে এটিকে দেখবেন। এবং আমাদের সাথেও তাই হবে।

চতুর্থত, তিনি বলেছেন যে আমাদের এটি মণ্ডলীকে বলা উচিত। এখন "মণ্ডলী" শব্দটি যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে বিশ্বাসের দ্বারা একত্রিত বিশ্বাসীদের দেহকে বোঝায়। সর্বোপরি, আমাদেরকে এই বিষয়টি এড়াতে হবে যেন আশেপাশের বিশ্বের বৃহত্তর সম্প্রদায়ের মধ্যে একজন ভাই বা বোনের পাপগুলি প্রকাশ করা না হয়। আমাদের এটা মণ্ডলীকে বলতে হবে। এখন, ঈশ্বরের লোকেদের পাপ, বন্ধুরা, শয়তান এবং তার অনুগামীরা আমাদের মহান ঈশ্বরের নাম এবং তাঁর নিমিত্তে আক্রমণের চেয়ে বেশি ক্ষতি করে। এবং যেহেতু এই শেষ ধাপের সর্বজনীন ধরনটি একটি গুরুতর বিষয়, তাই কিছু মণ্ডলী একটি বুদ্ধিমান নিয়ম গ্রহণ করেছে, যা শাস্ত্রে উল্লেখ করা হয়নি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রজ্ঞাশীল। তারা একে অপরের মধ্যে একমত হয়েছে যে তারা এই শেষ এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে যাওয়ার আগে, তারা এই ঘটনার নিরপেক্ষ পর্যালোচনা চাইবে বিশ্বাসের অন্য কোনও পরিবারের নেতাদের দ্বারা - একটি প্রতিবেশী মণ্ডলী। তারা এই বিপথগামী সদস্যের সাথে মোকাবিলা করার জন্য বাইবেলের সমস্ত পদক্ষেপ অনুসরণ করেছে কিনা তা পর্যালোচনা করতে তারা অন্যদের জিজ্ঞাসা করে। এখন, এই ধরনের একটি স্বাধীন সমকক্ষ পর্যালোচনা প্রশংসনীয়, কারণ এটি আমাদেরকে যীশুর নির্দেশাবলী অনুসরণ করার ক্ষেত্রে জবাবদিহিতার জন্য ধরে রাখে, যেমনটি মথি ১৮ অধ্যায়ে দেওয়া হয়েছে। এটি রাজা শলোমনের পরামর্শকেও অনুসরণ করে, যখন তিনি বলেন, "কিন্তু মন্ত্রি-বাহুল্যে জয় হয়।"

কিন্তু তারপর, এখানে "মণ্ডলী" বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে? এটা কি মণ্ডলী সম্প্রদায়ের প্রতিটি একক সদস্য, এবং মণ্ডলীর সমস্ত স্থানীয় বিশ্বাসীদের সম্মিলিত বৈঠক? অথবা এটি তাদের কাছে জানানো হয় যারা মণ্ডলীকে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য নিযুক্ত হয়েছেন, যেমন পালক এবং প্রাচীনদের, এবং পরিচারকদের সাথে সম্ভবত একটি ছোট মণ্ডলীর দলে। এটা কি মণ্ডলী? ঠিক আছে, যেহেতু প্রভু আমাদের এই "মণ্ডলীর" নিখুঁত সীমানা দেননি, এই পদে দেওয়া নির্দেশ অনুসারে, তাদের নিজস্ব পদ্ধতিগুলি বিকাশ করার স্বাধীনতা রয়েছে।

কিন্তু এই বর্ধিত শ্রোতাদের কাছে কৃত পাপ ভাগ করে নেওয়ার উদ্দেশ্য কী? প্রথম উদ্দেশ্য হল এই বিপথগামী ভাই বা বোনের প্রতি প্রযোজ্য ভালবাসার বৃত্তকে বড় করা। যখন একটি মণ্ডলীকে পাপের ধরন সম্পর্কে অবহিত করা হয়, তখন এটি প্রার্থনা এবং উপবাসে একত্রিত হওয়ার আহ্বান। তাদের নিজেদের একজনের মঙ্গল ও পরিত্রাণ মারাত্মক বিপদে পড়েছে। সাধারণত, মণ্ডলী প্রার্থনার দলে একত্রিত হয়, যখন তাদের একজন সদস্য স্বাস্থ্য বা ব্যবসায় গুরুতর সংকটের মুখোমুখি হয় এবং আমরা প্রার্থনা করতে এবং সম্ভবত উপবাস করতে একসাথে আসি। কিন্তু একজন বিপথগামী সদস্য যে সংকটের মুখোমুখি হন তা সাময়িক অসুস্থতা বা বস্তুগত বিপত্তির চেয়ে অনেক বেশি গুরুতর। সেই ব্যক্তির আত্মা, এবং ঈশ্বরের সাথে তার সম্পর্ক বিপদে পড়েছে। এখন সেই অতিরিক্ত প্রচেষ্টার দ্বিতীয় উদ্দেশ্যটি বিপথগামী সদস্যকে তার ধ্বংসাত্মক পথ থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য প্রয়োগ করা যেতে পারে। নামটিকে এবং পাপটিকে সর্বজনীন করা, এটি একটি গুরুতর পদক্ষেপ, এবং এটি অত্যন্ত যত্ন সহকারে করা দরকার। এবং প্রতিটি মণ্ডলীর পরিবারকে কীভাবে এটি বুদ্ধিমানের সাথে করা যায় সে সম্পর্কে তাদের নিজস্ব নির্দেশিকা তৈরি করা উচিত। এটা অত্যাবশ্যক। এটি এত গুরুত্বপূর্ণ যে এই নির্দেশিকাগুলি একটি দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হওয়ার আগে তৈরি করা হয়। এখন, আপনি জানেন যে প্রচণ্ড স্রোতের পরিবর্তে শান্ত জলে আপনার সেতু তৈরি করা

বুদ্ধিমানের কাজ। এবং তাই, সময়ের আগে এই নির্দেশিকাগুলি তৈরি করুন। আমি আপনাকে এই ধরনের নির্দেশিকাগুলির একটি উদাহরণ দেব, যা আপনার দ্বারা অনুসরণ করা এবং গ্রহণ করা যেতে পারে এবং আপনার মণ্ডলীতে অনুসরণ করা যেতে পারে।

প্রথমত, একবার এই শেষ স্তরে একটি পাপের বিষয় জানাজানি হয়ে গেলে, মণ্ডলীর নেতৃত্ব প্রথমে পাপীকে একান্তে অবহিত করবে যে অনুতাপ না হওয়া পর্যন্ত তাকে প্রভুর ভোজে অংশ নেওয়া বা দেহের মধ্যে নেতৃত্বের অবস্থান থেকে সাময়িকভাবে বাদ দেওয়া হয়েছে। আপনি এটিকে "নীরবে অনুযোগ" বলতে পারেন। এবং যদি কোন অনুতাপ দেখা না যায়, মণ্ডলীর নেতৃত্ব একটি সর্বজনীন ঘোষণা করে যে তাদের একজন সদস্যকে একটি বিশেষ অপরাধের জন্য অনুযোগের প্রথম স্তরের অধীনে রাখা হয়েছে। এখন মণ্ডলীকে তাদের একজন সহবিশ্বাসীর জন্য প্রার্থনায় যোগ দিতে বলা হয়েছে—কোনো নাম বলা হয়নি, কিন্তু কেবল আমাদের মধ্যে একজন পাপ করছে এটা বলা হয়েছে। এখন, বিপথগামী সদস্যকে অনুশোচনা দেখাতে এবং স্বীকারোক্তি দেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত সময় দেওয়ার পরে, মণ্ডলীর নেতৃত্ব অনুযোগের পরবর্তী ধাপে চলে যায়। এখন সেই ব্যক্তির নাম এবং তার অপরাধ মণ্ডলীর কাছে বলে হয়। পৌলের নির্দেশনা এবং উদাহরণ অনুযায়ী নাম এবং পাপ উল্লেখ করা। ১ তীমথি ৫:২০ পদে, পৌল তীমথিকে নির্দেশ দেন, “যাহারা পাপ করে, তাহাদিগকে সকলের সাক্ষাতে অনুযোগ কর; যেন অন্য সকলেও ভয় পায়।” আরেকটি উদাহরণ হল ফিলিপীয় ৪:২, যেখানে তিনি লিখেছেন: “আমি ইবদিয়াকে বিনতি করিয়া, ও সুন্তুখীকে বিনতি করিয়া বলিতেছি, তোমরা প্রভুতে একই বিষয় ভাব।” ১ তীমথি ১ অধ্যায়, ২০ পদে, পৌল হুমিনায় ও আলেক্সান্দরকে বার করে দিয়েছিলেন, এবং মণ্ডলীকে তাদের এড়িয়ে চলতে বলেছেন কারণ তারা যে শিক্ষা শিখেছিল তার বিপরীতে বিভাজন এবং বিঘ্ন ঘটায়। তাই এই প্রকাশ্য নামকরণের উদ্দেশ্য বিশ্বাসীদের দেহকে এই জন্য জানানো নয় যাতে সবাই এটি সম্পর্কে কথা বলতে পারে। না, এটা সহবিশ্বাসীদের প্রতি একটি কাজের আহ্বান। এই মুহূর্তে, বহিষ্কারের চূড়ান্ত কাজ করার আগে, আমরা এই পথভ্রষ্ট বা এই একগুঁয়ে মেষকে এড়াতে চাই না যে পাপে আটকে আছে। পরিবর্তে, আমরা প্রার্থনা এবং প্রেমের অনুশীলনে তাদের ঘিরে রাখবো।

এবং তারপর চতুর্থত, শেষ ধাপ, এবং সবচেয়ে গুরুতর পদক্ষেপ হল বহিষ্কার। যীশুর শেষ নির্দেশনাটি পালনের চেয়ে গুরুতর আর কিছুই, কিছুই নয়, “আর যদি সে তাহাদের কথা অমান্য করে, মণ্ডলীকে বল; আর যদি মণ্ডলীর কথাও অমান্য করে, সে তোমার নিকটে পরজাতীয় লোকের ও করগ্রাহীর তুল্য হউক।” সেই কঠোর এবং অনুতাপহীন পাপীকে দেহের সহভাগিতা থেকে বের করে দিতে হবে। একটি ধ্বংসাত্মক ক্যান্সার বা বিপজ্জনকভাবে সংক্রামিত অঙ্গ হিসাবে, শরীরের বাকি অংশের সাথে এই সদস্যের বিধিবৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা প্রয়োজন। বিধিবৎভাবে, সদস্যদের পাশাপাশি মণ্ডলীকে জানাতে হবে যে একজন ভাই বা বোনকে সাধুদের পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। অন্যান্য শাস্ত্রাংশগুলি এই ক্রিয়াটিকে অত্যন্ত গম্ভীর পরিভাষার সাথে বর্ণনা করে। পৌল, ১ তীমথিয় ১:২০ পদে, দুই ভাইকে উল্লেখ করেছেন যাদেরকে “আমি তাহাদিগকে শয়তানের হস্তে সমর্পণ করিলাম, যেন তাহারা শাসিত হইয়া ধর্ম্মনিন্দা ত্যাগ করিতে শিক্ষা পায়।” এটি একটি শক্তিশালী ভাষা। ১ করিন্থীয় ৫ অধ্যায়, ৪ থেকে ৫ পদে পৌল মণ্ডলীর একজন সদস্যকে নির্দেশনা দিয়েছিলেন যিনি সপ্তম আদেশের প্রকাশ্য অমান্য করেছিলেন এবং তিনি মণ্ডলীকে কিছু করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এখন এই লোকটি তার সৎ মায়ের সাথে একটি কলঙ্কজনক যৌন সম্পর্কে ছিলেন। মণ্ডলীর দায়িত্ব ছিল, “আমাদের প্রভু যীশুর নামে তোমরা এবং আমার আত্মা সমাগত হইলে, আমাদের প্রভু যীশুর পরাক্রম সহকারে তাদৃশ ব্যক্তিকে মাংসের বিনাশার্থে শয়তানের হস্তে সমর্পণ করিতে হইবে” – এই উদ্দেশ্যে – “যেন প্রভু যীশুর দিনে আত্মা পরিত্রাণ পায়।” কত গম্ভীর পাপ যা ঘনিষ্ঠ এবং সুন্দর সম্পর্কগুলির বিচ্ছেদ এবং আলাদা হওয়ার কারণ হয়ে দাড়ায়। ঈশ্বর যেন আমাদের সকলকে এত গভীরভাবে পাপ করতে বাধা দেন যেখানে সহভাগিতা থেকে বহিষ্কৃত করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

সুতরাং এই বিষয়ে আমাদের পরবর্তী এবং আমাদের শেষ অধ্যয়নে, মথি ১৮ তে, আমরা এই ক্রিয়াটির প্রখরতার জন্য ঈশ্বরের কারণগুলি অন্বেষণ করব। এবং আমরা তার ইচ্ছা জানতে চাইব এখন আমরা কীভাবে বহিষ্কৃতদের সাথে মুখোমুখি করব। এবং এই সমস্ত বিষয়ে ঈশ্বর আমাদেরকে তাঁর অনুগ্রহ এবং তাঁর প্রজ্ঞা দ্বারা আশীর্বাদ করুন।

দ্বন্দ্বের সমাধান এবং মণ্ডলীর মধ্যে প্রেমের বিধান

রেভ. এ. টি. ভারগুস্ট

মডিউল ১ ~ বক্তৃতা ৫

বহিষ্কার এবং পুনরুদ্ধার

প্রিয় বন্ধুরা, আপনার নিজের সহভাগিতার ভাই ও বোনদের প্রেমময় অনুযোগে করার বিষয়ে, মথি ১৮ অধ্যায়ের উপর এটি হবে অন্তিম অধ্যয়ন। মথি ১৮ অধ্যায়ে প্রভুর বিশদ নির্দেশাবলী তাঁর উত্তম এবং তাঁর পবিত্র ইচ্ছা। প্রেম এবং মৃদুশীল মনোভাবে তাঁর নির্দেশাবলী অনুসরণ করা বার বার আশীর্বাদের পথ হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে। কারণ আমরা যখন সময়মত মোকাবিলা করি, এবং যখন আমরা ঈশ্বরের আশীর্বাদের সাথে দেহের ভিতরের অপরাধগুলির সাথে প্রেমের সাথে মোকাবিলা করি, তখন এটি ধ্বংসাত্মক বিভাজনকে প্রতিরোধ করবে যা কুৎসিত এবং এটি ঈশ্বরের সন্তানদের মধ্যে একটি পারস্পরিক সুস্থতা আনবে, যা খুবই কাম্য।

তাই এই বিষয়ে এই চূড়ান্ত অধ্যয়নে, আসুন প্রথমে মথি ১৮ অধ্যায়, ১৭ পদে আমাদের প্রভুর কথায় মনোযোগ দেওয়া যাক: "আর যদি সে তাহাদের কথা অমান্য করে, মণ্ডলীকে বল; আর যদি মণ্ডলীর কথাও অমান্য করে, সে তোমার নিকটে পরজাতীয় লোকের ও করগ্রাহীর তুল্য হউক।" যে কোনো কাজ, যা একটি মণ্ডলীকে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট, পরিত্রাণের অধিনায়কের পক্ষে করতে হয়, তা মণ্ডলীর সদস্যকে বিচ্ছিন্ন করা এবং সহভাগিতা থেকে বাদ দেওয়ার চেয়ে বেশি গুরুতর নয়।" এবং প্রভুর এই নির্দেশাবলীর উপর ভিত্তি করে, প্রেরিত পৌল করিন্থীয়দের কাছে তার চিঠিতে এই পদক্ষেপটি বাস্তবায়ন করেছিলেন। ১ করিন্থীয় ৫ অধ্যায়ে, পৌল মণ্ডলীর একজন ভাইয়ের সমস্যাটি সম্বোধন করেছিলেন, যিনি সপ্তম আদেশের প্রকাশ্যে লঙ্ঘনের মধ্যে বসবাস করছিলেন। তিনি লেখেন, "বাস্তবিক শুনা যাইতেছে যে তোমাদের মধ্যে ব্যভিচার আছে, আর এমন ব্যভিচার, যাহা পরজাতীয়দের মধ্যেও নাই, এমন কি, তোমাদের মধ্যে এক জন আপন পিতার ভার্য্যাকে রাখিয়াছে।" এখন পৌল এই খারাপ মন্দটিকে উপেক্ষা করার জন্য মণ্ডলীর সহভাগিতাকে তিরস্কার করেছিলেন। এবং এখন, যেহেতু এটি আর একটি ব্যক্তিগত পাপ নয়, কারণ এটি বাস্তবিকভাবে শোনা গেছে, পৌল অবিলম্বে তাদেরকে যীশুর আদেশ কার্যকর করার নির্দেশ দেন, যেমনটি মথি ১৮ অধ্যায়, ১৭ পদে বলা হয়েছে। এবং তিনি লিখছেন, "আমাদের প্রভু যীশুর নামে তোমরা এবং আমার আত্মা সমাগত হইলে, আমাদের প্রভু যীশুর পরাক্রম সহকারে তাদৃশ ব্যক্তিকে মাংসের বিনাশার্থে শয়তানের হস্তে সমর্পণ করিতে হইবে, যেন প্রভু যীশুর দিনে আত্মা পরিত্রাণ পায়" - ১ করিন্থীয় ৫ অধ্যায়, ৪ এবং ৫ পদ।

এখন এই অনুচ্ছেদের বিভিন্ন ব্যাখ্যা রয়েছে। আমাদের কি এটিকে একটি প্রেরিত শক্তি বা কর্তৃত্ব বিবেচনা করা আবশ্যক যা আজকের ঈশ্বরের মণ্ডলীকে দেওয়া হয়নি, নাকি এটিকে একজন সদস্যের বহিষ্কারের ক্রিয়াকলাপের কঠোর বর্ণনা হিসাবে বিবেচনা করবো? এখন, যদিও এটি হতে পারে যে পৌলের কাজটি বহিষ্কারের কাজের চেয়ে বেশি ছিল, আসুন অন্তত এটিকে বহিষ্কারের উদাহরণ হিসাবে ব্যবহার করি। পৌলের উদ্দেশ্য এটা নয়, সেই সদস্য থেকে মুক্তি পাওয়া, বা শয়তান দ্বারা তাকে প্রদান করা বেশ কয়েকটি শারীরিক কষ্ট দিয়ে তাকে শাস্তি দেওয়া। না,

মোটেই না। অবশেষে, তার এই বিধিবৎ বহিষ্কারের কঠোর পদক্ষেপের উদ্দেশ্য হল যেন এই ভাই এই আত্মা-ধ্বংসকারী পাপের জন্য অনুতাপ করতে পারে। এবং তাই, লক্ষ্য করুন যে পৌল বলেছেন, "যেন প্রভু যীশুর দিনে আত্মা পরিত্রাণ পায়।" অন্য কথায়, এই বহিষ্কারটি আশা করা যায়, অস্থায়ী হবে, এবং পাপীটির মধ্যে সুস্থতা আনার এবং যে সম্পর্কটি ভেঙে গেছে তার পুনরুদ্ধার করাই এর একমাত্র উদ্দেশ্য।

সমস্ত মণ্ডলীর অনুশাসন সর্বদা ওষুধ হিসাবে বিবেচনা এবং ব্যবহার করা উচিৎ, যা দেহের একজন পাপকারী সদস্যের ওপরে লাঘু করা হয়। একজন অপরাধকারীকে শাস্তি দেওয়ার জন্য কখনও একটি মণ্ডলীকে ডাকা হয় না। রোমীয় ১৩, পদ ১ থেকে ৫ অনুসারে একটি পাপের জন্য শাস্তি দেওয়া সরকারের নাগরিক কর্তৃপক্ষের অন্তর্গত। তাদের কাছে ন্যায়বিচারের তরবারি রয়েছে।

তাহলে, বহিষ্কারের পর প্রভুর ইচ্ছা এখন কী? এই অবিশ্বস্ত এবং অনুতাপহীন পাপীর সাথে যাকে এখন সহভাগিতা থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে তাঁর সাথে একজন বিশ্বস্ত বিশ্বাসীর সম্পর্ক কী হতে পারে? যীশুর পরবর্তী নির্দেশ ইতিমধ্যে সেই প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে। তিনি বলেন, "সে তোমার নিকটে পরজাতীয় লোকের ও করগ্রাহীর তুল্য হউক।" বিচ্ছিন্ন করা সদস্যকে আর আত্মিক ভাই বা বোন হিসাবে বিবেচনা করা এবং আচরণ করা যাবে না। আমরা হয়তো আগের মতো, অবশ্যই যতদূর এটি সম্ভব, একই ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতে পারি না, আবার, আসুন শুনি কিভাবে পৌল ১ করিন্থীয় ৫ অধ্যায়, ৯ থেকে ১১ পদে এটি প্রকাশ করেছিলেন। তিনি লিখেছেন, "আমি আমার পত্রে তোমাদিগকে লিখিয়াছিলাম যে, ব্যভিচারীদের সংসর্গে থাকিতে নাই; এই জগতের ব্যভিচারী কি লোভী কি পরধনগ্রাহী কি প্রতিমাপূজকদের সংসর্গ একেবারে ছাড়িতে হইবে, তাহা নয়" আমরা এমন একজনের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বা অন্তরঙ্গতা বজায় রাখতে পারি না, যে নিজেকে বিশ্বাসী হওয়ার দাবি করে, অথচ পাপী জীবন যাপন করে এবং ঈশ্বরের অসম্মান করে। যীশুর নিজের কথায়, "সে তোমার নিকটে পরজাতীয় লোকের ও করগ্রাহীর তুল্য হউক।"

এখন, এই নির্দেশনাটি বোঝার সেরা উপায় হল আমাদের যীশু কীভাবে অবিশ্বাসীদের এবং অনুতপ্ত না হওয়া ইহুদী বা পরজাতীয়দের সাথে কথা বলেছেন তা বিবেচনা করা। তাঁর মনোভাব কী ছিল, এবং যারা স্পষ্টভাবে অবাধ্য এবং অসম্মানজনক জীবনযাপন করত, তাদের সাথে তাঁর কথোপকথন বা যোগাযোগ কীরকম ছিল? যীশু কীভাবে তাদের সাথে সম্পর্ক রেখেছিলেন? তিনি কি পুরোপুরি তাদের এড়িয়ে চলতেন এবং লজ্জা দিতেন? তিনি কি যা তাদের কাছ থেকে যতটা সম্ভব দূরে থাকতে সাহায্য করবে এমন কিছু করতেন? অথবা তিনি কি তাদের প্রতি দাম্ভিক বা বিচারমূলক মনোভাব পোষণ করতেন? তিনি কি তাদের সম্পর্কে খারাপ কথা বলতেন, যাতে সবাই তাদের ঘৃণা করে? না, না, পরিত্রাতা নিজে এর কোনটিই করেননি। বরং, তিনি তাদের খুঁজে বের করেছিলেন, যেমন একজন মেষ পালক হারানো মেষের জন্য খোঁজেন। তিনি তাদের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন, যেমন একজন পিতা তার হারানো সন্তানের জন্য প্রার্থনা করে। তিনি তাদের কাছে সহানুভূতির সাথে পূর্ণ একজন প্রচারক হিসেবে সুসমাচার প্রচার করেছিলেন। তিনি তাদের জন্য এমনকি প্রাণত্যাগ করেছিলেন, শুধুমাত্র তাদের হৃদয় জয় করার জন্য। তবুও, তিনি তাদের সাথে গভীর সম্পর্ক রাখতেন না যখন তারা অবিশ্বাসী ছিলেন, যেমন তিনি তাঁর বিশ্বস্ত শিষ্যদের সাথে রাখতেন। তিনি একটি সীমা রেখেছিলান। তারা তাঁর হৃদয়ের কাছের বন্ধু ছিল না। তারা তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল না। তিনি সেই সম্পর্ক রাখতে পারতেন না। এই বিশেষাধিকার শুধুমাত্র তাদের জন্য সংরক্ষিত যারা তাকে ভালবাসে, যারা তার সাথে চলে এবং যারা তার ব্যক্তিবিশেষ এবং তার ঐশ্বরিক ইচ্ছাকে সম্মান করার জন্য তাদের ভালবাসা প্রদর্শন করে। এবং যোহন ১৪ অধ্যায়, ২৩ পদে যীশু আমাদের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা তারা অনুভব করবে, "কেহ যদি আমাকে প্রেম করে, তবে সে আমার বাক্য পালন করিবে" - সে সম্মান করবে, সে শ্রদ্ধা করবে – "আর আমার পিতা তাহাকে প্রেম করিবেন, এবং আমরা তাহার নিকটে আসিব ও তাহার সহিত বাস করিব।"

এখন সমস্ত কিছু এক করে, প্রভু আমাদেরকে সুসমাচার প্রচার করার বস্তু হিসাবে বহিষ্কৃত ভাই বা বোনদের দেখতে আহ্বান করেছেন। আমাদের পথচলা এবং আমাদের কথার মাধ্যমে ঈশ্বর ও তাঁর রাজ্যের জন্য আমাদের তাদের জয় করতে, তাদের আবার জয় করতে চাইতে হবে। এবং যদি তারা আমাদের প্রতি শত্রুতা করে তবুও আমাদের তাদের ভালবাসতে হবে। প্রভুর আদেশ কি এটা নয়, "তোমরা আপন আপন শত্রুদিগকে প্রেম করিও, এবং যাহারা তোমাদিগকে তাড়না করে, তাহাদের জন্য প্রার্থনা করিও" – মথি ৫ অধ্যায়, ৪৪ পদ। অথবা, রোমীয় ১২ অধ্যায়, ২০ এবং ২১ পদের কথা চিন্তা করুন, যেখানে আমাদের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, বরং "তোমার শত্রু যদি ক্ষুধিত হয়, তাহাকে ভোজন করাও; যদি সে পিপাসিত হয়, তাহাকে পান করাও; কেননা তাহা করিলে তুমি তাহার মস্তকে জ্বলন্ত অঙ্গারের রাশি করিয়া রাখিবে" - আমরা এটাকে উপেক্ষা করতে পারি না— "তুমি মন্দের দ্বারা পরাজিত হইও না, কিন্তু উত্তমের দ্বারা মন্দকে পরাজয় কর।" এটাই তার ইচ্ছা, এবং কত আনন্দ, যখন প্রেম ও করুণার এই ধরনের শ্রম, এবং আমাদের মঙ্গলের এই ধরনের মূল্যবান সামগ্রী পরিত্রাণের মাধ্যমে ঐশ্বরিক শোক এবং অনুতাপের দিকে নিয়ে যাবে। এবং যদি সেরকমটি হয়, আমাদের সহভাগিতাতে সেই অনুতপ্ত পাপীকে ফিরে পাবো। পৌল ২ করিন্থীয়, ২ অধ্যায়, ৬ থেকে ৮ পদে, বিগত চিঠিতে যে ভাইকে বহিষ্কার করা হয়েছিলো নিঃসন্দেহে তাকে উদ্দেশ্য করে, সেই বিষয়ে আবার লিখেছেন, যেখানে তিনি বলেছেন, "অধিকাংশ লোকের দ্বারা" – যার অর্থ, সেই মণ্ডলীর স্থানীয় নেতৃবৃন্দ এবং সদস্য - "তাদৃশ ব্যক্তি যে দণ্ড পাইয়াছে, তাহাই তাহার পক্ষে যথেষ্ট" – অথবা সেই অনুশাসন। "অতএব তোমরা বরং তাহাকে ক্ষমা করিলে ও সান্ত্বনা করিলে ভাল হয়, পাছে অতিরিক্ত মনোদুঃখে তাদৃশ ব্যক্তি কবলিত হয়। এ কারণ বিনতি করি, তোমরা তাহার প্রতি প্রেম স্থির কর।" আপনি করিন্থীয়দের মধ্যে এই উদাহরণটি দেখতে পারবেন যে একজন অনুতাপহীন ভাইকে সহভাগিতার বাইরে করে দেওয়া, এবং অনুতাপের দরুন তাকে ফিরিয়ে নেওয়া, যীশু মথি ১৮, ১৮ থেকে ২০ পদে যে সত্যটি বলেছিলেন তা চিত্রিত করে: "আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, তোমরা পৃথিবীতে যাহা কিছু বদ্ধ করিবে, তাহা স্বর্গে বদ্ধ হইবে; এবং পৃথিবীতে যাহা কিছু মুক্ত করিবে, তাহা স্বর্গে মুক্ত হইবে। আবার আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, পৃথিবীতে তোমাদের দুই জন যাহা কিছু যাচ্ঞা করিবে, সেই বিষয়ে যদি একচিত্ত হয়, তবে আমার স্বর্গস্থ পিতা কর্তৃক তাহাদের জন্য তাহা করা যাইবে। কেননা যেখানে দুই কি তিন জন আমার নামে একত্র হয়, সেইখানে আমি তাহাদের মধ্যে আছি।" এখন যীশু এখানে প্রকাশ করেন যে যখন পৃথিবীতে তাঁর লোকেরা বিশ্বস্তভাবে এবং প্রার্থনা সহকারে সহ খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসীদের অনুশাসনকে কার্যকর করে, মথি ১৮ অধ্যায় এবং অন্যান্য জায়গায় তাঁর প্রকাশিত ইচ্ছা অনুসারে, এবং বাস্তবে, এটি তাঁর নিজস্ব ব্যক্তিগত কর্তৃত্ব যা পৃথিবীতে তাঁর বিশ্বস্ত মণ্ডলীর মাধ্যমে কার্যকর করা হয়। ২০ পদে উল্লিখিত তাঁর নামে একত্র হওয়া, কেবল যীশুর নামে প্রার্থনা বা সহভাগীতার জন্য একসাথে হওয়া বোঝায় না। না, মথি ১৮ অধ্যায়ের এই প্রেক্ষাপটে, এটি যীশু খ্রীষ্টের কর্তৃত্বে একত্র হওয়াকে বোঝায় এবং মাণ্ডলীক অনুশাসনের বিষয়ে তাঁর নামে কাজ করাকে বোঝায়। এই অনুশাসন সংক্রান্ত বিষয়ে যীশুর নিজের উপস্থিতির প্রকাশ তাঁর মণ্ডলীর জন্য এই কাজের প্রতি গুরুত্ব স্পষ্টভাবে নিয়ে আসে। কারণ, যদি আমরা, তাঁর লোক হিসাবে, বিপথগামী এবং অনুতাপহীন পাপীদের সাথে সেইসাথে, অবশ্যই, অনুতপ্ত এবং ফিরে আসা পাপীদের সাথে, তাঁর প্রকাশিত ইচ্ছা অনুসারে আচরণ করি, আমরা সত্যিই যীশু খ্রীষ্টকে এই পৃথিবীতে রাজা এবং শাসক হিসাবে প্রতিনিধিত্ব করি।

এখন, এটা কতই না এক গম্ভীর সত্য। যখন একজন অনুতাপহীন ভাই, বাইবেলের ভিত্তিতে, সহভাগিতা থেকে বাদ পড়েন, তখন এই ক্রিয়াটি হল ঈশ্বরের নিজের সহভাগিতা থেকে এই ধরনের একজন পাপীকে বাদ দেওয়ার প্রকাশ। কিন্তু বিপরীতটাও সত্য। যখন সেই মণ্ডলী অনুতপ্ত ভাইকে বহিষ্কারকারী বাক্য থেকে মুক্তি দেয়, আবার, ঈশ্বরের বাক্য অনুসারে, তখন এটি আবার পাপীকে ঈশ্বরের নিজের মুক্তির প্রকাশ করে। যে ব্যক্তি আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়, এবং মণ্ডলীর সামনে আন্তরিকভাবে তার পাপ স্বীকার করে তার অন্ততপক্ষে সন্দেহ করা

উচিত নয় যে তিনি নিশ্চিতভাবে ঈশ্বরের কাছ থেকে দয়া প্রাপ্ত হয়েছেন। কারণ যীশু খ্রীষ্ট যোহন ২০ অধ্যায়, ২৩ পদে তাঁর প্রেরিতদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, "তোমরা যাহাদের পাপ মোচন করিবে, তাহাদের মোচিত হইল" – মোচন করা মানে ক্ষমা করা - "যাহাদের পাপ রাখিবে, তাহাদের রাখা হইল।" একটি বিকম্পিত বিবেকের কাছেও কী এক মধুর সান্ত্বনা এর মাধ্যমে জানানো হয়। এই ধরনের ভয়কারী আত্মা, মণ্ডলীর আধিকারিক বাক্য দ্বারা, নিশ্চিত হতে পারে যে তারা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে অপরাধবোধ থেকে মুক্তি পেয়েছে, কারণ তারা মণ্ডলীর দেহের সাথে মিলিত হয়েছে। জন ক্যাল্ভিন, যোহন ২০ অধ্যায়, ২৩ পদে তার মন্তব্যকে সমাপ্ত করেছেন – তিনি লিখছেন, "কারণ যীশু এটিকে স্বর্গীয় অনুগ্রহের একটি অঙ্গীকার হিসাবে নিযুক্ত করেছেন। এতে ভণ্ডদের কোন উল্লেখ নেই যারা পুনর্মিলনের সঠিক ব্যবহারকে বিকৃত করে। কিন্তু এটি ধার্মিক একটি সাধারণ আত্মবিশ্বাস জাগ্রত করার উদ্দেশ্যে, কারণ তারা মণ্ডলীর কাছ থেকে ক্ষমা পাওয়ার সাথে সাথে তারা শুনতে পায় যে তাদের পাপ ঈশ্বর এবং স্বর্গদূতদের সামনে মুছে ফেলা হয়েছে" – ক্যাল্ভিনের বক্তব্য অনুযায়ী। এই শিক্ষা, অথবা অপরাধকারী ভাই বা বোনের প্রতি এই অনুযোগ, এবং তাদেরকে ক্ষমা করার আদেশ নিঃসন্দেহে পিতরের প্রশ্নকে জাগিয়ে তুলেছিল, যখন পিতর বলছেন, "প্রভু, আমার ভ্রাতা আমার নিকটে কত বার অপরাধ করিলে আমি তাহাকে ক্ষমা করিব? কি সাত বার পর্য্যন্ত?" এখন পিতরকে, সম্ভবত, যীশুর দেওয়া লুক ১৭ অধ্যায়, ১ থেকে ৫ পদে নির্দেশাবলীগুলি মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছিলো, যা আমরা বিগত অধিবেশনে দেখেছি। এবং ভাই পিতর ভেবেছিলেন হয়েছিলেন, মথি ১৮ অধ্যায়, ২১ পদে, হয়তো সপ্তম বারের পরে, যীশু তাদের ক্ষমার প্রয়োজনীয়তা থেকে মুক্তি দেবেন। এবং খুবই নম্রভাবে, প্রভু যীশু তাঁর শিষ্যদের নির্দেশ দেন যে সপ্তম বারটি উচ্চ সীমা ছিল না – উচ্চ সীমা হচ্ছে সীমাহীন। "যীশু তাঁহাকে কহিলেন, তোমাকে বলিতেছি না, সাত বার পর্য্যন্ত, কিন্তু সত্তর গুণ সাত বার পর্য্যন্ত।" তারপর মথি ১৮ অধ্যায় যে দৃষ্টান্তটি রয়েছে, এই অধ্যায়ের অন্তিম বিভাগে, যীশুর বাক্য সবচেয়ে নাড়িয়ে দেওয়া দৃষ্টান্তগুলির মধ্যে একটি। ক্ষমাহীন দাসের উদাহরণ দিয়ে, যীশু গুরুত্বপূর্ণ সেই নীতিকে শক্তিশালী করেন। তিনি চান তাঁর সমস্ত অনুসরণকারীরা ক্ষমাশীল হোক এবং ক্ষমাশীল থাকুক। মথি ১৮ অধ্যায়, ২৩ থেকে ৩৫ পদে, এই দৃষ্টান্ত থেকে আমাদের যে প্রধান বিষয়গুলি গ্রহণ করতে হবে, সেগুলি নিম্নরূপ।

প্রথমত, যখন আপনি এটি পড়বেন, রাজা ঈশ্বরের প্রতিনিধিত্ব করেন। তিনিই হলেন সেই সার্বভৌম পিতা যাঁর কাছে আমরা সকলেই অসম্ভব ভাবে ঋণী। এই দৃষ্টান্তের দাস আমাদের পাপীদের প্রতিনিধিত্ব করে, যে স্পষ্টভাবে ঈশ্বরের উপহার এবং সেই কাজ গুলির যা তার দেখভালকারী হিসাবে আমাদের কাছেও রয়েছে তার অপব্যবহার করেছে। এখন দৃষ্টান্তে ঋণটিকে বিশাল হিসাবে উপস্থাপন করা হয়েছে - দশ হাজার তালন্ত, যা আজকের জগতে বহু লক্ষ্য টাকা হবে। অর্থের অঙ্কটি আমাদের ঈশ্বরের কাছে পাপের অসীম ঋণকে চিত্রিত করে এবং স্পষ্টতই তা পরিশোধ করতে সম্পূর্ণ অক্ষম। এবং তারপরে, দৃষ্টান্তে, রাজার করুণাময় কাজটি তার বিরুদ্ধে আমাদের সমস্ত পাপের জন্য ঈশ্বরের করুণাময় ক্ষমাকে চিত্রিত করে। তার ক্ষমা সম্পূর্ণ। এটি আমাদের জন্য একেবারে বিনামূল্যে, কিন্তু আমরা জানি, অবশ্যই, যে ঈশ্বর ক্ষমার জন্য অসীম মূল্য বহন করেছেন, কারণ ঈশ্বরের ক্ষমা করার উপায় তাঁর পুত্রকে দোষারোপ করা, যখন তিনি জীবন ও মৃত্যুতে আমাদের পাপের বিকল্প হিসাবে স্থানটি গ্রহণ করেছিলেন। এবং তারপরে, এই ক্ষমাপ্রাপ্ত দাসের তার একজন ঋণীকে একশ সিকি ক্ষুদ্র ঋণ ক্ষমা করতে অনিচ্ছা ঈশ্বর যা করেছিলেন তার সম্পূর্ণ বিপরীতটিকে দেখায়। আমাদের ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপের জন্য আজীবনের জন্য ক্ষমা করা হয়েছে। ঈশ্বর আমাদের একে অপরের প্রতি করা অন্যদের সামান্য পাপের কাজগুলিকে ক্ষমা করার জন্য আহ্বান করেন, এবং তাদের মধ্যে কিছু আসলেই বড় কাজ। যীশু ক্ষমাহীন দাসকে "দুষ্ট" বলেছেন এবং তিনি তাকে কারাগারে পৌঁছে দিয়েছেন। এখন এর সাথে, যীশু সম্পূর্ণরূপে সেই মনোভাবের নিন্দা করেন, যেখানে আমরা একজন অপরাধকারী ভাই বা বোনকে ক্ষমা করতে ইচ্ছুক হই না। পরিত্রাণপ্রাপ্ত লোকেরা উভয়ই ক্ষমাশীল, এবং তাদের ক্ষমা করা হয়,

এবং সেইজন্য, সহপাপীকে ক্ষমা করতে অনিচ্ছা সত্যিই পরিত্রাণপ্রাপ্ত হওয়ার যে কোনও দাবিকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। সুতরাং, এই অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক দৃষ্টান্তের মাধ্যমে, প্রভু সহবিশ্বাসীদের ক্ষমা করার জন্য আমাদের উচ্চ আহ্বানকে নিয়ে আসেন, এমনকি যারা বারবার পাপে পতিত হয়েছে তাদের ক্ষেত্রেও।

সুতরাং উপসংহারে, আসুন আমরা একে অপরের প্রতি মণ্ডলীর অনুশাসনকে শিখি এবং অনুশীলন করি। আসুন এটিকে রোগীদের দেওয়া ওষুধ হিসাবে দেখি। যে ওষুধ সাধারণত মিষ্টি হয় না; এটি অত্যন্ত তিক্ত স্বাদের হতে পারে, কিন্তু আমরা রোগীকে এটি দিই, যদিও এটি তিক্ত। এবং তাই, মণ্ডলীর অনুশাসন, এটি তিক্ত লাগতে পারে, এটি কঠোর মনে হতে পারে, এবং সেইজন্য, আমরা পালকগুলিকে নাড়া না দেওয়ার বা মণ্ডলীর সহ ভাই বা বোনের অনুভূতিতে বিরক্ত না করার প্রলোভন অনুভব করতে পারি। এমন মনোভাবের মধ্যে পড়া আমাদের থেকে দূরে থাকুক। এটি এলিয়র মনোভাব ছিল, যেমনটি আমরা ১ শমুয়েলে উল্লেখ করেছি। তার ছেলেদের প্রতি তার তিরস্কার একটি নরম স্পর্শ দিয়ে চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু কঠিন প্রেমের সিদ্ধান্তমূলক পদক্ষেপের সাথে তা অনুসরণ করা হয়নি। আমাদের এটি ১ শমুয়েলে ২ অধ্যায়, ২৩ এবং ২৪ পদে পড়তে হবে, যখন ঈশ্বর বলেছেন, "তখন তিনি" – এলিয় – "তাহাদিগকে বলিলেন" – তার দুই পুত্রকে – "তোমরা কেন এমন ব্যবহার করিতেছ? আমি এই সমস্ত লোকের নিকটে তোমাদের মন্দ আচরণের কথা শুনিতেছি। হে আমার পুত্রগণ, না না, আমি যে জনরব শুনিতে পাইতেছি, তাহা ভাল নয়; তোমরা সদাপ্রভুর প্রজাদিগকে আজ্ঞালঙ্ঘন করাইতেছ।" এখন, পরে, ঈশ্বরের একজন লোক এসে এলিয়র সাথে কথা বলেছিল এবং সে তাকে গুরুতর অবহেলার জন্য অভিযুক্ত করেছিল। এবং তিনি এই কথা বললেন: "অতএব আমি [আপন] নিবাসে যাহা উৎসর্গ করিতে আজ্ঞা করিয়াছি, আমার সেই বলি ও নৈবেদ্যের উপরে তোমরা কেন পদাঘাত করিতেছ? এই আশয়ে তুমি কেন আমা অপেক্ষা আপন পুত্রদিগকে অধিক গৌরবান্বিত করিতেছ?" (পদ ২৯)। এবং অবশেষে, প্রভু এলিয়র বাড়ির উপর যে বিচার আনবেন সেই বিষয়ে শমুয়েলের সাথে কথা বলেছিলেন, এবং এই বিচারটি যারা শুনবে তাদের কানে তীব্র যন্ত্রণা বোধ হবে। আর কেন? এলিয়র কি অপরাধ ছিল? আবার, আসুন আমরা ১ শমুয়েল ৩ অধ্যায়, ১৩ পদে ঈশ্বরের নিজের কথাগুলি শুনি, যেখানে ঈশ্বর বলেছেন, "বস্তুতঃ আমি তাহাকে বলিয়াছি, সে যে অপরাধ জানে, সেই অপরাধের জন্য আমি যুগানুক্রমে তাহার কুলকে দণ্ড দিব; কেননা তাহার পুত্রেরা আপনাদিগকে শাপগ্রস্ত করিতেছে, তথাপি সে তাহাদিগকে নিবৃত্ত করে নাই।" তাই একসাথে, খ্রীষ্টিয় হিসাবে, আমাদের সতর্কতা হিসাবে ঈশ্বর এলিয়র বাড়ির উপর নিয়ে আসা কঠিন বিচারের প্রতি মনোযোগ দিতে হবে। এলিয় একজন পিতা এবং একজন যাজক হিসাবে তার কর্তৃত্ব ব্যবহার করতে অবহেলা করেছিলেন এবং এর ফলে তিনি ইস্রায়েল জাতির উপর বিরাট ধ্বংস এনেছিলেন। তাই তখন যা সত্য ছিল আজ তা সত্য হবে। আসুন আমরা ঈশ্বরের নিজের বাক্যে বাঁচি: "কেননা যাহারা আমাকে গৌরবান্বিত করে, তাহাদিগকে আমি গৌরবান্বিত করিব; কিন্তু যাহারা আমাকে তুচ্ছ করে, তাহারা তুচ্ছীকৃত হইবে" (১ শমুয়েলে ২:৩০)। সুতরাং, ঈশ্বর আমাদের সকলকে স্বাস্থ্যকর মণ্ডলী হতে আশীর্বাদ করুন, এবং একটি স্বাস্থ্যকর মণ্ডলী হল একটি মণ্ডলী যেখানে, তাঁর বাক্যের বিশ্বস্ত প্রচার এবং শিক্ষার পাশাপাশি, আমরা মণ্ডলীর অনুশাসনের বিশ্বস্ত উপায়গুলিও ব্যবহার করি, এবং তারপরে, যীশু খ্রীষ্টের আত্মায়, ঈশ্বরের মহিমার জন্য এবং আমাদের সহভাগিতার প্রতিটি সদস্যকে গড়ে তোলার জন্য কাজ করি।

সুতরাং, এটি মথি ১৮ অধ্যায়ে যীশুর শিক্ষার ওপর আমাদের পর্যালোচনা সম্পূর্ণ করে। আমাদের পরবর্তী অধ্যয়নটি হবে আমাদের খ্রীষ্টিয় স্বাধীনতার ক্ষেত্রে প্রায়ই উঠে আসা বিরোধের বিষয়ে যীশুর শিক্ষার উপর। এবং আমরা বিশেষ করে রোমীয় ১৪ অধ্যায়, এবং রোমীয় ১৫ অধ্যায়ের প্রাথমিক পদগুলিকে দেখবো।

ধন্যবাদ, এবং ঈশ্বর তাঁর মহিমা এবং আমাদের লাভের জন্য তাঁর বাক্যকে আশীর্বাদ করুন।

দ্বন্দ্বের সমাধান এবং মণ্ডলীর মধ্যে প্রেমের বিধান

রেভ. এ. টি. ভারগুস্ট

মডিউল ২ ~ বক্তৃতা ১

ভূমিকা

প্রিয় বন্ধুরা, স্বাধীনতার ব্যাপারে প্রেমের বিধানের বিষয়ে আমাদের পরিচয়মূলক অধ্যয়নে আন্তরিক স্বাগত জানাই। এটি রোমীয় ১৪ অধ্যায়, পদ ১ থেকে ১৫ অধ্যায়, ৭ পদের উপর ভিত্তি করে হবে। আমি যীশু খ্রীষ্টের আত্মিক রাজ্যের অন্তর্গত প্রত্যেকের কাছে নিজেকে সম্বোধন করছি। অন্য কথায়, ঈশ্বরের অনুগ্রহে, যারা নূতনজন্মপ্রাপ্ত বিশ্বাসী তাদের প্রতি। আপনি, ঈশ্বরের অনুগ্রহে, অন্ধকারের শক্তি থেকে উদ্ধার পেয়েছিলেন, অপরাধ ও পাপে মৃত হওয়া থেকে জীবিত হয়েছিলেন এবং বিশ্বাসের মাধ্যমে যীশু খ্রীষ্টের সাথে একত্রিত হয়েছিলেন। এইভাবে, আপনি ঈশ্বরের পুত্র প্রভু যীশু খ্রীষ্টের রাজ্যের অংশ হয়ে গেছেন, এবং এর কোনটিই আমাদের কাজ বা যোগ্যতার উপর ভিত্তি করে ছিল না, কিন্তু পৌল যেমন ইফিষীয় ২:১০ এ উল্লেখ করেছেন, "কারণ আমরা তাঁহারই রচনা" - তাঁহারই রচনা – "খ্রীষ্ট যীশুতে বিবিধ সৎক্রিয়ার নিমিত্ত সৃষ্ট; সেগুলি ঈশ্বর পূর্ব্বে প্রস্তুত করিয়াছিলেন, যেন আমরা সেই পথে চলি।" এই ভাল কাজের একটি অংশ হল ঈশ্বরের সমস্ত আত্মিক পরিবারের সাথে বসবাস করা। আপনার সহ সাধুদের অনেকের সাথেই আপনার এই পৃথিবীতে কখনও দেখা হবে না, তবে আমরা আমাদের স্থানীয় মণ্ডলীর পরিবারে সহবিশ্বাসীদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে বসবাস করব। তাদের সাথে, আমাদের নিজেদেরকে খুশি করার জন্য নয়, বরং একে অপরের সেবা করার জন্য মিলেমিশে বসবাস করার জন্য আমাদেরকে আহ্বান করা হয়েছে। রোমীয় ১৫ পদের শেষের পদ গুলিতে আমরা যে বিভাগটি দেখছি সেখানে পৌল ঈশ্বরের ইচ্ছার কথা বলেছেন: "যেন তোমরা একচিত্তে এক মুখে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ঈশ্বরের ও পিতার গৌরব কর। অতএব যেমন খ্রীষ্ট তোমাদিগকে গ্রহণ করিলেন" – এবং গ্রহণ করছেন - "তেমনি ঈশ্বরের গৌরবের জন্য তোমরা এক জন অন্যকে গ্রহণ কর।" এখন আমি স্বীকার করছি, এটি একটি বিশাল কর্তব্য। এটি আমাদের দুর্বল হৃদয় এবং দুর্বল হাঁটুর জন্য অনেক বড়, বিশেষ করে যখন আমরা সমস্যাদায়ক লোকেদের সাথে বাস করি, বা আরও খারাপ, যখন আমরা আমাদের অন্তর্নিহিত পাপের বোঝার সাথে নিজেরা সংগ্রাম করি। প্রভুর প্রার্থনায় যীশু আমাদের যা শিখিয়েছিলেন তা প্রতিদিন প্রার্থনা করার কতটা প্রয়োজন রয়েছে: "হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতঃ তোমার নাম পবিত্র বলিয়া মান্য হউক, তোমার রাজ্য আইসুক, তোমার ইচ্ছা সিদ্ধ হউক, যেমন স্বর্গে তেমনি পৃথিবীতেও হউক" (মথি ৬:৯-১০)। হাইডেলবার্গ ক্যাটিসিজম (প্রশ্নোত্তরমালা) এই আবেদনগুলিকে এই শব্দগুলিতে উজ্জ্বলভাবে ব্যাখ্যা করে: "আমাদের আপনাকে (ঈশ্বর) জানার, পবিত্র বলে মান্য করার এবং মহিমান্বিত করার অনুমতি দিন। আপনার বাক্য ও আত্মা দ্বারা আমাদের শাসন করুন, যাতে আমরা আরও বেশি করে আপনার কাছে আত্মসমর্পণ করতে পারি; এবং আপনার মণ্ডলী সংরক্ষণ এবং বৃদ্ধি করতে পারি। মঞ্জুর করুন যেন আমরা এবং সমস্ত মানুষ আমাদের নিজস্ব ইচ্ছা ত্যাগ করতে পারি, এবং বচসা না করে আপনার ইচ্ছাকে মেনে চলতে পারি, যা কেবল ভাল; যাতে প্রতিটি ব্যক্তি তার অবস্থান এবং আহ্বান অনুযায়ী কর্তব্য পালন করতে পারে, যেমন স্বর্গে স্বর্গদূতেরা বিশ্বাসের সাথে এবং স্বেচ্ছায় তা করে।" হাইডেলবার্গ ক্যাটিসিজম (প্রশ্নোত্তরমালা)।

এখন কীভাবে একটি মণ্ডলীর পরিবারে এমন একটি ঈশ্বর-গৌরবময় এবং সমঞ্জস্যপুর্ন জীবন বজায় রাখা যায় এবং কীভাবে অর্জন করা যায় তা এই বক্তৃতা ক্রমের বিষয়। আমাদের প্রধান কেন্দ্রবিন্দু রোমীয় ১৪ এবং ১৫-এর শাস্ত্রাংশের উপর থাকবে। একটি স্থানীয় মণ্ডলীর পরিবারে শান্তিতে এবং মিলেমিশে বসবাস করা এবং বচসা না করে ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করা বাস্তবে একটি সমস্যাজনক বিষয়। এবং এই কাজে আমরা কোন সমস্যাদায়ী বিষয়ের মুখোমুখি হই? সেরকম অনেক আছে।

প্রথমত, আমরা সাধারণভাবে জীবনের স্বাভাবিক চাপ এবং টানাপোড়েনের মুখোমুখি হই। আমাদের মানুষের শরীর এবং মন, এবং তারা ক্লান্ত হতে পারে। অসুস্থতা উল্লেখযোগ্য বোঝা যোগ করতে পারে, সেইসাথে অর্থনৈতিক বা সামাজিক অভাব। এখন এই মিশ্রণে আমাদের চারপাশে বিদ্যমান যেকোনো সামাজিক উত্তেজনাকে যোগ করুন। এখন এই বাস্তবতাগুলি সহজেই আমাদের মিলেমিশে থাকা এবং শান্তিতে বিরোধ এবং ফাটল সৃষ্টি করতে পারে।

দ্বিতীয় সমস্যাজনক বিষয় হলো, যদিও আমরা ঈশ্বরের অনুগ্রহে, ঈশ্বরের পরিত্রাণমূলক অনুগ্রহের অংশীদার, আমরা এখনও আমাদের অন্তর্নিহিত পাপের অবশিষ্টাংশের সাথে লড়াই করছি। ঈশ্বরের সেরা সাধুরা এখনও তাদের বিশ্বাসে দুর্বলতা এবং অসুস্থতা অনুভব করে। তাই আমাদের নিজেকে মনে করিয়ে দেওয়া ভাল যে পৃথিবীতে একটি বাইবেলভিত্তিক মণ্ডলী কখনই নিখুঁত লোকদের একটি প্রদর্শনী নয়। পরিবর্তে, আসুন আমরা আমাদের মণ্ডলীকে সুস্থ হতে থাকা পাপীদের হাসপাতাল হিসাবে বিবেচনা করি, যারা সুস্থ হয়ে ওঠার এই যাত্রায় একে অপরকে সহায়তা করবে।

এখন একটি তৃতীয় সমস্যাজনক বিষয় হলো, ঈশ্বরের সাধুদের মধ্যে, আমাদের বিভিন্ন ধরনের চরিত্র রয়েছে। যেমন একটি সাধারণ পরিবারে, তেমনি একটি আত্মিক পরিবারে, ভিন্ন ব্যক্তিত্বের দিকগুলি বিরোধ এবং অসামঞ্জস্যের সৃষ্টি করতে পারে। এখন প্রত্যেক বাবা এবং মা জানেন কিভাবে অল্পবয়সী এবং আবেগপ্রবণ বা একগুঁয়ে শিশুরা দ্রুত শান্তিকে বিপর্যস্ত করতে পারে এবং এমনকি আমাদের মধ্যে যারা পরিপক্ক তাদেরও পাপ কাজ করিয়ে দিতে পারে। এখন এর সাথে যোগ করুন আমাদের প্রাকৃতিক গঠন বা আমাদের স্বভাবের পার্থক্যগুলি। ভাই ও বোনেরা, অনুগ্রহ পাপীদের পবিত্র করে তোলে, কিন্তু এটি আমাদের ব্যক্তিত্বকে পরিবর্তন করে না। কঠিন সত্য হল যে সমস্ত বিশ্বাসীদের সাথে একসাথে থাকা সহজ নয়। কিছু সাধুরা আরও সংকোচী, আবার কিছু সাধুরা প্রচারের প্রতি আগ্রহী। কিছু মানুষের চরিত্রে আত্মবিশ্বাসী বা উচ্চাকাঙ্ক্ষী প্রবণতা থাকে, এবং আরও অনেকেই নেতৃত্ব দেওয়ার চেয়ে নির্দেশ অনুসরণ করতে পছন্দ করেন। সুতরাং আমাদের সৃষ্টিকর্তার নকশা এবং উদ্দেশ্যের এই অনন্যতা, আমরা বাতিল করতে পারি না। আমরা একে অপরের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার পরিবর্তে একে অপরের পরিপূরক হওয়া দরকার। এবং তবুও পাপের কারণে, এই পার্থক্যগুলি সহজেই অসামঞ্জস্যের কারণ হয়ে উঠতে পারে, বিশেষ করে যখন কেউ প্রভুত্ব করতে শুরু করে, বা তার চেয়েও খারাপ, তার ক্ষমতা বা কর্তৃত্বের অপব্যবহার করে।

একটি চতুর্থ সমস্যাজনক বিষয় হলো আত্মিক যাত্রা যা আমরা প্রত্যেকে পরিত্রাণ পাওয়ার আগে করেছি। কিছু পরিত্রাণপ্রাপ্ত ব্যক্তি তাদের পিছনে একটি গভীর উদ্বেগজনক জীবনের ইতিহাস নিয়ে রাজ্যে এসেছে। এমন অনেকে আছে যারা গভীর মানসিক আঘাতের অভিজ্ঞতা করেছে। অন্যরা অবহেলা বা অপব্যবহারের কারণে অনেক মানসিক বোঝা নিয়ে আসে। তারপরে এমন কিছু লোক রয়েছে যারা তাদের পরিবারে ছোট রাজা বা রাণীদের মতো বেড়ে উঠেছে এবং তাদের জন্য সেবা করা বা শেষ বা সর্বনিম্ন হওয়া খুব কঠিন হতে পারে। ফলস্বরূপ, আমরা বিশ্বাসীদের মধ্যে সম্পর্কের মধ্যে উত্তেজনা তৈরি হতে দেখি। তারপরে সেই সহভাগিতায় এমন কিছু ব্যক্তিরা আছেন যারা পাপ-প্রবৃত্তিমূলক বা বিদ্রোহী জীবনযাপন করেছেন। যদিও সবাই অনুগ্রহের দ্বারা পরিত্রাণ পেয়েছে, এবং সকলেই তাদের পাপ থেকে মুখ ফিরিয়েছে, জীবনের প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গি তাদের থেকে অনেক আলাদা হতে পারে যারা সবসময় একটি পরিপাটি, কঠোর এবং ধর্মপ্রাণ ধার্মিক জীবন যাপন করেছে। একজনের পক্ষে অন্যকে বিচার করা, বা

অন্যকে অবজ্ঞা করা কতটা সহজ। সম্ভবত সহসাধুরা, যারা শাস্ত্রে অনির্ধারিত বিষয়গুলিতে বিভিন্ন অনুমতি দিতে পারে, আমরা হয় তাদের বিচার করি বা আমরা তাদের নিচু করে দেখি।

তাই এটি আমাদের পঞ্চম সমস্যাজনক বিষয়ে নিয়ে আসে যা অনৈক্যকে সহজতর করতে পারে। এই বিষয়টি হলো সুসমাচারের পূর্ণতা উপলব্ধি করার ক্ষেত্রে, আত্মিক পরিপক্কতার পার্থক্য। সেই প্রেরিতজন রোমীয় ১৪ এবং ১৫ অধ্যায়ে যে বিষয়টিকে নিয়ে মোকাবিলা করছেন, এটা সেরকমই। এখন কল্পনা করুন, উদাহরণস্বরূপ, প্রেরিত ১৬ অধ্যায়ে উল্লিখিত ফিলিপীয় কারারক্ষী। তার সমস্ত জীবন, তিনি অন্ধকারে এবং বর্বরতার কবলে একটি কঠিন জীবনযাপন করেছেন। তারপর আমরা জানি ঈশ্বর সার্বভৌমভাবে তাকে পরিত্রাণ দিয়েছিলেন, এবং তিনি খ্রীষ্টে তার একেবারে নতুন জীবন শুরু করেছিলেন। আমি নিশ্চিত যে লোকটি উদ্যোগে পূর্ণ ছিল, পাপের বোঝা থেকে মুক্ত ছিল এবং পবিত্র আত্মার আনন্দে পূর্ণ ছিল। এবং যদিও তিনি তার প্রাক্তন বন্ধুদের কাছ থেকে প্রত্যাখ্যান এবং বিরোধিতা অনুভব করেছিলেন, তবে তিনি পিতরের ১ পিতর ১:৭ এবং ৮ পদে বর্ণিত তাদের মতো হতে পারেন – "তথাপি তাঁহাতে বিশ্বাস করিয়া অনির্ব্বচনীয় ও গৌরবযুক্ত আনন্দে উল্লাস করিতেছ, এবং তোমাদের বিশ্বাসের পরিণাম অর্থাৎ আত্মার পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইতেছ।" এবং তিনি তাতে পরিপূর্ণ ছিল।

এবং এখন কল্পনা করুন, তার পাশের বাড়িতে একটি কঠোর ইহুদি পরিবার বাস করত। তাদের সমস্ত জীবন, তারা মোশির বিধান এবং রাব্বিনিক ঐতিহ্য অনুসারে জীবনযাপন করেছে। তারা তাদের বিধর্মী প্রতিবেশীদের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ এড়িয়ে চলত। প্রতি বিশ্রামবারে তারা সমাজগৃহে যেত। প্রতিদিন, তারা তাদের ইহুদি শিক্ষক এবং পূর্বপুরুষদের দ্বারা শেখানো সেই মত খেত এবং পোশাক পরত। কিন্তু এখন, সুসমাচার প্রচারের মাধ্যমে তারাও যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাসী হয়েছে। সম্প্রতি, তারা ফিলিপিয়র স্থানীয় মণ্ডলী পরিবারে যোগদান করেছে, যার মধ্যে সেই কারারক্ষীও একজন সদস্য। এবং যদিও এই ইহুদি জনগণের এখন পরিত্রাণের জন্য ভরসা যীশু খ্রীষ্টের উপর, এখন তারা যে অভ্যাসগুলি আগে করত তা ছেড়ে দেওয়া তাদের কাছে কঠিন মনে হচ্ছে, এই ভেবে যে তারা সেগুলির সাথে ঈশ্বরকে খুশি করছিলো। তাদের বিবেক এখনও তাদের পূর্ববর্তী বছরের অনেক ধর্মীয় অনুশীলন দ্বারা আবদ্ধ। তাদের জন্য, উদাহরণস্বরূপ, বিশ্রাম বারের সভাগুলি বাদ দেওয়া এখনও ভুল বোধ হয়। অথবা নিস্তারপর্বের সেই বাৎসরিক নিয়ম বন্ধ করা একটি পাপপূর্ণ অবহেলার মতো অনুভূত হয়েছিল। তাদের জন্য সেই কারারক্ষী এবং তার পরিবারের মতো অন্যান্য বিশ্বাসীদের সাথে মিশতে এখনও কঠিন মনে হয়, কারণ তাদের সমস্ত জীবন তাদের সেই লোকদের সাথে মেলামেশা না করতে শেখানো হয়েছিল। সুতরাং আপনি দেখতে পাচ্ছেন, ইহুদি পরিবার মনে করেছিল যে খ্রীষ্টে তাদের ভাই ও বোনেরা অনেকরকম কাজ করেছে যা ঈশ্বরের আইনের লঙ্ঘন। এখন, সত্যিকারের খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসীদের এই ভিন্ন মানসিকতা কীভাবে মণ্ডলীর স্থানীয় দেহের মধ্যে অসামঞ্জস্যের দিকে নিয়ে যেতে পারে তা দেখা কি সহজ নয়।

সম্ভবত এই উত্তেজনার আরেকটি উদাহরণ আসলে যীশু এবং তাঁর নিজের প্রাথমিক শিষ্যদের মধ্যে অনুভূত হয়েছিল। নিঃসন্দেহে, শিষ্যরা তাদের প্রভুকে বিভিন্ন কর্মে দেখে অস্বস্তি অনুভব করেছিল। আমরা জানি যে যীশু প্রায়শই এরকম কাজ করতেন বা কথা বলতেন যা তাদের বেড়ে ওঠা বা তারা যাতে অভ্যস্ত ছিল তার চেয়ে আলাদা। যীশু সেই রব্বিদের মতো ছিলেন না যারা তাদের সমস্ত বছর সমাজগৃহে শিক্ষা দিয়েছিলেন এবং যারা গ্রামের রাস্তায় হাঁটতেন বা সেখান দিয়ে যেতেন। আপনি জানেন, তাদের প্রভু এমন ছিলেন না। তাদের প্রভু যীশু অসুস্থদের সুস্থ করেছিলেন। বিশ্রামবারে তিনি ফরীশীর বাড়িতে খেতে গেছিলেন। তিনি বিশ্রামবারে দীর্ঘ রাস্তা হাঁটতে বেরিয়েছিলেন, এমনকি ভুট্টার সিস ছিঁড়ে হাতের মধ্যে ঘষতেন, এবং তা খেতেন, এবং রব্বিদের মতো তা অস্বীকার করেননি। তিনি খাবারের আগে তাদের হাত ধোয়ার জন্য জোর দেননি। এমনকি তিনি একজন অশুচি ও অস্পৃশ্য কুষ্ঠরোগীকে স্পর্শ করেছিলেন। শমরিয় মহিলার সাথে তার কথোপকথন, যেমন যোহন ৪ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে, আক্ষরিক অর্থেই

তাদের হতবাক করেছিল। কোন রব্বি কখনোই জনসমক্ষে একজন মহিলার সাথে কথা বলবেন না এবং অবশ্যই সেই চরিত্রের একজন শমরিয়র সাথে তো নয়ই। এখন লূকে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে যে তিনি করগ্রাহী ও বেশ্যাদের সাথে খেতেন। একটি খাবারের সময়, তিনি নিজেকে একটি মহিলার দ্বারা স্পর্শ করতে অনুমতি দিয়েছিলেন, যে মহিলাটি সমস্ত সামাজিক নিয়ম ভেঙে তার চুল খুলে যীশুর পা ধুয়ে দিয়েছিল; সেই মহিলার খারাপ খ্যাতি ছিল। তাই যীশুর সদয় এবং দৃঢ় কর্মগুলি, যেমন আপনি জানেন, ভণ্ড ফারীসীদের রাগ ধরিয়েছিল। তারা তাকে অযোগ্য বলে চিহ্নিত করেছিল, তবে বেশিরভাগ সম্ভবত, এটি তার নিজস্ব শিষ্যদের মধ্যেও বাস্তব অস্বস্তি সৃষ্টি করেছিল। এমন মুহূর্ত এসেছিলো যখন তারা অনুভব করেছিল যে যীশু খুব বাড়াবাড়ি করছিলেন, অথবা তাঁর কাজগুলো একটু বেশিই হয়ে গিয়েছিল। পিতরের প্রতিক্রিয়া, এমনকি পঞ্চাশত্তমীর পরেও, এই ধারণাকে সমর্থন করে যে যীশুর শিষ্যরা সম্ভবত যীশু যে স্বাধীনতা নিয়েছিলেন তা নিতে কঠিন বোধ করেছিল। যখন একটি দর্শন দিয়ে ঈশ্বর পিতরকে কিছু খুবই, খুবই অ-ইহুদি জনক কাজ করার নির্দেশ দেন, আপনি জানেন, এটি পিতরের জন্য খুব বেশী হয়ে গিয়েছিল। ঈশ্বর তাকে যেতে এবং খেতে বলেছিলেন, এবং পিতরের প্রতিক্রিয়া ছিল তাৎক্ষণিক এবং তীব্র, "প্রভু, এমন না হউক; আমি কখনও কোন অপবিত্র কিম্বা অশুচি দ্রব্য ভোজন করি নাই।" (প্রেরিত ১০:১৪)। এটি করা হয়তো পিতরের যীশুতে বিশ্বাসী থাকার সময় তার বিবেকের প্রতিটি সুতো ছিঁড়ে গিয়েছিলো। তবুও প্রভু তাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে এটি আর কোনো বিবেকের ব্যাপার ছিল না।

এখন আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন যে এই বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি কীভাবে আপনার মণ্ডলীর পরিবারে একটি প্রকৃত উত্তেজনা সৃষ্টি করতে পারে? আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন যে জীবন ও বিশ্বাসের সকল বিষয়ে একমত না হলে একটি খোলামেলা এবং প্রেমময় সহভাগিতা বজায় রাখা কতটা কঠিন হতে পারে? এখন, আনন্দের বিষয়, আমরা এই চাপ এবং টানাপোড়েন সমাধান করার জন্য একা নই, যা আমাদের মণ্ডলীর পরিবারের মধ্যে এত সাধারণ। তার মণ্ডলীর প্রভু এই বিষয়গুলো সমাধান করার জন্য অত্যন্ত স্পষ্ট এবং আসলে অত্যন্ত বিস্তৃত নির্দেশনা দিয়েছেন । এই নির্দেশনাগুলি প্রধানত রোমীয় ১৪ অধ্যায় পদ ১ থেকে ১৫ অধ্যায় পদ ৭ পর্যন্ত এবং ১ করিন্থীয় ১০ অধ্যায় পদ ২৩ থেকে ৩৩ পদে পাওয়া যায়। এবং এই খ্রীষ্টীয় স্বাধীনতা বিষয়ক ক্রমে, আমরা এই শাস্ত্রের প্রধান শিক্ষাগুলি অনুসন্ধান করব। সুতরাং পরবর্তী বক্তৃতাগুলিতে আমাদের লক্ষ্য তিনটি। প্রথমত, আসুন আমরা প্রভুর ইচ্ছা সম্পর্কে বিবেচনা করি যে তিনি কীভাবে তাঁর লোকেরা খ্রীষ্টীয় স্বাধীনতার ঐক্যপূর্ণতায় জীবনযাপন করবে তা চান। দ্বিতীয়ত, আসুন আমরা নির্ধারণ করি কী কী বিষয় আসলে খ্রীষ্টীয় স্বাধীনতার অন্তর্গত। এবং তৃতীয়ত, আসুন আমরা ব্যবহারিকভাবে ভাবি, কীভাবে আমরা একে অপরকে মৃদুশীলতা এবং প্রেমের আত্মায় বহন করতে পারি যদিও আমাদের খ্রীষ্টীয় স্বাধীনতার বিষয়ে ভিন্ন মত থাকতে পারে।

প্রথমত, তাঁর লোকেরা কীভাবে একতার সাথে জীবন যাপন করবে, সেই বিষয়ে ঈশ্বরের ইচ্ছা কী? এটি নিয়ে কোনো সন্দেহ থাকা উচিত নয় যে ঐক্যবদ্ধভাবে জীবন যাপন করা হলো ঈশ্বরের ইচ্ছা। ঐক্যবদ্ধভাবে জীবন যাপন করতে হলে অনেক প্রেমের প্রয়োজন, এবং এই প্রকৃত প্রেম কখনোই শিক্ষা, সংস্কৃতি, বা এমনকি আমাদের সর্বোত্তম উদ্দেশ্যের বিষয় নয়। প্রকৃত প্রেম, যেটি পৌল ১ করিন্থীয় ১৩:৪-৮-এ সংজ্ঞায়িত করেছেন, তা যীশু খ্রীষ্টের কাজ। কেবল তখনই যখন খ্রীষ্ট আমাদের মধ্যে সত্যি জীবন যাপন করেন, তাঁর আত্মার দ্বারা, তখনই আমরা সেই ধরনের প্রেম দেখতে পাব—একটি প্রেম যা দীর্ঘসহিষ্ণু, যা সদয়, যা ঈর্ষা করে না; প্রেম যা অহংকার বা নিজের গুণগান গায় না, বা কঠোরভাবে আচরণ করে না। বরং, একটি প্রেম যা প্রথমে অন্যদের কল্যাণ এবং শান্তি চায়। অথবা একটি প্রেম যা সহজেই উত্তেজিত বা বিরক্ত হয় না অন্যদের আচরণ বা পছন্দ দ্বারা। একটি প্রেম যা অন্যদের সম্পর্কে খারাপ চিন্তা করে না, যা তাদের সন্দেহ করে না, বা তাদের বিচার করে না। কিন্তু বরং, প্রেমে আমরা অন্যদের সহ্য করি, আমরা তাদের সম্পর্কে উত্তম চিন্তা করি, আমরা তাদের থেকে উত্তম আশা করি, এবং আমরা

একে অপরকে ভালোবাসাতে বিশ্বস্তভাবে সহ্য করি। খ্রীষ্টের দেহে এমন প্রেমের কাজ ঐক্য প্রচারের জন্য একটি বিশাল শক্তি। শয়তান এটা জানে। শয়তান জানে যে কাজের মধ্যে ভালোবাসা হলো ঈশ্বরের হাতে একটি শক্তিশালী অস্ত্র, এবং তাই এটি তার সর্বোত্তম স্বার্থে এটিকে বিরক্ত করার জন্য সে সবকিছু করবে। এবং একটি পদ্ধতি হলো, সে বিষয়গুলিকে অতিরিক্ত বড় করে তোলে। আপনি এটিকে বিকৃতি করার পদ্ধতি বলতে পারেন। বিকৃতি হল যখন আমরা যে বিষয়গুলো গৌণ, তাদের উপর বেশি গুরুত্ব দেই, অথবা যখন আমরা গৌণ বিষয়গুলোকে মুখ্য করে তুলি। এবং আমরা মুখ্য বিষয় বলতে কী বুঝি? মুখ্য বিষয়গুলি হল ঈশ্বরের ইচ্ছার স্পষ্ট প্রকাশ এবং নির্দেশাবলী যা আমাদের বিশ্বাস এবং জীবন সম্পর্কিত। মতবাদগুলি যেমন, বিশ্বাস দ্বারা ধার্মিকপ্রতিপন্ন হওয়া, পবিত্র আত্মা দ্বারা পুনর্জন্মলাভ, শাস্ত্রের প্রেরণা, মানব পুত্র—যীশু খ্রীষ্টের ঈশ্বরত্ব, পবিত্র আত্মার ঈশ্বরত্ব, দশ আজ্ঞা। এগুলো সব মুখ্য বিষয়ের উদাহরণ। খ্রীষ্টিয় হিসেবে, বন্ধুরা, আমাদের ঈশ্বরের এই সত্যগুলোতে একত্রিত হতে হবে যা কোনের প্রস্তর এবং স্তম্ভ। যদিও সংস্কৃতি এবং ভাষা ভিন্ন হতে পারে, খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসের প্রবন্ধগুলো স্বীকার করতে সমস্ত খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসী একতা খুঁজে পাবে। এটি মুখ্য বিষয়গুলোর ঐক্য, যেমনটি সেগুলিকে প্রেরিতদের বিশ্বাস-সুত্রে স্বীকার করা হয়েছে।

তাহলে গৌণ বিষয়গুলি কী কী—তার কিছু উদাহরণ? তা হল জীবন এবং বিশ্বাসের এমন বিষয়গুলো যা ঈশ্বরের প্রকাশিত ইচ্ছায় নির্দিষ্ট নয়। উদাহরণস্বরূপ, সমস্ত খ্রীষ্টিয়দের কি ডিসেম্বর মাসে যীশুর জন্মের ঐতিহ্যগত উদযাপন পালন করা উচিত? এই উদযাপনটি কি বাধ্যতামূলক, না কি "অবশ্যই করা যেতে পারে"? জীবনযাত্রার গৌণ বিষয়গুলির মধ্যে আরও কিছু উদাহরণ হতে পারে, পোশাকের ধরন, গয়নার ব্যবহার, মদ্যপান, কিংবা কিছু বিশেষ খাবার। বিশ্বাসের গৌণ বিষয়গুলির মধ্যে একটি হতে পারে, শিশুকালীন অথবা প্রাপ্তবয়স্ক বাপ্তিস্ম নেওয়ার মাঝে প্রশ্ন। না, যা একটি সংস্কৃতিতে গৌণ বিষয় হতে পারে, তা অন্য পরিবেশে কোন বিষয়ই না হতে পারে। অন্য কথায়, গৌণ বিষয়গুলো খুবই স্থানীয় হতে পারে, কিংবা এমনকি আপনার বিশ্বাসের সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। সুতরাং, খ্রীষ্টিয় জীবন ও বিশ্বাসের এই অংশটিকে খ্রীষ্টিয় স্বাধীনতা (Christian Liberty) বলা হয়। তাহলে, কী ঘটে যদি কেউ জীবনের কোনও অপ্রকাশিত দিককে ঈশ্বরের প্রকাশিত ইচ্ছা হিসেবে ঘোষণা করতে শুরু করে? উদাহরণস্বরূপ, যদি বিশ্বাসীরা একসঙ্গে সপ্তাহের কোন একটি রাতে বা শনিবার সকালে প্রার্থনা এবং বাইবেল অধ্যয়ন করতে একত্রিত হতে চায়, তাতে কিছু ভুল নেই। তবে, কি হবে যদি নেতৃত্ব বা কিছু সংখ্যক সদস্য অন্যদের "অপরাধবোধের অনুভূতি" দিতে শুরু করে, যারা এই সাপ্তাহিক বা শনিবারের অনুষ্ঠানগুলিতে যোগ দেয় না? কি হবে যদি তারা শেখানো শুরু করে যে এটি ঈশ্বরের ইচ্ছা যে সবাই এই প্রার্থনা এবং বাইবেল অধ্যয়ন সময়ে যোগ দিক, যদি না আপনি মারাত্মক অসুস্থ হন বা শহরের বাইরে না থাকেন? কি হবে যদি কেউ আপনাকে এগুলিতে যোগ না দেওয়ার জন্য বিচার করতে শুরু করে? কি হবে যদি যারা এগুলিতে যোগ দেন তারা না যোগ দেওয়া ব্যক্তিদের দ্বিতীয় শ্রেণীর খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসী হিসেবে ভাবতে এবং কথা বলতে শুরু করে? তাহলে, আপনি দেখতে পাচ্ছেন, এটি উত্তেজনা সৃষ্টি করবে এবং এমনকি বড় অসামঞ্জস্যের সৃষ্টি করতে পারে। এখন কীভাবে এটি এড়ানো যাবে এবং কীভাবে এটিকে মোকাবিলা করা যাবে—রাজা আমাদের তাঁর বিস্তারিত নির্দেশাবলী না দিয়েই আমাদের ছেড়ে যাননি, এবং সেগুলি প্রতিটি মণ্ডলী পরিবারে জীবনের জন্য একটি কল্যাণ হিসেবে আবার প্রমাণিত হয়েছে, যদি সেগুলি সম্মানিত এবং অনুসরণ করা হয়।

এখন, এই ভূমিকার পর, আমাদের পরবর্তী উপস্থাপনায়, রোমীয় ১৪ ও ১৫ অধ্যায়ের শাস্ত্রগুলো গভীরভাবে দেখার জন্য প্রস্তুত। এবং ঈশ্বর আমাদের সকলকে আশীর্বাদ করুন এবং আমাদেরকে একটি আশীর্বাদের কারণ করে তুলুন, যখন আমরা আমাদের স্থানীয় মণ্ডলীগুলিতে একে অপরের সাথে ভাগ করে নিই। ধন্যবাদ।

দ্বন্দ্বের সমাধান এবং মণ্ডলীর মধ্যে প্রেমের বিধান

রেভ. এ. টি. ভারগুন্সট

মডিউল ২ ~ বক্তৃতা ২

সামঞ্জস্যের তিনটি নীতি সমূহ

স্বাধীনতার বিষয়গুলিতে প্রেমের বিধান সম্পর্কিত আমাদের দ্বিতীয় পাঠে আরেকটিবার স্বাগতম, যা রোমীয় ১৪:১ থেকে ১৫:৭ পর্যন্ত পাওয়া যায়। এখন, আমি এই অধ্যায়গুলোকে এক একটি পদ বিশদভাবে ব্যাখ্যা করার পরিবর্তে, আপনাদের কাছে আমি এই অধ্যায়গুলিতে প্রদত্ত নীতিগুলো উপস্থাপন করবো, এবং সবকিছু একত্রিত করে তা বিভিন্ন প্রয়োগের মাধ্যমে অনুসরণ করবো।

প্রথম নীতি হল যে, বিশ্বাসীরা খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসের অপ্রয়োজনীয় বিষয়গুলিতে একমত হন না। রোমের মণ্ডলী খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসীদের এই সত্যের একটি ভাল উদাহরণ। মণ্ডলীর একাংশ সদস্য মোশির বিধানের সব আনুষ্ঠানিক বিবরণকে যীশু খ্রীষ্টের মৃত্যু ও পুনরুত্থানের মাধ্যমে বাতিল করা হয়েছে বলে দেখতেন। তবে, আরেকটি যীশু খ্রীষ্টের বিশ্বাসী গোষ্ঠী, যারা মনে করতেন যে মোশির বিধানের কিছু আনুষ্ঠানিক বিবরণ বাতিল হয়নি। এটি পরিষ্কার হয়ে ওঠে যখন আমরা রোমীয় ১৪ অধ্যায় ৩ এবং ৫ পদ পড়ি: “যে যাহা ভোজন করে, সে এমন ব্যক্তিকে তুচ্ছা না করুক, যে তাহা ভোজন করে না; এবং যে যাহা ভোজন না করে, সে এমন ব্যক্তির বিচার না করুক, যে তাহা ভোজন করে; কারণ ঈশ্বর তাহাকে গ্রহণ করিয়াছেন . . . এক জন এক দিন হইতে অন্য দিন অধিক মান্য করে; আর এক জন সকল দিনকেই সমানরূপে মান্য করে।” এখন এই মতামতের ভিন্নতা রোমীয় মণ্ডলীর ভাইদের মধ্যে অসামঞ্জস্য সৃষ্টি করছে। একটি গোষ্ঠী মোশির বিধানের বিভিন্ন দিক সচেতনভাবে পালন করছে শুধু তাই নয়, তবে তারা অন্যদের দ্বিতীয় শ্রেণির খ্রীষ্টীয় হিসেবে বিচার করতে শুরু করেছে। এখন, হয়তো তারা তাদের মতামত মণ্ডলীর অন্য গোষ্ঠীর উপর চাপানোর চেষ্টা করছিল। এবং যারা এই মোশির বিধানের বিশ্বাসগুলি পালন করতেন না, তারাও ঠিকভাবে আচরণ করছিল না। তারা স্পষ্টভাবে অন্যদের অবজ্ঞা বা নীচু দৃষ্টিতে দেখছিল। হয়তো তারা তাদের এমন নামও দিয়েছিলো, যেমন “সংকীর্ণমনা।” তবে রোমীয় মণ্ডলী শুধু একমাত্র মণ্ডলী ছিল না, যেখানে এই কারণে পার্থক্য এবং চাপগুলি অনুভূতি হচ্ছিল। করিন্থের মণ্ডলীও এই প্রশ্নের টানাপোড়েনের মুখোমুখি হয়েছিলো, খ্রীষ্টীয়রা কি সেসব খাবার খেতে পারেন, যা তাদের সময়কালে কোনভাবে মূর্তিপূজার সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল। নিঃসন্দেহে, আপনার নিজের মণ্ডলীতেও এমন কিছু বিষয় থাকবে, যেখানে ভাইবোনেরা বিভিন্ন মতামত পোষণ করবে। হয়তো পোশাকের ধরন, গহনা পরিধান, আমাদের সংস্কৃতির মধ্যে আমাদের যুক্ত হওয়া, অথবা প্রযুক্তির ব্যবহার, কেবল কয়েকটি উদাহরণস্বরূপ। এবং আমাদের আরাধনার সময়ের কিছু দিকের দৃষ্টিভঙ্গিতে পার্থক্যও থাকতে পারে, যেমন আমরা আমাদের মণ্ডলীর সমবেত আরাধনার সময়ে কি অন্তর্ভুক্ত বা বাদ দেবো। এই ধরনের ভিন্নতা যা বিশ্বাস এবং চর্চার গৌণ বিষয়গুলি সম্পর্কিত, প্রত্যাশিত এবং অনুমোদিত হতে হবে। সমস্যার বিষয় হলো মৃদুশীলতা এবং প্রেমের আত্মায়, কিভাবে একতায় বসবাস করা যায়, কীভাবে একে অপরকে বহন এবং সহ্য করা যায়, যখন আমরা অপ্রয়োজনীয় বিষয়গুলি নিয়ে মোকাবিলা করি।

আমরা যেটাকে "অপ্রয়োজনীয়" বলি তা দিয়ে কী বোঝানো হয়েছে? অপ্রয়োজনীয় বিষয়গুলি হল সেই সমস্ত বিষয় যা খ্রীষ্টে ঈশ্বরের সাথে আপনার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নির্ধারণ বা সংজ্ঞায়িত করে না। আপনার প্রকৃত পরিত্রাণের সাথে তাদের কোন সম্পর্ক নেই - এটি অপ্রয়োজনীয়। এটা পরিষ্কার করা যাক যে অপ্রয়োজনীয় মানে "গুরুত্বহীন" নয়। আমরা কিভাবে বাস করি তা গুরুত্বপূর্ণ। খ্রীষ্টিয় স্বাধীনতার ক্ষেত্রে আমাদের ব্যক্তিগত পছন্দের বিবরণ ঈশ্বরের সাথে আমাদের সম্পর্ককে প্রভাবিত নাও করতে পারে। আমরা আমাদের পরিত্রাণ হারাবো না, উদাহরণস্বরূপ, শুকরের মাংস খাওয়া বা না খাওয়ার মাধ্যমে। ২৫শে ডিসেম্বর খ্রীষ্টের জন্মদিন পালন করা ঈশ্বরের সাথে আমাদের সহভাগিতাকে বাধা দেবে না। আমাদের গান গাওয়া বা প্রার্থনা করা বা শাস্ত্র পাঠের সময় বসা বা দাঁড়িয়ে থাকা আমাকে কম বা বেশি পরিত্রাণপ্রাপ্ত করে না। এই সমস্ত আচরণ বা পছন্দগুলি আমাদের স্থানীয় মণ্ডলীর সহ ভাই ও বোনদের সাথে আমাদের সম্পর্ককে প্রভাবিত করতে পারে। যদিও পরিত্রাণের ক্ষেত্রে এগুলিকে "অপ্রয়োজনীয়" স্থান দেওয়া হয়েছে, তবে সহবিশ্বাসীদের সাথে আমাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে এগুলি আসলে অপরিহার্য।

সুতরাং দ্বিতীয় নীতি: খ্রীষ্টিয় স্বাধীনতার ক্ষেত্রটিতে বিশ্বাসীদের মধ্যে সামঞ্জস্যপুর্ন সম্পর্কে টানাপোড়েন সৃষ্টি করার সম্ভাবনা রয়েছে। রোমীয় ১৪ অধ্যায় থেকে এটা স্পষ্ট যে, রোমের মণ্ডলীতেও এমনটা হয়েছিল। পৌল উল্লেখ করেছিলেন যে কেউ কেউ তুচ্ছ করছিল, অন্যরা বিচার করছিল। ৩ পদে, তিনি লিখেছেন, "যে যাহা ভোজন করে, সে এমন ব্যক্তিকে তুচ্ছা না করুক, যে তাহা ভোজন করে না; এবং যে যাহা ভোজন না করে, সে এমন ব্যক্তির বিচার না করুক, যে তাহা ভোজন করে।" এখন ১৫ পদে, তিনি উল্লেখ করেছেন, "বস্তুতঃ তোমার ভ্রাতা যদি খাদ্য সামগ্রী প্রযুক্ত দুঃখিত হয়" এবং তারপর তিনি একটি সতর্কবাণী যোগ করেছেন, "তোমার খাদ্য সামগ্রী দ্বারা তাহাকে নষ্ট করিও না।" এখন এই বাক্যগুলি রোমের মণ্ডলীতে এই বিষয়টির সংকটপুর্ন পরিস্থিতিকে তুলে ধরে। ১৬ পদে, সেই প্রেরিতজন উপদেশ দিয়েছেন, "অতএব তোমাদের যাহা ভাল, তাহা নিন্দার বিষয় না হউক। ভাইদের মধ্যে মন্দ কথা বলা শান্তি ও আনন্দের বিস্তারের জন্য খুব কমই সহায়ক।" ১৯ পদে, পৌল সকলকে আহ্বান জানিয়েছিলেন, "অতএব যে যে বিষয় শান্তিজনক, ও যে যে বিষয়ের দ্বারা পরস্পরকে গাঁথিয়া তুলিতে পারি, আমরা সেই সকলের অনুধাবন করি।" গেঁথে তোলার অর্থ হল বিশ্বাসে এবং জীবনের চলার পথে একে অপরকে গড়ে তোলা। এটি বোঝায় যে তারা যা করছিল তা কেবল সম্পর্ক ভাঙছিল না, তবে এটি তাদের সহবিশ্বাসীদের ব্যক্তিগত বিশ্বাসের জীবনে খারাপ প্রভাব ফেলছিল। এখন, ২০ পদে, পৌল ১৫ পদের দুঃখিত হওয়ার সতর্কবাণী বিষয়ে আরেকটি দিক যোগ করেছেন। তিনি বলেছেন, আমাদের স্বাধীনতার ব্যবহারে লিপ্ত হওয়া, সহবিশ্বাসীদের ধ্বংস ও দুঃখিত করার বিষয়টির পাশাপাশি, বিশ্বাসে পরিপক্কদের সতর্ক করা হয়েছে - তিনি বলেছেন, "খাদ্যের নিমিত্ত" – খাদ্যের জন্য বা সামান্য খাদ্যের জন্য, "ঈশ্বরের কর্ম্ম ভাঙ্গিয়া ফেলিও না।" এবং ২১ পদে, পৌল মন্দ প্রভাবের আরও বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, ভাইয়েরা হোঁচট খায়, বা বিঘ্ন পায়, অথবা দুর্বল হয়ে পড়ে। এবং ২৩ পদে তার অন্তিম উপদেশে, এবং সেখানে তিনি একটি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ফলাফল যোগ করেছেন, কারণ বিশ্বাসে দুর্বলদের মধ্যে কেউ কেউ এমন কাজ করে যা তাদের নিজস্ব বিবেকের বিরুদ্ধে যায়, এবং এই ধরনের কাজগুলি ঈশ্বরের সাথে তাদের সম্পর্কে ক্ষতি ডেকে আনবে এবং মূল্যবান লাভের বিশ্বাসীদের হরণ করবে যা যোহন ১ যোহন, ৩ অধ্যায় , ২১ পদে উল্লেখ করেছেন, "প্রিয়তমেরা, আমাদের হৃদয় যদি আমাদিগকে দোষী না করে, তবে ঈশ্বরের উদ্দেশে আমাদের সাহস লাভ হয়।" তাই এগুলো গুরুতর বিষয়।

ভাইয়েরা, অপ্রয়োজনীয় বিষয়ে খ্রীষ্টীয় স্বাধীনতার বিষয় হল প্রভুর রাজ্যের একটি বিজ্ঞ প্রশাসনিক দিক। যীশু সমস্ত জাতি, সমস্ত ভাষা এবং সংস্কৃতি থেকে তাঁর নির্বাচিত মণ্ডলীকে একত্রিত করেন। তার লোকেদের মধ্যে, প্রয়োজন অনুসারে, বিশাল বৈচিত্র্য থাকবে। আপনি যদি মধ্য-পশ্চিম আমেরিকায় বেড়ে ওঠা একজন বিশ্বাসী ভাইকে এবং ভারতের বঞ্চিত এলাকায় বড় হওয়া একজন ভাইকে পাশাপাশি রাখেন, তাহলে আপনি এই দুইয়ের মধ্যে

ভয়ানক পার্থক্যের মুখোমুখি হবেন। পাশ্চাত্য ভাই মনেপ্রাণে টেবিলে বসে ছুরি, কাঁটা চামচ এবং ন্যাপকিন দিয়ে তার মাংসের টুকরোটি খায়। কিন্তু ভারতীয় ভাই, তার হয়তো এখনও গরুর মাংস খেতে অসুবিধা হচ্ছে, কিন্তু মেঝেতে বসে খালি হাতে তার ভাত এবং ঝোল খেতে কোনো সমস্যা নেই। পার্থক্য রয়েছে, কিন্তু প্রয়োজনীয় নয়। অথবা, যখন আমরা খ্রীষ্টিয়দের একটি আফ্রিকান মণ্ডলীর আরাধনা সভা পর্যবেক্ষণ করি এবং এটিকে এশিয়ান মণ্ডলীর সাথে তুলনা করি, তখন আপনি আবার বিশাল পার্থক্য লক্ষ্য করবেন। একজন হয়তো সঙ্গীত বা আরাধনার শৈলীতে অস্বস্তি বোধ করতে পারে, যেখানে অন্যরা মনে করতে পারে যে ঈশ্বর এই ধরনের প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য। একটি ব্যক্তিগত উদাহরণ, আমি সবসময় এই ভেবে বড় হয়েছি যে একটি গিটার বিশ্বের বাদ্যযন্ত্রগুলির অন্তর্গত। এই ধারণায় অভ্যস্ত হতে আমার কয়েক বছর লেগেছে যে একটি গিটার একটি পিয়ানো বা একটি অর্গানের মতোই একটি বাদ্যযন্ত্র, এবং তাই এটির একটি আনুষ্ঠানিক আরাধনা সভায় ব্যবহার করার সমান অধিকার রয়েছে। তবুও প্রভুর অন্যান্য ভাইয়েরা, তারা খুব কোমলভাবে এই মত পোষণ করে যে কোনও বাদ্যযন্ত্র আরাধনা সভার অংশ হতে পারে না, কারণ তারা বলে যে আমরা কেবল আমাদের হৃদয় এবং কণ্ঠে গান গাইতে চাই। এখন, এটা কি আমাদের প্রভুর তাঁর অত্যন্ত বৈচিত্র্যময় বিশ্বব্যাপী রাজ্যের প্রশাসনের একটি বুদ্ধিমান দিক নয় যে তিনি অপ্রয়োজনীয় বিষয়গুলির প্রতিটি বিবরণ নির্দিষ্ট করেননি।

নিশ্চিতভাবে, নতুন নিয়ম উজ্জ্বলভাবে ঈশ্বরের পবিত্র বিধান ব্যাখ্যা করে। রাজ্যের জীবন ও অনুশীলনে এগুলি অপরিবর্তনীয়। খ্রীষ্টের সমাপ্ত কাজের প্রতি বিশ্বাস এবং অনুতাপ, এগুলি প্রত্যেক পাপীর জন্য ঈশ্বরের আহ্বান, সে যেখান থেকেই আসুক না কেন। হাঁটাচলা এবং কথাবার্তায় পবিত্রতা, বা খ্রীষ্টের মতো আচরণ, প্রতিটি খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসীর নীচে এবং ওপরে থাকে। আমাদের শত্রু সহ ঈশ্বরকে এবং প্রত্যেক প্রতিবেশীকে নিজেদের মতো করে ভালোবাসা নিশ্চিতভাবে প্রতিটি মানুষের এবং প্রতিটি খ্রিষ্টীয়ের জন্য একটি আন্তঃসাংস্কৃতিক দাবি। কিন্তু অপ্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যগুলির বিষয়ে, প্রভু স্বাধীনতার অনুমতি দেন। তাঁর বাক্যে সেই প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে প্রচুর প্রজ্ঞা রয়েছে।

যাইহোক, আমাদের প্রতিপক্ষ, শয়তান, জানে কিভাবে খ্রীষ্টিয় স্বাধীনতাকে অখ্রীষ্টিয় বিভাজন এবং শত্রুতা তৈরি করতে ব্যবহার করতে হয়। দুঃখজনকভাবে, পৃথিবীতে যীশুর রাজ্যের ইতিহাসে অনেক দুঃখজনক এবং লজ্জাজনক অধ্যায় রয়েছে, যেখানে প্রভুর ভাইয়েরা বিভক্ত হয়ে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। তাদের মধ্যে অনেকগুলি এরকম বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত যেগুলি বাইবেলের দ্বারা সংজ্ঞায়িত কোন মতবাদ বা নীতির সাথে জড়িত নয়। প্রভুতে ভাইয়েরা আলাদা হয়ে গেছে, যদিও তারা ঈশ্বরের, যীশু খ্রীষ্টের, একমাত্র অনুগ্রহের মাধ্যমে পরিত্রাণ ইত্যাদি বিষয়ক মতবাদকে দৃঢ়ভাবে ধরে রেখেছে। এখন, কত দুঃখের কথা, ঈশ্বরের সন্তানেরা পাল্টা কথা, বিচার, নিন্দা, ঝগড়া, এবং অপ্রয়োজনীয় বিভাজন তৈরিতে নিযুক্ত হয়েছে। আর কেন? কেন? শুধুমাত্র পরিত্রাণের অধিনায়ক তার পবিত্র শাস্ত্রে নির্দিষ্ট করেনি এমন বিষয়গুলির উপর তাদের জেদের কারণে। এবং জগতে জন্য এই সমস্ত একটি দুঃখজনক সাক্ষ্য, এটি রাজার জন্য অসম্মানজনক এবং রাজ্যের জন্য ক্ষতিকারক।

অব্রাম আদিপুস্তক ১৩ অধ্যায়ে এর অযৌক্তিকতাকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। অব্রাম এবং লোটের পশুপালকরা চারণ অধিকারের বিষয়ে সংগ্রাম করছিল। মোশি উল্লেখ করেছিলেন যে কনানীয়েরা ও পরিষীয়েরা এই দেশে বাস করত, তাই তারা এই সমস্ত সাক্ষ্য দিচ্ছিল। এখন তারা পবিত্র পরিবারের মধ্যে এই অপবিত্র কলহ প্রত্যক্ষ করেছিল। আর সেইজন্য, অব্রাম লোটকে বললেন, "তোমাতে ও আমাতে এবং তোমার পশুপালকগণে ও আমার পশুপালকগণে বিবাদ না হউক; কেননা আমরা পরস্পর জ্ঞাতি।" এখন, মণ্ডলীগুলিতে বিভাজন নিয়ে আসা সমস্যাগুলি সাধারণত গবাদি পশু চরানো হয় নয়। আমাদের সম্পর্কগুলিকে বিস্ফোরিত করতে পারে এমন বিষয়গুলির একটি সতর্কতার সাথে পর্যালোচনা করার পরে, আমরা কি প্রায়ই এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাই না যে বিষয়টা পোশাকের আলগা সুতার মতো ছোট এবং তুচ্ছ ছিল? আমরা সবাই জানি যে একবার আমরা এই আলগা সুতোগুলি টানতে শুরু করলে, আমরা

পোশাকের একটি সম্পূর্ণ অংশ বা সেলাই খুলে ফেলতে পারি। সুতরাং, আলগা সুতোর জন্য জেদ, যেখানে হৃদয়ের মন্দকে উপেক্ষা করা হচ্ছে, শয়তান এবং তার রাজ্য ছাড়া অন্য কারো সেবা করে না। আপনার কানে ছিদ্র করা একটি খ্রীষ্টিয় বিষয় কিনা তা নিয়ে তর্ক করার জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা ব্যয় করা সহজ, যেখানে যারা রাজাকে অবিশ্বাস বা ঠাট্টা করে বিদ্ধ করে তাদের সম্পর্কে আমরা গরম বা ঠান্ডা হই না। আবার, কখনও কখনও খ্রীষ্টিয়রা কীভাবে পোশাক পড়বে তা নিয়ে বিভক্ত হয়ে যায়, যখন ভুলে যায় যে আমাদের চারপাশের প্রচুর লোক প্রভু যীশু খ্রীষ্টের বিচারের আসনের সামনে দাঁড়াতে এখনোও প্রস্তুত নয়। কতজন আছেন যারা প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে পরিধান করেনি, অথচ তাদের মাংসের ইচ্ছা পূর্ণ করতে সমস্ত বাসনা মেটাতে সুযোগ তৈরি করছে? তারা প্রস্তুত নয়, এবং আমরা একে অপরের মধ্যে লড়াই করার সময় এটি উপেক্ষা করে যাই।

রোমীয়দের মধ্যে, কোন খাবারগুলি শুচি বা অশুচি ছিল, বা কোন পুরানো নিয়মের উৎসবের দিনগুলি তারা পালন করবে তা নিয়ে তারা তর্ক করছিল, যদিও সুসমাচার প্রচারের পরিচর্যা এটি সম্পর্কে কোনও বিশদ উল্লেখ করেনি। তবুও, ইতিমধ্যে, তাদের আশেপাশের হাজার হাজার লোক মারা যাচ্ছিল কারণ তারা জীবনের রুটি সম্পর্কে জানতেও পারছিলো না। সুতরাং, ভাইয়েরা, আসুন বিষয়গুলিকে দৃষ্টিভঙ্গিতে রাখার লক্ষ্য রাখি। যারা ক্যান্সারে মারা যাচ্ছেন, এবং তবুও তারা তাদের নখ, চুল বা পোশাক নিয়ে চিন্তিত তাদের সম্পর্কে আপনি কী ভাববেন? আপনি কি তাদের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলিতে মনোযোগ দিতে উৎসাহিত করবেন না, কীভাবে ঈশ্বরের সাথে শান্তিতে থাকা যায় এবং কীভাবে আপনার পরিবার এবং বন্ধুদের সাথে শান্তিতে থাকা যায়? আপনি কি তাদের যীশু খ্রীষ্টের দিকে ফিরে যেতে এবং তাদের পাপ থেকে দূরে সরে যেতে এবং সেগুলির প্রতি শ্রম দেওয়া যেগুলি অনন্তকাল ধরে টিকে থাকে, তার পরামর্শ দেবেন না? সুতরাং, এই নীতির উপসংহারে, বিশ্বাস এবং অনুশীলনের সাথে সম্পর্কিত গৌণ বিষয়গুলিকে বিস্ফোরক বিষয়ে পরিণত করার শয়তানের কৌশলের দিকে লক্ষ্য রাখুন যা ঈশ্বরের কাজকে ধ্বংস করবে। যখন সৈন্যদের একটি দল অন্তর্দ্বন্দ্বের মাধ্যমে বিভক্ত হয়, তখন শত্রুরা হাসে। তিনি সম্পূর্ণরূপে জানেন যীশু যা বলেছেন, মথি ১২ অধ্যায়, ২৫ পদে, "যে কোন রাজ্য আপনার বিপক্ষে ভিন্ন হয়, তাহা উচ্ছিন্ন হয়; এবং যে কোন নগর কিম্বা পরিবার আপনার বিপক্ষে ভিন্ন হয়, তাহা স্থির থাকিবে না।"

এখন এটি আমাকে একটি তৃতীয় নীতিতে নিয়ে আসে: অসামঞ্জস্য এবং বিভাজন এড়াতে, সুসমাচারের প্রধান সত্যগুলিতে মনোনিবেশ করুন। মন্দের সাথে লড়াই করা কখনও কখনও ভালর দিকে মনোনিবেশ করে সর্বোত্তমভাবে সম্পন্ন হয়। অন্য কথায়, ভিন্নতা সম্পর্কে অনৈক্য এবং অসামঞ্জস্য এড়ানো আমাদেরকে যা একত্রিত করে তার উপর কেন্দ্রীভূত করার মাধ্যমে সর্বোত্তমভাবে সম্পন্ন করা যেতে পারে। সর্বোপরি, এটি কি প্রায়ই সত্য নয় যে কারও সাথে তর্কবিতর্কের সমাধান করার পরে, আপনি বুঝতে পারেন যে আমাদের পার্থক্যটি হয় একটি ভ্রান্তি বা একটি ছোট বিষয়ে ভুল বোঝাবুঝি ছিল? এটা রোমীয় ১৪ অধ্যায়, ১৭ থেকে ১৯ পদেরও নির্দেশাবলী, যেখানে পৌল লিখেছেন, "কারণ ঈশ্বরের রাজ্য ভোজন পান নয়, কিন্তু ধার্ম্মিকতা, শান্তি এবং পবিত্র আত্মাতে আনন্দ। কেননা যে এ বিষয়ে খ্রীষ্টের দাসত্ব করে, সে ঈশ্বরের প্রীতিপাত্র, এবং মনুষ্যদের কাছেও পরীক্ষাসিদ্ধ। অতএব যে যে বিষয় শান্তিজনক, ও যে যে বিষয়ের দ্বারা পরস্পরকে গাঁথিয়া তুলিতে পারি, আমরা সেই সকলের অনুধাবন করি।" সুতরাং, বিশ্বাসী হিসাবে, আমাদের বিশ্বাস এবং জীবনের গৌণ বিষয়গুলির উপর কেন্দ্রীভূত করার পরিবর্তে শান্তির জন্য তৈরি মুখ্য বিষয়গুলিকে প্রধান ভাবে দেখতে হবে। ঈশ্বরের বিধান এবং সুসমাচারের বিষয়ে আমাদের ঐক্যবদ্ধভাবে দাঁড়াতে হবে। এবং আসুন এই বিষয়টি স্পষ্ট করা যাক যে পৌল এই অধ্যায়ে সমস্ত মুখ্য মতবাদের তালিকা করেননি। শাস্ত্রের সেই মুখ্য সত্যগুলি আপনি রোমীয় ১ থেকে ১১ অধ্যায়ে সংজ্ঞায়িত ভাবে দেখতে পাবেন। এখন খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসী হিসাবে, আমরা এরকম শিক্ষার বিষয়ে ভিন্ন হতে পারি না যেমন ঈশ্বর সৃষ্টিকর্তা, যা জগত সৃষ্টিতে তাঁর মহিমা এবং তাঁর শক্তির প্রমাণ দেয়। মানুষের সম্পূর্ণ অধঃপতনের সংজ্ঞা এবং আমাদের পছন্দের দ্বারা বা আমাদের কাজের দ্বারা

নিজেদেরকে বাঁচাতে আমাদের অক্ষমতার উপর আমাদের ভিন্ন মত হতে পারে না। সারা বিশ্বের খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসীরা স্বর্গের নীচে দেওয়া একমাত্র নামের প্রতি তাদের বিশ্বাসে একত্রিত হয় যার মাধ্যমে আমাদের অবশ্যই পরিত্রাণ পাওয়া উচিৎ এবং পরিত্রাণ পেতে পারি। যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাসের দ্বারা ন্যায্যপ্রতিপন্ন হওয়া খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসে শুধুমাত্র একটি অপরিবর্তনীয় সত্য, সেরকমই ত্রিত্ব ঈশ্বরের মতবাদ, পুনর্জন্মের প্রয়োজনীয়তা এবং পবিত্র আত্মার পরিচর্যার মাধ্যমে আমাদের মানব প্রকৃতির পবিত্রীকরণ।

শাস্ত্র, রোমীয় ১৪ অধ্যায়, ১৭ থেকে ১৯ পদে , আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে ঈশ্বরের রাজ্যে খাদ্য ও পানীয় ব্যবহার বা বর্জন করার মত তুচ্ছ বিষয় নিয়ে তৈরি নয়। সুসমাচারে কোন নিয়ম নেই। এবং সেইজন্য, একজন খ্রীষ্টিয় হিসাবে, আমরা সেই বিষয়গুলিতে স্বাধীনতার অনুমতি দিতে হবে যেগুলি অনির্ধারিত। এখন এই শিক্ষাটি মথি ২৩:২৩ পদ অনুযায়ী সম্পূর্ণরূপে যীশুর নিজস্ব নির্দেশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তিনি ফরীশীদের ভর্ৎসনা করেছিলেন কারণ তারা মশা ছাঁকিয়া ফেলে, কিন্তু উট গিলিয়া ফেলে। এটা শুনুন, "হা অধ্যাপক ও ফরীশীগণ, কপটীরা, ধিক্ তোমাদিগকে!" তিনি বলেন। "কারণ তোমরা পোদিনা, মৌরি ও জিরার দশমাংশ দিয়া থাক; আর ব্যবস্থার মধ্যে গুরুতর বিষয়—ন্যায়বিচার, দয়া ও বিশ্বাস—পরিত্যাগ করিয়াছ; কিন্তু এ সকল পালন করা, এবং ঐ সকলও পরিত্যাগ না করা, তোমাদের উচিত ছিল।" তাই এই বাক্যতে, যীশু তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন যে তারা অল্প পরিমাণে ভেষজগুচ্ছের দশমাংশ দেওয়ার বিষয়ে বলে, যেখানে তারা প্রেমের বিধানের মুখ্য অনুশীলনের দিকে মনোনিবেশ করে না - এমন আচরণ যা শান্তি এবং আনন্দকে প্রচার করে। তাই এই গৌণ বিষয়গুলির উপর আমাদের শ্রম এবং তর্ককে কেন্দ্রিত করার দ্বারা, আমরা ক্ষতি করি - আমরা খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসের গৌরবের ক্ষতি করি। একজন ব্যাখ্যাকারী বলেছিলেন যে আমরা তুচ্ছ বিষয়ে এই ধরনের বিতর্কের মাধ্যমে খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসকে হেয় করি। বন্ধুরা, সুসমাচারের মহান সুবিধা পুরানো নিয়মের বিভিন্ন বিধিনিষেধ থেকে মুক্তি নয়। সুসমাচারের মহান সুবিধা হলো, পবিত্র আত্মার শক্তির মাধ্যমে, যীশুর ধার্মিকতায় বিশ্বাসের দ্বারা ন্যায্যপ্রতিপন্ন হওয়া সম্পর্কে, ঈশ্বরের সাথে শান্তি সম্পর্কে, ঈশ্বরে আনন্দ সম্পর্কে শিক্ষা।

সুতরাং, আসুন ঈশ্বরের প্রকাশিত বিধান এবং সুসমাচারের সত্যে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার চেষ্টা করি। এবং এতে ঐক্যবদ্ধ হওয়া মানে এই নয় যে, আমরা বাইবেল যে বিষয়ে সাদা বা কালো হিসেবে স্পষ্টভাবে নির্দেশ দেয় না, সেই সকল বিষয়ে একমত হব। অথবা, এটিকে ভিন্নভাবে বলতে গেলে, সারিতে একতা মানে সাধুদের অভিন্নতা নয়। ঈশ্বর ভিন্নতাকে অনুমোদন দেন যেমন আপনি বনের মধ্যে গাছ দেখতে পান। সমস্ত গাছগুলি অপরিহার্য জিনিসগুলিতে একত্রিত, কিন্তু রঙে, আকারে, আকৃতিতে, এমনকি তারা যে ফল দেয় তাতেও অভিন্ন নয়। তাই ঈশ্বর আমাদের এই প্রথম তিনটি নীতি গ্রহণ করতে সক্ষম করুক, এবং তাই তাঁর নামকে মহিমান্বিত করুন। ধন্যবাদ

দ্বন্দ্বের সমাধান এবং মণ্ডলীর মধ্যে প্রেমের বিধান

রেভ. এ. টি. ভারগুস্সট

মডিউল ২ ~ বক্তৃতা ৩

বিশ্বাসে বলবান্ এবং দুর্বল জন

প্রিয় বন্ধুরা, স্বাধীনতার বিষয়ে প্রেমের বিধানের বিষয়ে এই তৃতীয় অধ্যয়নে স্বাগত। আমরা রোমীয় ১৪ অধ্যায়, ১ পদ থেকে ১৫ অধ্যায় ৭ পদে এই উপাদানটি খুঁজে দেখছি। আমাদের পূর্ববর্তী অধ্যয়নে, আমরা তিনটি নীতি পর্যালোচনা করেছি যা আমরা রোমীয় শাস্ত্রাংশ থেকে উদ্ভূত করেছি। শুধু পর্যালোচনা করার জন্য, আমরা এতদূর শিখেছি যে বিশ্বাসীরা অপ্রয়োজনীয় বিষয়গুলি সম্পর্কে একভাবে চিন্তা করে না। এবং দ্বিতীয়ত, খ্রীষ্টীয় স্বাধীনতার ক্ষেত্রটি সত্যিকারের বিশ্বাসীদের মধ্যে সামঞ্জস্যপুর্ন সম্পর্কতে টানাপোড়েন আনতে সক্ষম। এবং তৃতীয়ত, এই অসামঞ্জস্য এবং এই বিভাজন এড়াতে, আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচারের মুখ্য সত্যগুলির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে। এখন এই অধ্যয়নে, আমরা আরও দুটি নীতি পর্যালোচনা করব যা এই নির্দেশাবলীর উপর ভিত্তি করে যা ঈশ্বর আমাদের রোমীয় ১৪ অধ্যায়ে দিয়েছেন।

সুতরাং চতুর্থ নীতি, একটি মণ্ডলীর পরিবারের মধ্যে বিশ্বাসীদের সকলের বিশ্বাসের ক্ষেত্রে একই পরিপক্কতা থাকে না। প্রেরিতজন বিশ্বাসীদের একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীর উল্লেখ করে এই অধ্যায়টি শুরু করছেন। ১ পদে তিনি যা লিখেছেন তা শুনুন, “বিশ্বাসে যে দুর্ব্বল, তাহাকে গ্রহণ কর।” তিনি এগুলিকে বিশ্বাসে বলবান্দের সাথে তুলনা করেছিলেন, যার মধ্যে তিনি নিজেকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন, যেমন আপনি দেখতে পাবেন, ১৫ অধ্যায় ১ পদে, যেখানে পৌল লিখেছেন, “কিন্তু বলবান্ যে আমরা, আমাদের উচিত, যেন দুর্বলজনের দুর্ব্বলতা বহন করি।” এখন, এই অধ্যায়টি বোঝার জন্য, বিশ্বাসে দুর্বল এবং পরিপক্ককে সংজ্ঞায়িত করা আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের মণ্ডলীর পরিবারের মধ্যে বিশ্বাসে দুর্বল কারা? তারা কি সংকীর্ণ মনা? তারা কি নীতিবাদী? তারাও কি কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষ? তারা এগুলোর কেউ নয়। এই সমস্ত খেতাব ভুলভাবে সেই বিশ্বাসীদের বর্ণনা করার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে যারা খ্রীষ্টিয় স্বাধীনতার ক্ষেত্রে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে। প্রকৃতপক্ষে, বিশ্বাসে দুর্বল এই লোকেরা খুব কোমল হৃদয়ের হতে পারে। তাদের মধ্যে অনেকেই আন্তরিকভাবে ঈশ্বরের সেবা করতে এবং তাঁকে খুশি করার চেষ্টা করছে। এখন, এটা অবশ্যই সম্ভব যে তাদের মধ্যে অনেকেই বিচারমূলক, বা নিয়ন্ত্রক, বা এমনকি নীতিবাদী, তবে বিশ্বাসে দুর্বলদের ক্ষেত্রে এরকমটি সর্বদা হয় না। তাদের মধ্যে অনেকেই যারা নির্দিষ্ট খাবার খাওয়া বা কিছু নির্দিষ্ট উৎসবের দিনকে বাদ দেওয়া ভুল বলে মনে করেছিল, তারা তা করেছিল কারণ তারা তাদের বিবেক লঙ্ঘন বোধ করেছিল। তাই বিশ্বাসে দুর্বলদের পরিষ্কারভাবে সংজ্ঞায়িত করা আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

সুতরাং, প্রথমত, নিশ্চিত করুন যে আমরা কীভাবে পৌল তাদের বর্ণনা করেছে তা আমরা ভালভাবে পড়েছি। লক্ষ্য করুন, পৌল লেখেননি যে তারা "বিশ্বাসের প্রতি", তারা "বিশ্বাসে" দুর্বল। বিশ্বাসের প্রতি দুর্বল এমন একজন ব্যক্তি যিনি যীশুর সুসমাচারে বিশ্বাস করতে বা ভরসা করতে কঠিন বোধ করেন। তারা তাদের সমস্ত পাপ ক্ষমা হওয়া প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করার জন্য কঠিন বোধ করতে পারে। অন্য কথায়, "বিশ্বাসের প্রতি" দুর্বলজন বিশ্বাসের নিশ্চয়তাকে মানতে কঠিন বোধ করে। এই অধ্যায়ে, পৌল তাদেরকে লিখছেন না। এই বইয়ের ৫ থেকে ১১

অধ্যায়গুলি যখন তিনি লিখেছিলেন তখন তিনি তাদেরকে মাথায় রেখেছিলেন এবং সেই অধ্যায়গুলিতে তিনি বিভিন্ন দিক থেকে বিশ্বাসের নিশ্চয়তার বিষয়গুলিকে সম্বোধন করেছিলেন। কিন্তু ১৪ এবং ১৫ অধ্যায়ে, তিনি "বিশ্বাসে" দুর্বলদের সম্বোধন করছেন। তাহলে বিশ্বাসে দুর্বল কারা? এই ব্যক্তিরা যারা এখনও পরিত্রাণের সুসমাচার সম্পর্কে শিক্ষা সম্পর্কে অস্পষ্ট। আসুন স্পষ্ট করা যাক, বিশ্বাসে দুর্বলরা প্রকৃত খ্রীষ্টিয় জন। তারা নতুনজন্মপ্রাপ্ত, অনুতপ্ত, পরিত্রাণের জন্য খ্রীষ্টের দিকে তাকিয়ে থাকে, যখন নিজেদের বা তারা যা কিছু করে তার উপর আস্থা রাখে না। তবুও, তাদের সুসমাচারের পূর্ণতা এবং স্বাধীনতার সম্বন্ধে একটি দুর্বল উপলব্ধি রয়েছে। তারা এখনও কেবল খ্রীষ্টের মধ্যে পরিত্রাণের খ্রীষ্টিয় মতবাদগুলি অসম্পূর্ণভাবে বুঝতে পারছে। রোমে, তারা সম্ভবত প্রাক্তন ইহুদি ছিল, ফরীশীদের ঐতিহ্যে বেড়ে উঠেছিল এবং তারা এখনও পুরোপুরি বুঝতে পারেনি যে পুরানো নিয়মের আনুষ্ঠানিক বিধানগুলি যীশু খ্রীষ্টের মৃত্যুর দ্বারা বাতিল হয়ে গেছে। তাই, এই অত্যন্ত ঈশ্বর-ভয়শীল ভাইয়েরা এখনও পুরানো উপায়গুলিকে সমর্থন করতে বিবেক-আবদ্ধ বোধ করে। তারা ইহুদি বিধান ও ঐতিহ্যের "স্পর্শ না করা", "স্বাদ না করা", "ব্যবহার না করা" নীতির দ্বারা এখনও ব্যাপকভাবে বেঁচে থাকে। এবং সম্ভবত, সম্ভবত তাদের মধ্যে কিছুজন নীতিবাদী ছিল, একটি কর্ম-ভিত্তিক ধর্মের দিকে ঝুঁকেছিল, কিন্তু আমাদের অবশ্যই তাদের সবাইকে সেই একই বিভাগে রাখার প্রলোভনকে প্রতিরোধ করতে হবে।

আজকের দিনে, আমরা এখনও আমাদের সহভাগিতার মধ্যে এমন বিশ্বাসীদের খুঁজে পাই, যারা সম্ভবত, একটি খ্রীষ্টিয় পরিবেশের মধ্যে, নতুন জন্ম না পেয়ে বড়ো হয়ে উঠেছে। এর মাধ্যমে, যেভাবে তারা লালিত-পালিত হয়েছে এবং পবিত্র আত্মার প্রেরণার কাজের অধীনে লালিত-পালিত হয়ে বড়ো হয়ে ওঠার ফলে, এবং তারপরে আমাদেরক জীবনকে পরিষ্কার করার একটি তাগিদ অনুসারে, তাদের বিবেক গঠন হয়ে উঠেছে এবং আমরা সকলেই সেটা অবশ্যই অনুভব করি, এবং যখন তারা অবশেষে যীশু খ্রীষ্টের উপর সম্পূর্ণ ভরসা করার পরিস্থিতিতে আসে, তখনও তাদের জীবনধারার কিছু বিষয়ে একটি অত্যন্ত সংবেদনশীল বিবেক রয়েছে যেগুলির সাথে তারা বেড়ে উঠেছেন। প্রকৃতপক্ষে, কখনও কখনও তারা সেই দিকগুলিতে আরও উদ্যোগী হয়ে ওঠে, এই ভেবে যে এটি পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য। একটা উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করি। একজন ইহুদি বিশ্বাসীকে কল্পনা করুন, যিনি মধ্যজীবনে একজন খ্রীষ্টিয় হয়েছিলেন। তাই সারাজীবন তিনি অত্যন্ত কঠোর ধর্মীয় পরিবেশে নিমজ্জিত ছিলেন। তার প্রিয় পিতামাতা, এবং দাদু,ঠাকুমা, এবং পরিবার, এবং প্রতিবেশী, নেতা এবং শিক্ষকরা জগত থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নতা, বা পবিত্রতা এবং আচরণের বিভিন্ন কঠোর নিয়মের উপর জোর দিয়েছেন। এটি মূলত তাদের মধ্যে গেঁথে দেওয়া হয়েছে যে যারা এরকম জীবনযাপন করেছে তারা অতি-আত্মিক। এবং উদাহরণস্বরূপ, তারা কখনই একটি গাড়ি ব্যবহার করতে পারে না। আসুন এটি চিন্তা করি। এই ধরনের লালন-পালন অনেকটাই অভ্যাসে পরিণত হয়েছে, এবং তাদের বিবেককে রূপ দিয়েছে। এবং এখন, তিনি একজন খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসী হয়েছেন। তিনি জীবন ও মৃত্যুর ওপরে যীশুর যোগ্যতার মাধ্যমে পরিত্রাণের আনন্দ অনুভব করেছেন। তিনি ঈশ্বরের আরাধনা করেন। তিনি খ্রীষ্ট এবং তার কাজে আনন্দিত হন, এবং তার মাংসের ওপরে কোনও আস্থা নেই। তবুও, গাড়িতে পা রাখার বিষয়ে তার এখনও একটি বিশাল বিবেকপূর্ণ সমস্যা রয়েছে। এটা কেবল ভুল মনে হয়। গাড়িতে উঠলে তার বিবেকে অপবিত্র বোধ করে। এখন, আমরা হয়তো এটাকে উপহাস করতে বা এর তীব্র বিরোধিতা করতে প্রলোভিত হতে পারি। আমরা আমাদের গাড়ি ব্যবহার সম্পর্কে তার ভারাক্রান্ত হৃদয়ের প্রতি অধৈর্য হয়ে উঠতে পারি। কিন্তু এখন প্রভুর ইচ্ছা কি তার সাথে কিভাবে চলতে হবে? এখন সেই উত্তরটি রোমীয় ১৪ অধ্যায়, ১৫ পদে পাওয়া যায়, যেমন আমরা পর্যালোচনা করব।

এখন পৌলের শনাক্ত করা অন্য দলটি হল বিশ্বাসে বলবান। এরা সেই খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসী যারা তাদের খ্রীষ্টিয় বিশেষাধিকারের সম্পূর্ণ পরিমাণ সম্পর্কে আরও ভাল উপলব্ধি করে। পরিপক্করা পরিত্রাণের বিষয়ে নতুন নিয়মের প্রকাশ বোঝার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি অগ্রগতি করেছে। তারা উপলব্ধি করে যে খ্রীষ্টের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ মৃত্যুর

মাধ্যমে, তারা বিধানের জোয়ালি থেকে মুক্তি পেয়েছে, যা পিতর উল্লেখ করেছেন, উদাহরণস্বরূপ, প্রেরিত ১৫:১০ এ, যখন তিনি বলেন, "অতএব এখন," ভাইয়েরা, "তোমরা কেন ঈশ্বরের পরীক্ষা করিতেছ, শিষ্যগণের ঘাড়ে সেই যোঁয়ালি দিতেছ, যাহার ভার না আমাদের পিতৃপুরুষেরা, না আমরা বহন করিতে সমর্থ হইয়াছি?" এবং পবিত্র আত্মার আলোকিত কাজের মাধ্যমে, যারা বিশ্বাসে বলবান্ তারা খ্রীষ্টে তাদের স্বাধীনতা বুঝতে পেরেছিল। তারা বুঝতে পেরেছিল যে মাংস এবং পানীয়ের ছোট বিবরণ—খাদ্য ও পানীয়, এবং অন্যান্য বিধিনিষেধ যা মোশির বিধান দ্বারা আরোপিত হয়েছিল, সেইসাথে ইহুদি পুরুষদের বিভিন্ন ঐতিহ্য এখন অপ্রচলিত। এই পার্থক্য সম্পর্কে সচেতনতা, এবং মণ্ডলীর পরিবারের মধ্যে সুসমাচার বোঝার মাত্রা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিটি মণ্ডলীর নেতার, পৌলের মতো, এই অধ্যায়গুলিকে সাবধানে অধ্যয়ন করা উচিত এবং তাদের মণ্ডলীর মধ্যে নীতিগুলি শেখানো উচিত। তাহলে, এগুলি উদাহরণ দিয়ে শেখানোর জন্য, যেমনটি প্রেরিত করেছিলেন। পৌল এই অধ্যায়ে তিনি যা প্রচার করেছিলেন তা অনুশীলন করেছিলেন। যদিও তিনি বিশ্বাসে বলবান্ ছিলেন, শুনুন কিভাবে তিনি নিজের দৃঢ় প্রত্যয় এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন, যেমন ১ করিন্থীয় ৯ অধ্যায়, ১৯ থেকে ২৩ পদে লেখা রয়েছে: "কারণ সকলের অনধীন হইলেও আমি সকলের দাসত্ব স্বীকার করিলাম, যেন অধিক লোককে লাভ করিতে পারি। আমি যিহূদীদিগকে লাভ করিবার জন্য যিহূদীদের কাছে যিহূদীর ন্যায় হইলাম; আপনি ব্যবস্থার অধীন না হইলেও আমি ব্যবস্থার অধীন লোকদিগকে লাভ করিবার জন্য ব্যবস্থাধীনদিগের কাছে ব্যবস্থাধীনের ন্যায় হইলাম। আমি ঈশ্বরের ব্যবস্থাবিহীন নই, বরং খ্রীষ্টের ব্যবস্থার অনুগত রহিয়াছি" – কেন? – "তথাপি ব্যবস্থাবিহীন লোকদিগকে লাভ করিবার জন্য ব্যবস্থাবিহীনদের কাছে ব্যবস্থাবিহীনের ন্যায় হইলাম। দুর্ব্বলদিগকে লাভ করিবার জন্য আমি দুর্ব্বলদের কাছে দুর্ব্বল হইলাম" আমি নিজেকে তৈরি করেছি "সর্ব্বথা কতকগুলি লোককে পরিত্রাণ করিবার জন্য আমি সর্ব্বজনের কাছে সর্ব্ববিধ হইলাম। আমি সকলই সুসমাচারের জন্য করি, যেন তাহার সহভাগী হই।" এখন, আপাতত, আসুন আমরা এই তথ্যটিকে সত্য হিসাবে গ্রহণ করি - পিতার আত্মিক পরিবারের সকল বিশ্বাসীদের একই আত্মিক পরিপক্কতা নেই।

আমরা কিভাবে এটা হস্তান্তর করবো সেটাই এই পঞ্চম নীতি। পঞ্চম নীতি হল, পরিপক্কদের দুর্বলদের দুর্বলতা বহন করা উচিত। এই পঞ্চম নীতির অন্বেষণে, আমরা প্রকৃতপক্ষে খ্রীষ্টীয় স্বাধীনতার সাথে সম্পর্কিত বিষয়টিকে কীভাবে পরিচালনা করতে হয় তা নিয়ে ঈশ্বরের নির্দেশের অন্তরে প্রবেশ করছি। এই পঞ্চম নীতিতে, আমি প্রথমে বিশ্বাসে পরিপক্কদের কাছে পৌলের নির্দেশকে অনুসরণ করব।

প্রথম কাজটি ১ পদে দেওয়া হয়েছে: "বিশ্বাসে যে দুর্ব্বল, তাহাকে গ্রহণ কর।" এই "গ্রহণ" শব্দের একটি সুন্দর উদাহরণ প্রেরিত ২৮ অধ্যায়, ২ পদে পাওয়া যায়। মিলিতার লোকেরা জাহাজ বিধ্বস্ত নৌকা থেকে বেঁচে যাওয়া ব্যক্তিদেরকে পরম মমতায় গ্রহণ করেছিল, এবং তারা তাদের ভালবাসার পরিচর্যা দিয়ে ঘিরে রেখেছিল। এটিই সেই "গ্রহণ" শব্দটি। একইভাবে, আমাদের স্নেহের সাথে দুর্বলদের তাদের প্রয়োজনের প্রতি দয়া ও বোধগম্যতার সাথে গ্রহণ করতে হবে। এবং যদিও তাদের এড়াতে বা তাদের বিচ্ছিন্ন করতে প্রলোভিত হয়, বলবান্দের ঠিক বিপরীত কাজ করতে হবে। "গ্রহণ" শব্দটির সবচেয়ে সুন্দর উদাহরণ হল ঈশ্বর নিজে যা করেন। ৩ পদে, পৌল লিখেছেন, "কারণ ঈশ্বর তাহাকে গ্রহণ করিয়াছেন।" বন্ধুরা, ঈশ্বর যদি বিশ্বাসে দুর্বলদের তাদের দ্বিধায় তাদের গ্রহণ করেছেন, তাহলে আমরা কেন পারবো না? অধ্যায় ১৫, ৭ পদে, পৌল আমাদের চিন্তাভাবনাগুলিকে যীশু খ্রীষ্টের নিজের উদাহরণের দিকে এনেছেন, "অতএব যেমন খ্রীষ্ট তোমাদিগকে গ্রহণ করিলেন, তেমনি ঈশ্বরের গৌরবের জন্য তোমরা এক জন অন্যকে গ্রহণ কর।"

এখন দ্বিতীয়ত, পৌল যোগ করেছেন, "তাহাকে গ্রহণ কর, কিন্তু তর্কবিতর্ক সম্বন্ধীয় বিষয়ের বিচারার্থে নয়।" বলবান্দের সতর্ক থাকতে হবে যাতে বিশ্বাসে দুর্বলদের বিবেকবান দৃষ্টিভঙ্গি ও অনুশীলনে ব্যাঘাত না ঘটে। এখন বলবান্দের এমন একটি সমস্যাকে বাড়িয়ে তুলতে নিষেধ করেছে যা দুর্বলদের প্রতি কোমল ছিল। অন্য কথায়,

উগ্র বিতর্ক বা তীব্র আপত্তি সহ তাদের ঠেলে দেওয়া নয়, জোর করা নয়। এছাড়াও, কোন ঠান্ডা আচরণ নয়, কোন কঠোর প্রতিরোধ নয়। না, তাদের বিভিন্ন অভ্যাস বা প্রত্যয়কে স্বীকৃতি দিয়ে আমাদের তাদের কোমলভাবে গ্রহণ করতে হবে। তাদের দৃঢ় প্রত্যয় থেকে সরে আসার জন্য অযথা চাপ না দিয়ে তাদের নিজেদের মতো ছেড়ে দিতে হবে। এখানে, যারা বিশ্বাসে বলবান্ তারা ছোট মেষশাবকদের পালন করবে। আমাদের দৃঢ় যুক্তি দ্বারা বাধ্য না করে তাদের নেতৃত্ব দিতে হবে। সুতরাং, প্রভুর এই প্রাথমিক নির্দেশের অর্থ এই নয় যে আমরা কখনই বিশ্বাসে দুর্বলদেরকে আলোকিত করার চেষ্টা করব না, যাতে তারাও বিশ্বাসে বলবান্ হতে পারে। কিন্তু এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের বিশদ বিবরণ, আমরা আমাদের নিম্নলিখিত অধিবেশনগুলিতে আরও গভীরভাবে আলোচনা করব।

সুতরাং তৃতীয়ত, প্রেরিতজন ৩ পদে উপদেশ দিয়েছেন, "যে যাহা ভোজন করে, সে এমন ব্যক্তিকে তুচ্ছা না করুক, যে তাহা ভোজন করে না।" এটা করা কতটা সহজ, যারা সংশয় ধরে রাখে যেটাকে বলবানরা অপ্রয়োজনীয় মনে করে। আমরা তাড়াতাড়ি আমাদের কাঁধ ঝাঁকিয়ে তাদের দিকে উপেক্ষা করি, এবং তাদের দৃষ্টিভঙ্গির জন্য তাদের অবজ্ঞা করি। এখন, অবজ্ঞা করা মানে, কোন বিষয়ে অপ্রয়োজনীয়ভাবে সংশয়গ্রস্থ হওয়ার জন্য, কাউকে তাচ্ছিল্যের সাথে বিবেচনা করা। এই অবজ্ঞার প্রতিক্রিয়া মৌখিক হতে পারে, কিন্তু প্রায়শই, এমনকি অমৌখিক হতে পারে। বন্ধুরা, আমাদের না বলা ভাষা দুর্বলদের দ্বারা অনুভূত এরকম হতে পারে, "আহ! আপনার মতামত হাস্যকর। আমরা তাদের সহ্য করব, কিন্তু আপনি আমাদের এগিয়ে যেতে বাঁধা দিচ্ছেন। আপনার অবস্থান এই মণ্ডলীতে বাঁধা সৃষ্টি করে। আমি শুধু চাই আপনি বৃদ্ধি পান।" এখন তাদের ভালবাসায় গ্রহণ করার পরিবর্তে এটি দুর্বলদের অবজ্ঞা করার একটি রূপ।

চতুর্থত, এবং এটি উভয় দলের জন্য প্রযোজ্য, বিশ্বাসে বলবান্ এবং দুর্বলজন, তাদের সহ ভাই বা বোনদের প্রত্যয়ের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। আমাদের এমন বিষয়গুলোতে কোনো সিদ্ধান্ত দেওয়ার জন্য ডাকা হয়নি যেখানে ঈশ্বর তার ইচ্ছা প্রকাশ করেননি, কিন্তু আমাদের স্বাধীনতা দিয়েছেন। ঈশ্বর বিচারক। আর তার কাছে প্রত্যেক বিশ্বাসী জবাবদিহি। এবং পৌল ৪ পদে এটি আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "তুমি কে, যে অপরের ভৃত্যের বিচার কর? নিজ প্রভুরই নিকটে হয় সে স্থির থাকে, নয় পতিত হয়।" এখন, এই পদে এই প্রশ্নটি নিহিত আছে, "অন্যের বিচারে বসার অধিকার তোমাকে কে দিয়েছে?" সুতরাং, পৌল ৫ এবং ৬ পদে একে অপরের প্রত্যয়ের প্রতি সম্মান দেখানোর জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছা প্রদর্শন করেছেন। তিনি বলেন, "এক জন এক দিন হইতে অন্য দিন অধিক মান্য করে; আর এক জন সকল দিনকেই সমানরূপে মান্য করে; প্রত্যেক ব্যক্তি আপন আপন মনে স্থিরনিশ্চয় হউক। দিন যে মানে, সে প্রভুর উদ্দেশেই মানে; আর যে ভোজন করে, সে প্রভুর উদ্দেশেই ভোজন করে, কেননা সে ঈশ্বরের ধন্যবাদ করে; এবং যে ভোজন করে না, সেও প্রভুর উদ্দেশেই ভোজন করে না, এবং ঈশ্বরের ধন্যবাদ করে।" আবার, এই উপদেশটি বিশ্বাসে বলবান্ এবং দুর্বল উভয়ের জন্য প্রযোজ্য। উভয়ই খ্রীষ্টিয় স্বাধীনতার ক্ষেত্রে বিষয়গুলোতে অমত পোষণ করতে পারে, তবুও উভয়ই তাদের প্রভুকে সম্মানিত করার জন্য চেষ্টা করছে। উভয়ই তাদের প্রভু এবং মুক্তিদাতার যা পছন্দ তা করতে আগ্রহী। উভয়ই যা খায় তার জন্য অথবা যে কোন পবিত্র উদ্দেশ্যে তারা যা আলাদা করে রাখে তার জন্য ধন্যবাদ জানায়। উভয়ই নিজেদের স্বার্থে কাজ করে না, যেমনটি ৭ এবং ৮ পদে প্রতিফলিত হয়, যেখানে বলা হয়েছে, "কারণ আমাদের মধ্যে কেহ আপনার উদ্দেশে জীবিত থাকে না, এবং কেহ আপনার উদ্দেশে মরে না। কেননা যদি আমরা জীবিত থাকি, তবে প্রভুরই উদ্দেশে জীবিত থাকি; এবং যদি মরি, তবে প্রভুরই উদ্দেশে মরি। অতএব আমরা জীবিত থাকি বা মরি, আমরা প্রভুরই।" অন্য কথায়, বলবান্ এবং দুর্বল উভয়ই এই বিষয়ে একমত। তারা উভয়ই ঈশ্বরের সম্মানে বাঁচতে এবং কাজ করতে চায়, তার ইচ্ছা পূর্ণ করতে চায়।

এবং তাই, কার্যক্রম হলো যে প্রতিটি বিশ্বাসী শাস্ত্রকে এবং নিজেকে পরীক্ষা করবে, এবং তদনুযায়ী কাজ করবে। ঈশ্বরের ইচ্ছা স্পষ্ট: "প্রত্যেক ব্যক্তি আপন আপন মনে স্থিরনিশ্চয় হউক"—৫ পদ। "স্থিরনিশ্চয় হউক" শব্দগুলি সর্বোচ্চ আস্থা বা দৃঢ় বিশ্বাস নির্দেশ করে। অন্য কথায়, এটি শুধু একটি মতামত, পক্ষপাত বা অনুভূতির বিষয় নয়। না, বরং এটি এমন একটি বিষয় হওয়া উচিত যা ঈশ্বরের বাক্যের অধ্যয়ন থেকে ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত দ্বারা মন গড়ে উঠেছে । এখন, নিশ্চিত হওয়ার জন্য যে আমরা এটি ভুল ব্যাখ্যা করছি না, এই নির্দেশটি ঈশ্বরের বাক্যে সংজ্ঞায়িত নৈতিকতার বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত নয়। না, এটি এখানে এই প্রেক্ষাপটে প্রযোজ্য: আনুষ্ঠানিক বিষয়গুলি, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, পারিবারিক প্রথাগুলি, সামাজিক বিষয় বা সাংস্কৃতিক দিকগুলি যা পবিত্র বাইবেলে জীবনের এবং বিশ্বাসের জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছা হিসাবে সংজ্ঞায়িত নয়। এবং যদি, একজন বিশ্বাসী হিসেবে, আপনি দৃঢ় প্রত্যয়ী হন যে কিছু খাবার খাওয়া ভুল, তবে অবশ্যই, তা পরিহার করুন। যদি আপনি বিপরীত মতামত পোষণ করেন, তবে আপনি ধন্যবাদ জানিয়ে এটি উপভোগ করুন। অথবা যদি আপনি প্রতিটি প্রভুর দিনে উপবাস করার জন্য দৃঢ়প্রত্যয়ী হন, তবে অবশ্যই, এটি প্রভুর জন্য করুন। এবং যদি, একটি মণ্ডলী হিসেবে, আপনি বিশ্বাস করেন যে আপনার ব্যক্তিগত গড়ে ওঠা এবং উন্নতির জন্য, একটি দিন নির্ধারণ করা উপকারি যাতে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের জন্ম, মৃত্যু, বা পুনরুত্থান, বা স্বর্গে নীত হওয়ার দিন স্মরণ করা যায়, তবে অবশ্যই, এটি প্রভুর জন্য করুন। কিন্তু যদি কেউ এই সময়টি সাধারণ শ্রমের জন্য নিবেদিত করে, এই বিষয়ে দৃঢ়প্রত্যয়ী হয়ে যে বাইবেলে এমন একটি দিন নির্ধারণ করার জন্য কোনো নির্দেশ নেই, তবে কাউকে দয়ালু না হয়ে তাদের বিচার করা উচিত নয়। অনেক খ্রীষ্টিয়, উদাহরণস্বরূপ, অক্টোবর ৩১ তারিখকে সংস্কারসাধনের (Reformation) দিন হিসেবে চিহ্নিত করেন। বাইবেলে কোথাও এই বিষয়ে নির্দেশ নেই, কিন্তু এটাও নয় যে পবিত্র শাস্ত্র আমাদের বিশেষ একটি বার্ষিক দিনে ঈশ্বরের কার্যাবলী স্মরণ করার জন্য নিষেধ করেছে। তাই কাউকে এই কাজ করার জন্য দোষারোপ বা বিরোধিতার সম্মুখীন হওয়া উচিৎ নয়, এবং কেউ অন্যদেরকে এটি বিবেকের বিষয় হিসেবে পালন করতে চাপ দেওয়ার জন্য অনুমোদিত নয়, বা সংস্কারসাধনের (Reformation) শুরুর দিনটি উদযাপন না করার জন্য অন্যদের দোষারোপ করা উচিত নয়।

সুতরাং, সপ্তম শতাব্দীর একজন পালকের দ্বারা প্রদত্ত একটি সুন্দর পরামর্শ দিয়ে আমি এই অধিবেশনটি শেষ করি, যিনি বলেছিলেন, "প্রয়োজনীয় জিনিসগুলিতে, ঐক্য; অপ্রয়োজনীয় বিষয়ে, স্বাধীনতা; কিন্তু সব কিছুতেই, উদারতা।" ধন্যবাদ

দ্বন্দ্বের সমাধান এবং মণ্ডলীর মধ্যে প্রেমের বিধান

রেভ. এ. টি. ভারগুস্ট

মডিউল ২ ~ বক্তৃতা ৪

বলবান্ জনের জন্য রাজার নির্দেশাবলী

রোমীয় ১৪:১ থেকে ১৫:৭ এর উপর ভিত্তি করে, স্বাধীনতার বিষয়ে প্রেমের বিধানের বিষয়ে আমাদের চতুর্থ অধিবেশনে স্বাগত। আমাদের পূর্ববর্তী পাঠে, আমরা চারটি নীতি পর্যালোচনা করেছি এবং পঞ্চমটি নিয়ে কাজ করছি, যা রোমীয়দের এই শাস্ত্রাংশ থেকে উদ্ভূত হয়েছে। এখন, আমরা এতদূর শিখেছি যে বিশ্বাসীরা সবসময় যে বিষয়গুলিকে অপরিহার্য হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়নি, সেই বিষয়ে একইভাবে চিন্তা করে না। দুই নম্বর, খ্রীষ্টিয় স্বাধীনতার এই ক্ষেত্রটিতে বিশ্বাসীদের মধ্যে সত্যিই টানাপোড়েন এবং অসামঞ্জস্য আসার সম্ভাবনা রয়েছে। এবং তৃতীয়ত, এই অসামঞ্জস্য এবং বিভাজন এড়াতে, আমাদেরকে সুসমাচারের মুখ্য সত্যগুলির উপর ধ্যান দিতে হবে। এবং এটি কঠিন, কারণ চতুর্থ নীতি হল যে একটি মণ্ডলীর পরিবারের মধ্যে, আমাদের সকলের বিশ্বাসে একই আত্মিক পরিপক্কতা নেই। এবং এটি আমাদের পঞ্চম স্থানে নিয়ে আসে, যে বিশ্বাসে বলবান্ তাদের দুর্বল বিশ্বাসীদের দুর্বলতা বহন করা উচিত।

তাই এই পঞ্চম নীতি হল স্থানীয় খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসীদের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করার বিষয়ে ঈশ্বরের নির্দেশের প্রধান জোর। অন্য কথায়, প্রধান দায়িত্ব পৃথিবীতে ঈশ্বরের পরিবারের মধ্যে, বিশ্বাসে বলবান্দের কাঁধে রয়েছে। যেমনটা আমাদের স্বাভাবিক জীবনে হয়, বড়োদের ক্ষেত্রে। এখন এটি স্পষ্ট যে পৌল কীভাবে রোমীয় ১৫ অধ্যায়, ১ পদে তার নির্দেশাবলী দিয়ে শেষ করেছেন এবং আমাকে এটি আবার পড়তে দিন: "কিন্তু বলবান্ যে আমরা" বিশ্বাসে, "আমাদের উচিত, যেন দুর্ব্বলদিগের দুর্ব্বলতা বহন করি, আর আপনাদিগকে তুষ্ট না করি।" "বহন করা" এর গ্রীক শব্দের অর্থ হল "তুলে নেওয়া এবং বহন করা"। শব্দটি যারা যাত্রীদের তাদের লাগেজ বহনে সহায়তা করে তাদের বর্ণনা করে। গালাতীয় ৬ অধ্যায়ে, আমরা একই বাক্য খুঁজে পাই, "তোমরা পরস্পর এক জন অন্যের ভার বহন কর; এইরূপে খ্রীষ্টের ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে পালন কর।" সুতরাং, আপনি যদি এই দুটি শাস্ত্রকে একত্রিত করেন, তাহলে এটি আমাদের বুঝতে সাহায্য করে যে এখানে ঈশ্বরের নির্দেশনা কী। আমাদের তাদের বিশ্বাসের যাত্রায় যারা সংগ্রাম করছে তাদের সাহায্য করতে হবে। হয় আমরা তাদের বোঝার ভার ভাগ করে নেওয়ার মাধ্যমে এটি করি, যা গালাতীয় ৬ অধ্যায়, ১ পদ বলে, অথবা আমরা তাদের বিশ্বাসের অক্ষমতা বহন করার দ্বারা এটি করি, যেমন এখানে রোমীয় ১৫ অধ্যায়, ১ পদে আছে।

তাই এই নির্দেশাবলীতেই আমরা শুনতে পাই পৌলের পিতৃতুল্য হৃদয়ের স্পন্দন। তিনি পালকের মতো, তিনি কোমল এবং করুণাময়, যখন তিনি বিশ্বাসে দুর্বলদের সাথে মোকাবিলা করেন। এখন তিনি তার চিঠিতে এই অধ্যায়টি শুরু করেছিলেন বলবান্দের সন্দেহজনক বিতর্কে প্রবেশ করতে নিরুৎসাহিত করে, অধ্যায় ১৪, ১ পদে। এবং কেন? বন্ধুরা, এই যাত্রীদের জন্য এটি কঠিন করে তুলবে যখন আমরা জোরপূর্বক আলোচনায় প্রবেশ করি। পৌল তাদের তুচ্ছ করার বিরুদ্ধেও সতর্ক করেছিলেন। পরিবর্তে, আমরা, বলবান্দের, তাদের সাথে বহন করতে হবে

এবং তাদের দুর্বলতা সহ্য করতে হবে। তাদের আত্মিক যাত্রাকে কঠিন করে তোলার পরিবর্তে, আমাদের তাদের জন্য এটা সহজ করে তুলতে হবে।

সুতরাং, আমরা কীভাবে এটিকে সহজ করতে পারি এবং কীভাবে এটি সামঞ্জস্যকে এবং এইভাবে ঈশ্বরের রাজ্যের শক্তিকে উন্নীত করবে? এখন, আমরা হয় তাদের বোঝা বহন করতে সাহায্য করে, অথবা আমরা তাদের বোঝা থেকে মুক্তি পেতে সাহায্য করে এটি করি। কিন্তু আমরা তাদের সাহায্য করি না যখন আমরা তাদের রাস্তায় হোঁচট খাওয়াই, কারণ এই ধরনের হোঁচট কেবল তাদের যাত্রাকে জটিল করে না, এটি তাদের আত্মিকভাবে ক্ষতি করে। তাহলে কি? এখানে ব্যবহারিক উপায় কি?

রোমীয় ১৫ অধ্যায়, ২ পদে পৌলের নির্দেশনা স্পষ্ট। তিনি বলেছেন, "আমাদের প্রত্যেক জন যাহা উত্তম, তাহার জন্য, গাঁথিয়া তুলিবার নিমিত্ত, প্রতিবাসীকে তুষ্ট করুক।" আমাদের গেঁথে তুলতে হবে—এর অর্থ হল বিশ্বাসে গড়ে তোলা। তাহলে আমরা কিভাবে বিশ্বাসে দুর্বলদের গড়ে তুলব? আমরা তা করি যখন আমরা তাদের আরও বেশি করে স্বাধীনতা, পূর্ণতা বা খ্রীষ্টে থাকার সম্পূর্ণতা দেখাই। অন্য কথায়, চূড়ান্ত লক্ষ্য হবে দুর্বলরা বিশ্বাসে বলবান্ হবে। ব্যবহারিকভাবে এর মানে কি? কিভাবে বলবানজন এটা বহন করবেন? এর উত্তর দেওয়ার জন্য, আসুন প্রথমে রোমীয় ১৪ এর অধ্যয়নে ফিরে আসি যেখানে বিশ্বাসে বলবান্‌দের প্রতি ঈশ্বরের নির্দেশাবলী শোনা যায়।

পূর্ববর্তী বক্তৃতা থেকে প্রসারিত হয়ে, পঞ্চম নির্দেশনা রোমীয় ১৪:১৩-এ পাওয়া যায়: "অতএব, আইস, আমরা পরস্পর কেহ কাহারও বিচার আর না করি, বরং তোমরা এই বিচার কর যে, ভ্রাতার ব্যাঘাতজনক কি বিঘ্নজনক কিছু রাখা অকর্ত্তব্য।" এখানে, প্রেরিত পৌল ঈশ্বরের আদর্শে খ্রীষ্টিয় আচরণের অন্তর্নিহিত বিষয়টি তুলে ধরছেন। এটি একে অপরকে ভালোবাসার আহ্বান, শুধু যেমন আমরা নিজেদের ভালোবাসি তেমনি নয়, বরং সেই পরিমাণে যেমন যীশু তার নিজের অনুসারীদের, এমনকি তার শত্রুদেরও ভালোবাসেন। বন্ধুরা, আমাদের প্রস্থানকারী প্রভু আমাদের এই আদেশ দিয়েছেন, যোহন ১৩:৩৪-৩৫-এ, "এক নূতন আজ্ঞা আমি তোমাদিগকে দিতেছি, তোমরা পরস্পর প্রেম কর; আমি যেমন তোমাদিগকে প্রেম করিয়াছি, তোমরাও তেমনি পরস্পর প্রেম কর। তোমরা যদি আপনাদের মধ্যে পরস্পর প্রেম রাখ, তবে তাহাতেই সকলে জানিবে যে, তোমরা আমার শিষ্য।"

বিশ্বাসীদের মধ্যে সামঞ্জস্য অনেকটা সংরক্ষিত থাকে যখন বলবানরা, প্রেমময় মনোভাব নিয়ে, দুর্বলদের বিশ্বাসে দুর্বলতার বোঝা বহন করে। তবে, আমার এক ভাই বা বোনের প্রতি সেই প্রেমময় মনোভাব আসলে কেমন দেখায়? রোমীয় ১৪:১৩ অনুসারে, এর মানে হল যে আমি আমার ভাইয়ের পথে কোনো বাধা বা পতনের সুযোগ সৃষ্টি করি না। বাস্তবে, এর মানে হল যে আমি নিজেকে ঠিক করবো—আমি নিজেকে সেই সব আচরণে ঠিক করবো যা বিঘ্ন দেয়, অথবা যা সমস্যা সৃষ্টি করে, বা আরও খারাপ, যা আমার ভাইকে ধ্বংস করতে পারে। কীভাবে ঈশ্বর তা প্রকাশ করেছেন রোমীয় ১৪:১৫ এবং ১৬-এ তা শুনুন: "বস্তুতঃ তোমার ভ্রাতা যদি খাদ্য সামগ্রী প্রযুক্ত দুঃখিত হয়, তবে তুমি আর প্রেমের নিয়মে চলিতেছ না। যাহার নিমিত্ত খ্রীষ্ট মরিলেন, তোমার খাদ্য সামগ্রী দ্বারা তাহাকে নষ্ট করিও না। অতএব তোমাদের যাহা ভাল, তাহা নিন্দার বিষয় না হউক।" এখানে, "তোমাদের যাহা ভালো" বলতে তা বোঝায় যা তুমি অনুমোদিতভাবে করো—তাহা নিন্দার বিষয় না হউক। যদি আমি পৌলের এই বাক্যগুলো পুনঃব্যাখ্যা করি, যেন এটি পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারি যে ঈশ্বর আমাদের কী নির্দেশ দিচ্ছেন, তবে তা এমনভাবে শোনাবে: কিন্তু যদি তোমার ভাই বা বোন তোমার স্বাধীনতার ব্যবহারে দুঃখিত হয়, তবে তা করো না—তা করো না। যদিও তুমি নিশ্চিত যে এটা গ্রহণযোগ্য বা প্রভুর কাছে ভাল। সে খাবার খাওয়া বন্ধ করো, বা মদ্যপান করা বন্ধ করো, অথবা যা কিছু দুর্বল বিশ্বাসী আপনার সহভাগিতায় খ্রীষ্টিয় হিসেবে গ্রহণযোগ্য মনে করে না তা বন্ধ করো। কঠিন, হ্যাঁ—এটাই ঈশ্বরের ইচ্ছা। তোমার স্বাধীনতা ব্যবহার করো না, কারণ এর ফলে তোমার ভাই বা বোনের উপর অসুস্থ প্রভাব পড়ে। এটি হয়তো তাদের ব্যক্তিগতভাবে প্রভাবিত করবে, অথবা এটি তোমার সাথে তাদের ঐক্য ভেঙে ফেলবে।

আর তাকে ভালোবাসা তোমার স্বাধীনতা ব্যবহারের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। যদি তুমি নিজেকে সংযত না করো, তুমি তাকে বিশ্বাসে বা খ্রীষ্টের আনন্দে গড়ে তুলছো না। আসলে, তুমি এমন একজনকে ধ্বংস করছো, যার জন্য যীশু খ্রীষ্ট শুধু তার স্বাধীনতা নয়, তার জীবনও দিয়েছেন।

আমরা লক্ষ্য করব যে পৌল শুধুমাত্র এই বিষয়টি প্রচার করেননি। এখন, প্রভু যীশুর এক প্রশংসনীয় দাস তাঁর এই কথাগুলি যেভাবে বর্ণনা করেছেন, সেটি তিনি নিজের জীবনে প্রমাণ করেছেন, যেভাবে তিনি বলেছেন ১৪ পদে, "আমি জানি, এবং প্রভু যীশুতে নিশ্চয় বুঝিয়াছি, কোন বস্তুই স্বভাবতঃ অপবিত্র নয়; কিন্তু যে যাহা অপবিত্র জ্ঞান করে, তাহারই পক্ষে তাহা অপবিত্র।" পৌল তাঁর সুসমাচারের বোধগম্যতা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বিশ্বাস করেছিলেন যে কিছু বিশ্বাসীর খাদ্য বা অন্যান্য ছোট ছোট বিষয়ের উপর যে সংশয় ছিল, তা প্রয়োজনীয় ছিল না। আমরা আরও লক্ষ্য করি যে, তাঁর সব সহবিশ্বাসী একরকম বিবেকসম্পন্ন ছিলেন না। এবং তাঁদের বিঘ্ন না দেওয়ার জন্য, পৌল তাদের সামনে তাঁর স্বাধীনতা ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকতেন। ১ করিন্থীয় ৯:১৯-২০ পদে, যীশুর একজন অনন্য শিষ্য হিসেবে পৌলের মহিমা প্রকাশ পায়: "কারণ সকলের অনধীন হইলেও আমি সকলের দাসত্ব স্বীকার করিলাম, যেন অধিক লোককে লাভ করিতে পারি। আমি যিহূদীদিগকে লাভ করিবার জন্য যিহূদীদের কাছে যিহূদীর ন্যায় হইলাম" কেন? "আপনি ব্যবস্থার অধীন না হইলেও আমি ব্যবস্থার অধীন লোকদিগকে লাভ করিবার জন্য ব্যবস্থাধীনদিগের কাছে ব্যবস্থাধীনের ন্যায় হইলাম।" তবে, পরবর্তী পদগুলি স্পষ্টভাবে জানায় যে, একটি ভিন্ন পরিবেশে, তিনি নিজেকে মানিয়ে নিতেন, যেমন তিনি বলেন, "তথাপি ব্যবস্থাবিহীন লোকদিগকে" – তারা অপরিত্রানপ্রাপ্ত, মণ্ডলীর বাইরে, অখ্রীষ্টিয় জন – "লাভ করিবার জন্য ব্যবস্থাবিহীনদের কাছে ব্যবস্থাবিহীনের ন্যায় হইলাম। দুর্ব্বলদিগকে লাভ করিবার জন্য আমি দুর্ব্বলদের কাছে দুর্ব্বল হইলাম। সর্ব্বথা কতকগুলি লোককে পরিত্রাণ করিবার জন্য আমি সর্ব্বজনের কাছে সর্ব্ববিধ হইলাম।" প্রিয় বন্ধুগণ, এই অনুগ্রহপুর্বক মানিয়ে নেওয়াতে, নিজেকে সর্বাধিক কার্যকরী সুসমাচার প্রচারক হিসেবে তৈরি করার জন্য পৌল কখনও তাঁর ঈশ্বরের প্রকাশিত বিধানের প্রতি তাঁর আনুগত্যে কোনও আপোষ করেননি। এখন, শোনো, তিনি আমাদের জন্য ২১ পদে আরও যোগ করেছেন, "আমি ঈশ্বরের ব্যবস্থাবিহীন নই, বরং খ্রীষ্টের ব্যবস্থার অনুগত রহিয়াছি।" পৌল কীভাবে এই রকম হলেন? তিনি এটি তাঁর প্রভু থেকে শিখেছিলেন। এবং এজন্য তিনি আমাদের চিন্তাভাবনাকে তাঁর প্রতি নির্দেশ করেন, রোমীয় ১৫:৩-এ। তিনি বলেন, "কারণ খ্রীষ্টও আপনাকে তুষ্ট করিলেন না, বরং যেমন লিখিত আছে, "যাহারা তোমাকে তিরস্কার করে, তাহাদের তিরস্কার আমার উপরে পড়িল।" প্রভু যীশু ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে সমস্ত পরীক্ষা সহ্য করতে ইচ্ছুক ছিলেন। তিনি সেগুলি এড়াতে বা সেগুলির প্রতি পিছু হটতে চাননি। তিনি নিজেকে ত্যাগ করে অন্যদের কল্যাণের জন্য চিন্তা করেছিলেন। তাঁর পিতার গৌরবের জন্য জীবনযাপন ছাড়াও, যীশু পাপীদের মঙ্গল চিন্তা করে বাঁচতেন, এবং সেটার সাথে তিনি তাঁর শিষ্যদের অপরিপক্বতাও সহ্য করেছিলেন। এক সময়, তিনি এমনকি মন্দিরের কর থেকে মুক্তির জন্য তাঁর স্বাধীনতা ত্যাগ করেছিলেন। তিনি অপমান সহ্য করতে ইচ্ছুক ছিলেন। তিনি অন্যদের উপকার করার জন্য অবজ্ঞা সহ্য করতে ইচ্ছুক ছিলেন। এখন আমরা জানি প্রভু এই কাজটি কতটা গভীরভাবে করেছেন, এবং আমরা কি তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করব না? আমরা কি আমাদের কিছু স্বাধীনতা ত্যাগ করব না আমাদের সহবিশ্বাসীকে তাঁর দুর্বলতা বহন করতে সাহায্য করার জন্য? যেভাবে খ্রীষ্ট এই অভিজ্ঞতা করেছিলেন, সেভাবেই আমরা করব। যীশু তাঁর ভালোবাসার প্রকাশের জন্য অপমান নিজের উপর নিয়েছিলেন। পৌলও একই অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন, যেহেতু তিনি পৃথিবীজুড়ে বদনামিত হয়েছিলেন। এবং যদি আপনি এবং আমি প্রভুর উদাহরণ অনুসরণ করি, তাহলে অপমানের জন্য প্রস্তুত থাকুন।

তাই একটি প্রেরিত আবেদনের সাথে, কিন্তু এমনকি একটি প্রেরিত কর্তৃত্বের সাথেও, পৌল রোমীয় ১৪, ১৯ থেক ২০ পদে বলবান্‌দের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছিলেন। তিনি বলেছেন, "অতএব যে যে বিষয় শান্তিজনক, ও যে যে বিষয়ের দ্বারা পরস্পরকে গাঁথিয়া তুলিতে পারি" – অন্যের বিশ্বাসকে গাঁথিয়ে তোলার অর্থ – "নিমিত্ত" এমন কিছু তুচ্ছ

বিস্ময় যেমন "খাদ্যের নিমিত্ত ঈশ্বরের কর্ম্ম ভাঙ্গিয়া ফেলিও না।" খ্রীষ্টিয় হিসাবে আমরা যা করি তার প্রেরণা হওয়া উচিৎ উদারতা। কারণ পৌল যখন বিশ্বাসে বলবান্ ব্যক্তিদের উদার হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন, তখন এটি এমন নয় যে তিনি খ্রীষ্টিয় স্বাধীনতার বিষয়ে তার মতামতের সাথে আপস করছেন। পরিবর্তে, তিনি বিশ্বাসে দুর্বলদের রক্ষা করার জন্য তাদের খ্রীষ্টিয় স্বাধীনতাকে বলিদান করার জন্য বলবান্দের অনুরোধ করছেন। এখন তিনি আরও একবার ১৪ অধ্যায় ২০ পদে জোর দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "সকল বস্তুই শুচি বটে, কিন্তু যে ব্যক্তির যাহা ভোজন করিলে ব্যাঘাত জন্মে, তাহার পক্ষে তাহা মন্দ।" এখন এই অধ্যায়ের প্রেক্ষাপটে, "সমস্ত জিনিসই বিশুদ্ধ" বাক্যাংশটি শুধুমাত্র খাদ্য ও পানীয়, বা বিশেষ দিনগুলি এবং অপ্রয়োজনীয় বিষয়গুলিকে বোঝায়। পৌল এখানে পরোক্ষভাবে নিশ্চিত করেছেন যে আনুষ্ঠানিক বিধানের সীমাবদ্ধতাগুলি খ্রীষ্টিয় হিসাবে আমাদের জন্য আর বাধ্যতামূলক নয়। তবুও, এই দৃঢ় শব্দটি মনে রাখবেন, "মন্দ।" যদিও খাদ্যটি শুচি, এবং যদিও খাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়, তবুও তা করা মন্দ হতে পারে। ২১ পদে তুলে ধরা সেই মন্দটি কি? "মাংস ভক্ষণ বা দ্রাক্ষারস পান, অথবা যে কিছুতে তোমার ভ্রাতা ব্যাঘাত কি বিঘ্ন পায়, কি দুর্ব্বল হয়, এমন কিছুই না করা ভাল।" এটাই মন্দ। আপনার খ্রীষ্টীয় স্বাধীনতায় আপনি যে জীবন যাপন করেন তা যদি একজন ভাইয়ের জন্য অপরাধ নিয়ে আসে, তবে তা মন্দ। অথবা, আপনার উদাহরণ যদি একজনকে তার নিজের বিবেকের বিরুদ্ধে কাজ করতে পরিচালিত করে, তবে তা মন্দ। কারণ, রোমীয় ১৪ অধ্যায়, ২৩ পদ অনুসারে, " আর যাহা কিছু বিশ্বাসমূলক নয়, তাহাই পাপ।" অথবা, যদি আপনার ক্রিয়াকলাপ আপনার মধ্যে আত্মিক সম্পর্ককে দুর্বল করে দেয় এবং বিশ্বাসের আত্মিক জীবনে দুর্বলদের স্বাচ্ছন্দ্য নষ্ট করে, তবে তা মন্দ। এখন, পৌল বলেননি যে আপনি সেই কাজগুলি কখনই করতে পারবেন না যেগুলি দ্বারা একজন দুর্বল ভাই বিঘ্নিত হয়। ২২ পদে, আমরা পড়ি, "তোমার যে বিশ্বাস আছে, তাহা আপনার কাছেই ঈশ্বরের সম্মুখে রাখ।" অন্য কথায়, বিশ্বাস এখানে খ্রীষ্টীয় স্বাধীনতা সংক্রান্ত বিষয়গুলিকে বোঝায় - আমরা এই অধ্যায়ে যা বলছি। তাই পৌল বলেছেন যে আপনি যদি বিশ্বাস করেন যে শুয়োরের মাংস খাওয়া আপনার স্বাধীনতা, তবে তা খান, তবে আপনার দুর্বল ভাইয়ের সামনে এটি করবেন না। ব্যক্তিগতভাবে এই স্বাধীনতা পেয়ে সন্তুষ্ট হন, এবং এটিকে মণ্ডলীর পরিবারে ঝামেলার বিষয় তৈরি করা থেকে এড়িয়ে চলুন। দুর্বলদের দুর্বলতা সহ্য করুন, খ্রীষ্টে তাদের খ্রীষ্টিয় স্বাধীনতা এবং পূর্ণতার পরিমাণে যতক্ষণ না তাদের মন এখনও আলোকহীন।

বন্ধুরা, আপনি এবং আমি কি এই অধ্যায়ে ঈশ্বরের আহ্বানকে শুনেছি? আপনাদের মধ্যে বিভেদ ও কলহ সৃষ্টি করে এমন সব বিষয় এড়িয়ে চলার জন্য প্রভু আমাদের আহ্বান করেছেন। পদের মধ্যে বিভাজন শয়তান ও তার প্রতিনিধিদের জন্য উর্বর ভূমি। অসামঞ্জস্য একটি প্রাচীন শহরের প্রাচীরে ফাটলের মত। অসামঞ্জস্য শরীরে ক্যান্সারের মতো, এবং এটি দুর্বল হওয়ার দিকে পরিচালিত করবে, বিকৃত করতে পারে এবং শেষ পর্যন্ত, একটি স্থানীয় মণ্ডলীর পরিবারকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যেতে পারে। অতএব, উপসংহারে, যা একত্রিত করে তার উপর দৃঢ় কেন্দ্রীভূত করার জন্য ঈশ্বরের নির্দেশনার উপর, আমরা সবাই জানি যে বাইবেলের প্রধান বিষয়বস্ত এবং প্রধান সত্যগুলি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আমরা সকলেই জানি যে একমাত্র জিনিস যা সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ তা হল আমরা সত্যিকারের বিশ্বাসের দ্বারা যীশু খ্রীষ্টের সাথে ঐক্যবদ্ধ কিনা। তাই মুখ্য বিস্ময়গুলির ওপরে জোর দিন। ভাইয়েরা, গৌণ বিষয়গুলো যেন আমাদের মুখ্য বিষয় থেকে বিভ্রান্ত না করে। এবং আজ কি হবে? হারিয়ে যাওয়া এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত পাপীর কাছে সুসমাচার প্রচারের বিষয়ে কী বলা যায়? এটি একটি মুখ্য বিষয়। সুসমাচারের সরল সত্যে আমাদের যুবকদের নির্দেশ দেওয়ার বিষয়ে কী বলো? এই যন্ত্রণা, এবং একাকী এবং অভাবী পৃথিবীতে আশা এবং ভালবাসার বার্তা নিয়ে বেঁচে থাকার বিষয়ে কী? এটি একটি মুখ্য বিষয়। একটি বিশ্ব যা একমাত্র এবং নিশ্চিত সুস্থতা সম্পর্কে অজ্ঞ। বিশুদ্ধ প্রেম এবং নম্রতায় একে অপরকে সেবা করার জীবন সম্পর্কে কী বলা যায়? অনাথ, বিধবা, দরিদ্র, হারিয়ে যাওয়া, অভাবী, আসক্ত এবং ভেঙ্গেপরাদের জন্য কী যত্ন নেওয়া যায়? বাইবেল বিতরণ এবং বিভিন্ন ভাষায় যে কাজ সেই সম্পর্কে কি

করা যায়? তাড়িত মণ্ডলীর সাথে এক হিসাবে সমর্থন এবং দাঁড়ানো সম্পর্কে কী করা যায়? একে অপরকে উৎসাহিত করার বিষয়ে কী করা যায়? জীবনের বোঝা ভাগাভাগি করে নেওয়ার বিষয়ে এবং তার দ্বারা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের বিধান পূর্ণ করার বিষয়ে কি করা যায়? যত বেশি আমরা এরকম মুখ্য বিষয়গুলিতে ধ্যান কেন্দ্রিত করবো যা আমাদের আত্মা এবং দেহকে আমাদের সহ-সাথিদের বিষয়ে ভাবায়, তত বেশি আমরা গৌণ বিষয়গুলিতে অমত দিতে শিখবো।

সুতরাং, বিশ্বাসে বলবান্‌দের প্রতি ঈশ্বরের নির্দেশাবলী পর্যালোচনা করে, আমরা পরবর্তীতে বিশ্বাসে দুর্বলদের প্রতি ঈশ্বরের ইচ্ছা বিবেচনা করব। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, এবং ঈশ্বর এই নির্দেশাবলীগুলিকে আশীর্বাদ করুন।

দ্বন্দ্বের সমাধান এবং মণ্ডলীর মধ্যে প্রেমের বিধান

রেভ. এ. টি. ভারগুস্সট

মডিউল ২ ~ বক্তৃতা ৫

দুর্বল জনের জন্য রাজার নির্দেশাবলী

স্বাগত, প্রিয় বন্ধুরা, খ্রীষ্টিয় স্বাধীনতার বিষয়ে প্রেমের বিধানের এই পঞ্চম অধিবেশনে। আমরা রোমীয় ১৪ অধ্যায়, ১ পদ থেকে ১৫ অধ্যায়, ৭ পদ পর্যন্ত থেকে একসাথে এটি অধ্যয়ন করছি। তাই শুধুমাত্র ঝালিয়ে নেওয়া এবং পর্যালোচনা করার জন্য, আমাদের পূর্ববর্তী পাঠে, আমি রোমীয়ের এই শাস্ত্রাংশ থেকে পাঁচটি নীতি নিয়েছিলাম। এবং আমরা শিখেছি যে প্রথমত, বিশ্বাসীরা অপ্রয়োজনীয় বিষয়গুলি সম্পর্কে একইভাবে চিন্তা করে না এবং দ্বিতীয়ত, খ্রীষ্টিয় স্বাধীনতার ক্ষেত্রে বিশ্বাসীদের মধ্যে আমাদের সম্পর্কে টানাপোড়েন আনার অনেক সম্ভাবনা রয়েছে। এবং সেইজন্য, এই সামঞ্জস্য এবং বিভাজন এড়াতে তৃতীয় নীতি হল, আমাদের সুসমাচারের মুখ্য সত্যগুলির উপর আমাদের ধ্যান রাখতে হবে, যেমন শাস্ত্র নিজেই করে। এবং চতুর্থত, একটি মণ্ডলীর পরিবারের মধ্যে, আমরা সকলেই বিশ্বাসে সমান ভাবে পরিপক্ক নোই। কেউ নতুন বিশ্বাসী, কেউ পরিপক্ক বিশ্বাসী। এবং পঞ্চমত, যে বিশ্বাসে বলবান্ তারা বিশ্বাসে দুর্বলদের অক্ষমতা বহন করবে। এই অধ্যয়নে, আমরা স্বাধীনতার বিষয়ে প্রেমের বিধানে আমাদের ষষ্ঠ নীতি বিবেচনা করব। আর ষষ্ঠ নীতি হল, বিশ্বাসে দুর্বলদের বলবান্দের বিচার করা বন্ধ করতে হবে।

সুতরাং আমাদের জ্ঞানী এবং সার্বভৌম রাজার এই স্বাস্থ্যকর শিক্ষাগুলি বিতর্কহীন। যীশু নিজেই একবার বলেছিলেন, "কিন্তু প্রজ্ঞা আপনার সকল সন্তান দ্বারা নির্দ্দোষ বলিয়া গণিত হইলেন।"—লূক 7:35। এবং যে সমস্ত মণ্ডলী আন্তরিকভাবে প্রভুর এই নির্দেশগুলিকে আলিঙ্গন করেছে এবং পালন করেছে তারা সেই সত্যের জীবন্ত ভাষ্য। আমরা ক্ষতগুলি জানি, এবং আমরা জানি যে বিভাজন এবং ধ্বংস যেগুলি প্রতিরোধ করা যেতে পারতো, যদি বিশ্বাসে বলবান্ এবং দুর্বল উভয়েই রোমীয়র অধ্যায়গুলিতে আমাদেরকে দেওয়া এই নির্দেশাবলী অনুসারে বাস করতো।

তাই গত অধিবেশনে, আমরা শিখেছি যে বলবান্দের দুর্বলদেরকে তুচ্ছ করার পরিবর্তে ধৈর্যের সাথে গ্রহণ করতে হবে। এখন আসুন বিশ্বাসে দুর্বলদের প্রতি রাজার আদেশের প্রতি আমাদের মনোযোগ দেওয়া যাক। এবং বিশ্বাসে দুর্বলদের তাদের ভাইদের ভালবাসা, এবং তাদের বিচার না করা এবং খ্রীষ্টিয় স্বাধীনতার ব্যবহার করার জন্য বিশ্বাসে বলবান্দের নিন্দা করা। বিশ্বাসে দুর্বলরা কত সহজে বলবান্দের তকমা লাগিয়ে দেয়, যেমন মাংসিক খ্রীষ্টিয় বা দ্বিতীয় সারির খ্রীষ্টিয়। কতবার বিশ্বাসে দুর্বলরা এমনকি তাদের ধারণা বা তাদের বিশ্বাসের প্রতি সম্মান দেখিয়ে অন্যদের তাদের মতো হওয়া উচিত বলে দাবি করে।

সুতরাং তাহলে বিশ্বাসে যারা দুর্বল তাদের জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছা কি? রোমীয় ১৪ অধ্যায়, ২ পদে, এই বাক্যগুলির মধ্যে পৌল বিশ্বাসে যারা দুর্বল তাদের বিষয়ে এই বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, "এক ব্যক্তির বিশ্বাস আছে যে, সর্ব্বপ্রকার দ্রব্যই খাইতে পারে, কিন্তু যে দুর্ব্বল, সে শাক খায়।" অন্য কথায়, কয়েকজন ভাই শুধুমাত্র নিরামিষ খাবার খেয়েছিলেন, কিন্তু কারণটি প্রাণীর অধিকার বা স্বাস্থ্যের জন্য উদ্বেগ বা স্বাস্থ্য সমস্যাগুলি ছিল না। তারা তা করেছিল কারণ তারা সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত ছিল যে সমস্ত মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ। এখন, আশ্চর্যজনকভাবে, এই প্রত্যয়টি এমনকি মোশির পুরনো নিয়মের বিধানের উপর ভিত্তি করেও ছিল না। কারণ সদাপ্রভু ইহুদিদের শুচি পশুদের খাওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন, এবং সেইজন্য, এটি পুরনো নিয়মের প্রকাশের চেয়েও বাইরে যেতে দেখা যায়।

দুর্বল বিশ্বাসীরা বিবেক-প্রত্যয়ী ছিল যে সমস্ত মাংস পরিহার করা উচিত। আর কেন? সম্ভবত যেহেতু রোমীয় সমাজ মূর্তিপূজায় আচ্ছন্ন ছিল, তাই তারা যুক্তি দিয়েছিল যে সমস্ত মাংসই দূষিত। সাধারণত, মাংস বাজারে বিক্রি করার আগে বা প্রতিবেশীর টেবিলে রাখার আগে মিথ্যা দেবতাদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হতো। তাই তারা, এই ধরনের মূর্তিপূজায় অজান্তে অংশ নেওয়াকে এড়াতে বলেছিল, দুর্বলরা মনে করেছিল যে রোমীয় বাজার থেকে আসা কোনও মাংস খাওয়া উচিত নয়। পৌল ইতিমধ্যেই এই সমস্যাটির সাথে মোকাবিলা করেছেন, বা সেইসাথে, ১ করিন্থীয় ১০:২২ থেকে ৩৩ পদে , এবং সেখানে তাঁর পরামর্শ চিরস্থায়ী। তিনি সহজভাবে পরামর্শ দিয়েছিলেন, জিজ্ঞাসা করার দরকার নেই। "যে কোন দ্রব্য বাজারে বিক্রয় হয়" – যা মাংসের বাজারের মতো – "সংবেদের জন্য কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া তাহা ভোজন করিও।" সুতরাং কেন এমন পরামর্শ? অজ্ঞতা কি আনন্দ আনে? না, এটা তার যুক্তি নয়। তার কারণ হল, মূর্তিদের কাছে মাংস দেওয়া হয়েছিল কিনা তা সত্যিই বিবেচ্য নয়, কারণ মূর্তি কিছুই নয় - তারা আসলেই নেই। সমস্ত বিধর্মীরা এটিকে খালি কিছুতে অর্পণ করেছিল। কারণ, তিনি বলেন, পৃথিবী এবং এর সমস্ত কিছু প্রভুর। তাই একই জিনিস, তিনি আপনার বাড়ির বাইরে অবিশ্বাসী লোকদের সাথে খাবার ভাগ করে নেওয়ার বিষয়ে পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি বলেন, "অবিশ্বাসীদের মধ্যে কেহ যদি তোমাদিগকে নিমন্ত্রণ করে, আর তোমরা যাইতে ইচ্ছা কর, তবে সংবেদের জন্য কিছুই জিজ্ঞাসা না করিয়া, যে কোন সামগ্রী তোমাদের সম্মুখে রাখা হয়, তাহাই ভোজন করিও" তাহলে কেন পৌল শিক্ষা দিয়েছিলেন যে আমাদের জিজ্ঞাসা করা উচিত নয়? একটা কারণ হল আমরা আমাদের বিবেককে কলুষিত করব না। আপনি যদি মনে করেন যে মূর্তিগুলির কাছে যা কিছু দেওয়া হয় তা খাওয়া ভুল, আপনি যদি তা খান বা পান করেন তবে আপনি বিশ্বাসের পরিবর্তে অবাধ্য হয়ে খাবেন বা পান করবেন। এখন রোমীয় ১৪ অধ্যায়, ২২ – ২৩ পদে স্পষ্টভাবে শেখানো হয়েছে, তাই আমাকে কয়েকটি স্পষ্ট মন্তব্য যুক্ত করে এটি পড়তে দিন। "সেই ব্যক্তি, যে, যাহা গ্রাহ্য করে"- বা অনুমোদন করে। "তাহাতে আপনার বিচার না করে।" "কিন্তু যাহার সন্দেহ আছে" - সন্দেহ যা সে খাবার খেয়ে সঠিক করছে কিনা - "সে যদি ভোজন করে, তবে সে দোষী সাব্যস্ত হইল।" এখন এখানে "দোষী" মানে বিবেক আঘাতপ্রাপ্ত এবং ভারাক্রান্ত কারণ সে এমন কাজ করে যা সে ভুল বলে মনে করে। এবং পৌল বলে চলছেন, "কারণ তাহার ভোজন বিশ্বাসমূলক নয় " - অর্থাৎ, একটি কোমল বিশ্বাস থেকে যে তিনি ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করছেন। " আর যাহা কিছু বিশ্বাসমূলক নয়, তাহাই পাপ," পৌল শেষ করেন। এখন, পৌল শেখাননি যে জিনিসটি করা - খাওয়া, বা একটি বিশেষ দিন পালন করা, বা অন্য যা কিছু – একটি পাপ। কিন্তু যদি খাওয়া, বা পালন করা, বা কাজ করার সময় মনে করা হয় যে আপনি ঈশ্বরের অবাধ্যতা করছেন, তা পাপ। এখন কেন সেটা পাপ, যেখানে মনে ভাবা নিজে একটি পাপ নয়। কারণ আমরা এটা তখন করি যখন আমরা নিশ্চিত যে আমরা যা করি তাতে ঈশ্বর অসন্তুষ্ট হন, এবং আমরা যা করি বা না করি তা সবই ঈশ্বরের মহিমার জন্য, তাঁর প্রতি ভালবাসায় করতে হবে। কিন্তু আমি যদি খাই যখন আমি মনে করি যে এটি ঈশ্বরের গৌরব নয়, বা করা ভাল নয়, তবে আমি আমার নিজের বিবেকের বিরুদ্ধে পাপ করি। তাই পৌল বিশ্বাসে দুর্বলদেরকে তাদের বিবেককে কখনই লঙ্ঘন না করার পরামর্শ দিয়েছিলেন।

তবে তার আরও পরামর্শ দেওয়ার আছে। সুতরাং আসুন রোমীয় ১৪ অধ্যায়, ৩খ তে ফিরে যাই। এবং তিনি সেখানে বলেছেন: "এবং যে যাহা ভোজন না করে, সে এমন ব্যক্তির বিচার না করুক, যে তাহা ভোজন করে।" পদ ১০ এবং ১২ থেকে ১৩ তে, পৌল যোগ করেছেন, "কিন্তু তুমি কেন তোমার ভ্রাতার বিচার কর? . . আমরা সকলেই ত ঈশ্বরের বিচারাসনের সম্মুখে দাঁড়াইব।. . সুতরাং আমাদের প্রত্যেক জনকে ঈশ্বরের কাছে আপন আপন নিকাশ দিতে হইবে।" এবং লক্ষ্য করুন, " অতএব, আইস, আমরা পরস্পর কেহ কাহারও বিচার আর না করি।" এখন এই পদগুলিতে, "বিচার" শব্দটি হল মূল শব্দ—যার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। এখানে "বিচার করা" মানে অন্যদের দোষারোপ করার উদ্দেশ্যে তিরস্কার করা। এবং এটা শুধু নয় যে বিশ্বাসে দুর্বলেরা সেই কর্মের সাথে একমত হচ্ছে না

—এটা শুধু তাই নয়, না, দুর্বলরা বিশ্বাসে বলবান্‌দের কর্মের ব্যাপারে তাদের তীব্র নিন্দা জানিয়েছিল। এখন, তারা তাদের কর্মের নিন্দার চেয়ে আরও এগিয়ে যেতে পারে। প্রায়শই তারা বিশ্বাসে বলবান্‌ ব্যক্তিদের মাংসিক, বা দ্বিতীয় সারির খ্রীষ্টিয় হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করতে শুরু করে, অথবা সম্ভবত তারা তাদের কোন খ্রীষ্টিয় ভাই হিসাবেই অস্বীকার করে দিয়েছিলো। অথবা বিশ্বাসে দুর্বলরা তাদের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি সম্মান দেখানোর জন্য অন্যদের তাদের মতো আচরণ করতে শুরু করার দাবি করে। কিন্তু তাদের কি অপ্রয়োজনীয় বিষয়ে অন্যদের বিচার করার অধিকার আছে? তাদের কি দাবি করার বা জোর দেওয়ার অধিকার আছে যে অন্যরা তাদের ঈশ্বর প্রদত্ত স্বাধীনতা ব্যবহার করা বন্ধ করে দিক? এই প্রশ্নগুলির উপর ঈশ্বরের উত্তর রোমীয় ১৪, ৩ থেকে ১২ পদে দেওয়া হয়েছে। এখন আসুন ৪ পদ বিবেচনা করা যাক: "তুমি কে, যে অপরের ভৃত্যের বিচার কর? নিজ প্রভুরই নিকটে হয় সে স্থির থাকে, নয় পতিত হয়। বরং তাহাকে স্থির রাখা যাইবে, কেননা প্রভু তাহাকে স্থির রাখিতে পারেন।" ঈশ্বর আমাদের তিনটি কারণ দেন যে কেন তাদের খ্রীষ্টিয় স্বাধীনতার ব্যবহারে সহ-খ্রীষ্টিয়দের বিচার করবে না।

প্রথমত, এই ভাই-বোনরা খ্রিষ্টে বিশ্বাসী হওয়ার কারণে ঈশ্বর কর্তৃক গৃহীত হয়েছে। এখন, "গৃহীত" শব্দটি প্রথম পদে পাওয়া গেছে, কিন্তু এখানে বলা হয়েছে যে ঈশ্বর তাদেরকে গৃহীত করেছেন। এর মানে হলো যে, যীশু খ্রীষ্ট নিজেই তাদেরকে ভাতৃ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। সুতরাং, আমাদের খুব সতর্ক থাকতে হবে যেন আমরা তাদের বিচার না করি, যাদেরকে প্রভু নিজেই তাঁর সন্তান হিসেবে গ্রহণ করেছেন। আপনি বলবেন, "কিন্তু কীভাবে জানব যে প্রভু তাদের গ্রহণ করেছেন? এটা কি শুধু তাদের দাবি মেনে নেওয়া হবে?" না, একজন মানুষের দাবি সবসময় তার জীবনের শৈলীর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে। তাহলে, ঈশ্বরের বাক্য অনুযায়ী যে পাপগুলো পাপ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে, তাদের জন্য কি অনুতাপ রয়েছে? সেই ব্যক্তি কি ঈশ্বরের মানদণ্ডে জীবনযাপন করছে যা পবিত্র শাস্ত্র এবং তাঁর পুত্রের মধ্যে দেখা যায়? ঈশ্বরের প্রতি ভীতির অনুভূতি এবং ঈশ্বরের নামের প্রতি কোমলতা কি স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে? তারা কি খ্রীষ্টের মধ্যস্থতা কাজের মাধ্যমে ঈশ্বরের ক্ষমা চাইছে? আমরা কি ভাই-বোনদের জন্য একটি ভালোবাসা দেখতে পাচ্ছি, যেখানে আমরা তাদের খ্রীষ্টীয় ভালোবাসা ও দয়া দিয়ে খুশি করতে উদ্বিগ্ন? এই মানুষগুলো কি অবিশ্বাসীদের জন্য উদ্যম এবং বোঝা অনুভব করছে? বন্ধুরা, যদি এসব বিষয় তাদের জীবনে স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়, তবে এটি হলো মূল বিষয়। আমরা তাদের প্রতি সবচেয়ে ইতিবাচক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করতে পারি। আমাদের তাদের ঈশ্বর কর্তৃক গৃহীত হিসেবে দেখতে হবে, এবং যদি তারা যীশু খ্রীষ্ট কর্তৃক গৃহীত হন, তাহলে আমরা কে যে তাদের বিচার করবো?

পৌলের দ্বিতীয় কারণ যে কেন আমরা তাদেরকে বিচার করবো না, সেটা ৪ পদে রয়েছে: "তুমি কে, যে অপরের ভৃত্যের বিচার কর? নিজ প্রভুরই নিকটে হয় সে স্থির থাকে, নয় পতিত হয়। বরং তাহাকে স্থির রাখা যাইবে, কেননা প্রভু তাহাকে স্থির রাখিতে পারেন।" আরেক কথায়, আমাদের বিচার করার অধিকার নেই। আমাদের সমালোচনা করার অধিকার নেই। আমরা যীশুর সেবকদের নিয়ে কোনো রকম নিন্দা করার অধিকার রাখি না। প্রতিটি বিশ্বাসী তাদের খ্রীষ্টীয় স্বাধীনতার ব্যবহার নিয়ে তাদের প্রভুর কাছে হিসাব দেবেন, এবং আমাদের মধ্যে কেউ যদি প্রভুর কাজে হস্তক্ষেপ করে, তবে তা তার সিংহাসনে অনধিকার প্রবেশের মতো হবে। আর যদি আমরা এমন কিছু পাপ বলে বিচার করি যা তিনি করেননি, তবে লক্ষ্য করুন, তখন অগত্যা আমরা ঈশ্বরকেই ভুল হিসেবে বিচার করি। আমরা কে এমন দুঃসাহস করার? ঈশ্বর হলেন বিচারক, আর তিনি যেসব বিষয়ে কিছু বলেননি, তা আমাদের তার উপর ছেড়ে দেওয়া উচিত।

পৌল এর পরামর্শের তৃতীয় কারণ হলো তারা যেন তাদের সহ-বিশ্বাসীদের নিয়ে চিন্তা না করে। এখন পৌল লিখেছেন: "তাহাকে স্থির রাখা যাইবে" ঈশ্বরের কাছে, "কেননা প্রভু তাহাকে স্থির রাখিতে পারেন।" এখন বন্ধুরা, এটা হল দুর্বল বিশ্বাসীদের জন্য এক অত্যন্ত সুন্দর দৃষ্টিভঙ্গি। আমি আগে যা বলেছিলাম, তা আবার পুনরাবৃত্তি করছি

— এটি আসলে ভুল এবং দয়াহীন হবে যদি আমরা সব দুর্বল বিশ্বাসীদেরকে নীতিবাদী হিসেবে চিহ্নিত করি। অনেকেই সত্যিই ঈশ্বরের জন্য তাদের ভালোবাসায় অত্যন্ত নরম হৃদয়বান। অনেকেই তাদের সহ-বিশ্বাসীদের কল্যাণ নিয়ে সৎ উদ্বেগ অনুভব করেন। যেহেতু দুর্বল বিশ্বাসী এখনও প্রেমে পুরোপুরি পরিপূর্ণ নয়, তাদের মধ্যে এখনও অনেকটা ভয় থেকে যায়। তারা চিন্তা করে—তারা তাদের ভাইবোনদের পরিত্রাণ নিয়ে চিন্তা করে। তারা এখনও ভাবেন যে কিছু গৌণ বিষয়গুলো পরিত্রাণ লাভের শর্ত বা পরিত্রাণপ্রাপ্তদের জন্য বাধ্যতামূলক। তারা ভয় পায়—তারা ভয় পায় যে তাদের ভাইবোনেরা যদি এই গৌণ বিষয়গুলোর কারণে বিপথগামী বা আত্মিক আপসের মধ্যে পড়ে যায়, তবে তাদের কৃতকর্মের কারণে তা হয়ে যাবে। আর তাই, খুবই পালকের কোমলতার সাথে, পৌল তাদের আশ্বস্ত করেন যে ঈশ্বর তাদের নিরাপত্তা। আর আবার শুনুন, "হ্যাঁ তাহাকে স্থির রাখা যাইবে, কেননা প্রভু তাহাকে স্থির রাখিতে পারেন।" ঈশ্বর তাকে সুদৃঢ়ভাবে সুসমাচারেরবিশ্বাসে দাঁড়াতে সক্ষম করবেন।

আপনি কি লক্ষ্য করেছেন কিভাবে পৌল উভয় গোষ্ঠীকে একত্রিত করেছেন, ৫ থেকে ৮ পদে, যখন তিনি দুর্বল এবং বলবান্ উভয় গোষ্ঠীর অভ্যন্তরীণ প্রেরণার দিকে মনোযোগ দিয়েছেন? আমাকে সব না পড়েই শাস্ত্রের সেই অংশ থেকে মূল বিষয়গুলো সংগ্রহ করতে দিন। প্রথমত, যদি প্রত্যেকে সঠিকভাবে জীবনযাপন করে, তবে প্রতিটি দলই তাদের কাজ বা বিরত থাকা অবস্থায় তাদের প্রভুর দিকে নজর রেখে তা করবে। প্রত্যেকে গীতসংহিতা ১২৩ অধ্যায় অনুযায়ী একজন সেবক: "{দেখ, কর্ত্তার হস্তের প্রতি যেমন দাসদের দৃষ্টি, কর্ত্রীর হস্তের প্রতি যেমন দাসীর দৃষ্টি, তেমনি আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর প্রতি আমাদের দৃষ্টি, যত দিন না তিনি আমাদের প্রতি কৃপা করেন।" প্রত্যেকেই প্রার্থনায়, এবং শাস্ত্রাংশের অধ্যয়নের ভিত্তিতে, খ্রীষ্টিয় স্বাধীনতার বিষয়বস্তুতে ঈশ্বরের সামনে কীভাবে তারা তাদের জীবনযাপন করবে সে সম্পর্কে আলাদা উপসংহারে পৌঁছেছে। ৫ এবং ৬ পদে পৌল এটিকে এভাবেই রেখেছেন: "এক জন এক দিন হইতে অন্য দিন অধিক মান্য করে; আর এক জন সকল দিনকেই সমানরূপে মান্য করে; প্রত্যেক ব্যক্তি আপন আপন মনে স্থিরনিশ্চয় হউক। দিন যে মানে, সে প্রভুর উদ্দেশেই মানে; আর যে ভোজন করে" (তার চক্ষু দ্বারা) "সে প্রভুর উদ্দেশেই ভোজন করে, কেননা সে ঈশ্বরের ধন্যবাদ করে; এবং যে ভোজন করে না, সেও প্রভুর উদ্দেশেই ভোজন করে না, এবং ঈশ্বরের ধন্যবাদ করে।" অন্য কথায়, উভয় পক্ষই তাদের প্রভুকে খুশি করতে চাইছে। উভয়েই নিশ্চিত যে এটি ঈশ্বরের ইচ্ছা, এবং উভয়েই বাধ্যতার সাথে প্রভুকে সম্মান করতে চায়। সুতরাং এই দিকটিতে, দুর্বল এবং বলবান্ আসলে একত্রিত হয়।

তাহলে, আমরা কি একে অপরকে সেই স্বাধীনতাকে আমাদের মনের মধ্যে পুরোপুরি স্থিরনিশ্চয় হতে দিচ্ছি? ভাইয়েরা, যদি আমরা একে অপরের মধ্যে ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করার আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা খুঁজে পাই, তাহলে আসুন আমরা আনন্দ করি, এবং আসুন আমরা দয়াশীল হই, এমনকি এই ছোটখাটো বিষয়ে আমাদের ভিন্ন মতামত এবং বিচার থাকা সত্ত্বেও। যদি কেউ, তাঁর ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিতে, মনে করেন যে তিনি মাংস খাওয়ার স্বাধীনতা পান, অথবা কিছু সাধারণ কাজের সময় কোনো পবিত্র উদ্দেশ্যে নিবেদিত করতে পারেন, তবে অন্যরা যারা মনে করেন না যে তাদের উচিত এমন করা, তাদেরকে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বা ঈশ্বরবিরোধী কিছু করার জন্য অভিযুক্ত করা উচিত নয়। এবং একইভাবে, যদি কেউ বুঝতে পারে যে গৌণ কোনও বিষয়ে যীশুর ইচ্ছা ভিন্ন, তাহলে সেই ব্যক্তিকে ঘৃণা করা বা সংকীর্ণ মনে করা উচিত নয়।

পৌল ৫ পদে বলেছেন, "প্রত্যেক ব্যক্তি আপন আপন মনে স্থিরনিশ্চয় হউক।" সেই শব্দটি, "স্থিরনিশ্চয়" একটি শক্তিশালী বাক্যাংশ। এটি কেবল একটি মতামত নয়, এটি কেবল আপনার অনুভূতির উপর ভিত্তি করে নয়, এটি আপনার পুর্বধারনা বা আপনার ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করে নয়। এটা ঈশ্বরের বাক্যের একটি সাবধানে অধ্যয়নের একটি গভীর প্রত্যয়ের উপর নির্ভর করে। পরে, রোমীয় ১৪:২২ এবং ২৩ পদে, পৌল জিজ্ঞাসা করছেন,

"তোমার যে বিশ্বাস আছে?" আরেক কথায়, আপনি কি নিশ্চিত যে যীশুর ইচ্ছা হলো, ধরুন বলা যাক "ক"? "তাহা আপনার কাছেই ঈশ্বরের সম্মুখে রাখ।" আরেক কথায়, অন্যদেরকে দোষারোপ করবেন না, এবং যারা নিশ্চিত যে তাদের জীবনের যীশুর ইচ্ছা "খ" তাদের ওপরে আপনার প্রত্যয়কে চাপিয়ে দেবেন না। আপনার মতামতকে সম্মানিত করে তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন এবং তা ব্যক্তিগতভাবে অনুসরণ করুন, যেটি মণ্ডলীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্য সামনে আনা উচিত নয়। "ধন্য সেই ব্যক্তি, যে, যাহা গ্রাহ্য করে, তাহাতে আপনার বিচার না করে। কিন্তু যাহার সন্দেহ আছে, সে যদি ভোজন করে, তবে সে দোষী সাব্যস্ত হইল" – অথবা দোষ সাব্যস্ত অনুভব করে – "কারণ তাহার ভোজন বিশ্বাসমূলক নয়।" এইভাবে অধ্যায়টি শেষ হয়, "আর যাহা কিছু বিশ্বাসমূলক নয়, তাহাই পাপ।" তাহলে, এখানে যে মনের সুখ প্রতিশ্রুত হয়েছে, তা কেবল এবং সর্বদা সেই সময়ে অভিজ্ঞতা হয় যখন আমরা বিশ্বাস করি যে এটি যীশুর ইচ্ছা। তাই যা কিছু খ্রীষ্টিয় স্বাধীনতার মধ্যে করা হয়, যেমন আমরা এই বিষয়টি অনুসন্ধান করেছি, তা পাপ, যদি এটি এই পূর্ণ আত্মবিশ্বাস ছাড়া করা হয় যে এটি একটি সঠিক কাজ। এটি বিশাল দুঃখ সৃষ্টি করবে, কারণ আপনার বিবেক আপনাকে দোষ দেবে। অতএব, পুরোপুরি বিশ্বাস করুন যে আপনি প্রভুর ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করছেন। আর যদি আপনি নিশ্চিত হন, তবে তা করুন, কিন্তু আপনার ভাইকে বিচার করবেন না, যে স্বাধীনতায় রয়েছে, এবং আপনার ভাইকে তুচ্ছ করবেন না, যে স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত। যখন আমরা এই ছোট ছোট বিষয়গুলোতে একে অপরকে স্বাধীনতা এবং একে অপরকে সম্মান প্রদর্শন করি, তখন প্রভুর আনন্দ এবং আশীর্বাদ আমরা অভিজ্ঞতা করব। যখন কোনো সহো খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসী যীশু খ্রীষ্টের জন্ম, মৃত্যু, অথবা যীশু খ্রীষ্টের পুনরুত্থান এবং স্বর্গে নীত হওয়ার দিনটি বিশেষভাবে নির্ধারিত কোনো দিনে স্মরণ করতে চান, যদি তারা মনে করেন যে এটি তাদের গড়ে ওঠার জন্য উপকারী, তবে তাদের এই স্বাধীনতা প্রদান করুন। তবে একইভাবে, অন্য সহো বিশ্বাসীদেরকে এমন বিশেষ দিনগুলি বাদ দিতে দিন, যদি তারা পুরোপুরি নিশ্চিত হন যে শাস্ত্র থেকে তাদের মনে হয় যে এমন একটি দিন চিহ্নিত করা ভুল হবে। একে অপরকে বিচার করবেন না, অন্যজনকে ধিক্কার দেবেন না। আপনার অবস্থান জোর করে চাপাবেন না, বরং স্বাধীনতা প্রদান করুন। এখন, যা সব বিষয় খ্রিস্টীয় স্বাধীনতার মধ্যে পড়ে, আমাদের তা যীশুকে বিচার করতে দিই।

এরপরে পৌল আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, ৮ থেকে ১১ পদে, যে যতদিন আমরা বাঁচি, ততদিন আমরা আমাদের প্রভুর ইচ্ছার প্রতি বাধ্য। তিনি মৃত এবং জীবিত উভয়ের প্রভু। তিনি সকলের উপর শাসক আইনপ্রণেতা। এবং একদিন, আপনি এবং আমি সবাই একে অপরের সামনে একই বিচারকাঠগড়ায় দাঁড়াব, এবং আমাদের পছন্দ এবং আচরণের জন্য আমাদের উত্তর দিতে হবে, আমাদের সহবিশ্বাসীর কাছে নয়, বরং যীশু খ্রীষ্ট আমাদের প্রভুর কাছে। অতএব, আমাদের প্রভু যে বিষয়গুলি তার পবিত্র শাস্ত্রে নির্দিষ্ট করেনি, সেই বিষয়গুলি নিয়ে একে অপরকে বিচার করবেন না।

এখন ১১ পদের বাক্যগুলো নিয়ে এই অধিবেশন শেষ করা কতটা উপযুক্ত: "কেননা লিখিত আছে, "প্রভু কহিতেছেন, আমার জীবনের দিব্য, আমার কাছে প্রত্যেক জানু পাতিত হইবে, এবং প্রত্যেক জিহ্বা ঈশ্বরের গৌরব স্বীকার করিবে।" তারপর আমরা সকলেই খ্রীষ্টিয় স্বাধীনতার বিষয়গুলোতে আমাদের সঠিক পছন্দের ওপর রাজা কর্তৃক চূড়ান্ত রায় শোনার সুযোগ পাব। ইতিমধ্যে, চলুন মনে রাখি: সমস্ত বিষয়গুলিতে প্রয়োজনীয়, ঐক্য। সমস্ত বিষয়গুলিতে অপ্রয়োজনীয়, স্বাধীনতা। সমস্ত বিষয়েই দয়াশীলতা। এটি বার বার পুনরাবৃত্তি করার মতো উপযুক্ত। ধন্যবাদ।

দ্বন্দ্বের সমাধান এবং মণ্ডলীর মধ্যে প্রেমের বিধান

রেভ. এ. টি. ভারগুন্সট

মডিউল ২ ~ বক্তৃতা ৬

উপসংহার এবং পরামর্শ

রোমীয় ১৪ এবং ১৫ অধ্যায়ের এই বিষয়ের উপর শেষ অধিবেশনে স্বাগত, যেখানে আমরা খ্রিস্টীয় স্বাধীনতা বিষয়ে ভালোবাসার বিধান নিয়ে আলোচনা করছি। সুতরাং, যখন আমরা এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি নিয়ে আমাদের পাঠ সমাপ্ত করছি, আমি আপনার সাথে রোমীয়র এই অংশ থেকে যে বেশ কিছু নীতির আলোচনা করেছি তা পুনরায় পর্যালোচনা করেছি, এবং আশা করি এটি আপনাকে রোমীয় ১৪ এবং ১৫ অধ্যায় ভালভাবে পড়তে সাহায্য করবে। আমরা দেখেছি যে, বিশ্বাসীরা সবসময় এক রকম চিন্তাভাবনা করে না, এবং তারা অপ্রয়োজনীয় বিষয়গুলিতে সবসময় আলাদা মতামত রাখবে। আমরা জানি যে, খ্রিস্টীয় স্বাধীনতা সম্পর্কিত বিষয়গুলো আমাদের স্থানীয় মণ্ডলীগুলোর মধ্যে সম্পর্কগুলিকে বেশ টানাপোড়েনের মধ্যে ফেলতে পারে। এবং তা এড়ানোর জন্য ছিল তৃতীয় নীতি, যা আমাদের বাইবেলের মৌলিক, অপরিবর্তনীয় সত্যগুলির দিকে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করতে সাহায্য করে, যা সাদা এবং কালো। এবং আসুন, একে অপরকে বহন করি। আমরা সবাই এক রকম পরিপক্কতা অর্জন করি না—এটাই ছিল চতুর্থ নীতি। আমাদের সবার সুসমাচার সম্পর্কে একই মাত্রার বোধগম্যতা নেই। এবং পৌল পঞ্চম নীতিতে বিশ্বাসের বলবান্‌দের মূল আহ্বান দিয়েছেন, যে তারা দুর্বলদের বিশ্বাসে দুর্বলতার বোঝা বহন করবে। এবং দুর্বল বিশ্বাসীদের বলা হয়েছে, যে তারা বলবান্ বিশ্বাসীদের বিচার না করে।

এখন, এই চূড়ান্ত অধ্যায়নে, আমি দুটি বিষয় করতে চাই। প্রথমত, আসুন রোমীয় ১৫-এর প্রথম অংশটি দেখি, এই অন্তিম শাস্ত্রাংশটি ব্যাখ্যা করি, এবং তারপর আমরা কিছু ব্যবহারিক পর্যবেক্ষণ দিয়ে এই পাঠ্যটি শেষ করব।

তাহলে, রোমীয় ১৫ হলো পৌলের উপসংহার, যেখানে তিনি খ্রীষ্টিয় সহভাগিতা এবং বিশ্বাসীদের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা রক্ষার বিষয়ে রাজার আদেশের ব্যাখ্যা দেন। সুতরাং, মনে রাখুন যে পৌল নিজেকে বিশ্বাসের বলবান্ একজন সদস্য হিসেবে বিবেচনা করতেন। এটি সম্পূর্ণরূপে স্পষ্ট যখন তিনি রোমীয় ১৫-এর শুরুতে, "আমরা" শব্দটি ব্যবহার করেছেন। তিনি নিজেকে এর মধ্যে যুক্ত করেছেন "কিন্তু বলবান্ যে আমরা "। তাহলে বলবান্‌দের কী করা উচিত? আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে দেখেছি, যে আমাদের দুর্বলদের অবজ্ঞা করা উচিত নয়। অধ্যায় ১৫, ১ ও ২ পদ আমাদের যা বলে সেটা করা উচিৎ, "আমাদের উচিত, যেন দুর্ব্বলদিগের দুর্ব্বলতা বহন করি, আর আপনাদিগকে তুষ্ট না করি।" পরিবর্তে, "আমাদের প্রত্যেক জন যাহা উত্তম, তাহার জন্য, গাঁথিয়া তুলিবার নিমিত্ত, প্রতিবাসীকে তুষ্ট করুক।"

এখন, যদি আমরা শাস্ত্রের সাথে শাস্ত্রের তুলনা করি, তাহলে রোমীয় ১৫-এর এই পদটি পৌলের নিজের উদাহরণের মাধ্যমে সবচেয়ে ভালোভাবে ব্যাখ্যা করা হয়, এবং আমি ইতিমধ্যেই এটি উল্লেখ করেছি, তবে আমি এটি আবারও ১ করিন্থীয় ১০-এ উল্লেখ করব। এখন আমি শুধুমাত্র আংশিকভাবে এটি উদ্ধৃত করব, রোমীয় ১৫-এর ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য। পৌল বলেছেন, "কারণ সকলের অনধীন হইলেও আমি সকলের দাসত্ব স্বীকার করিলাম, যেন অধিক লোককে লাভ করিতে পারি" (১ করিন্থীয় ৯:১৯)। পৌল নিজেকে সকলের দাস বানিয়েছিলেন। এখন, তিনি একজন

খ্রীষ্টিয় হিসেবে, তার অধিকার ত্যাগ করেছিলেন। এবং তিনি, কখনো কখনো, নিজের অবস্থানকে ইহুদিদের সঙ্গে ইহুদির মতো, বা অ-ইহুদিদের সঙ্গে অ-ইহুদির মতো মানিয়ে নিতেন। এই প্রেরিতজন তার নিজের উদাহরণে কী মহান এবং অনুগ্রহপুর্বকভাবে খ্রীষ্টের গৌরব প্রকাশ করেছেন। হ্যাঁ, তিনি তার সমস্ত অধিকার সত্যিই ত্যাগ করেছিলেন। তিনি প্রায়ই তার খ্রীষ্টিয় জীবনের অনুশীলনে এমন জিনিসের সাথে নিজেকে বার বার বাঁধতেন যা মোটেও প্রয়োজনীয় ছিল না, যেন তিনি একজন বিঘ্ন না হয়ে ওঠেন। পৌল নিয়মিতভাবে নিজের অবস্থানকে সমন্বিত করে নিতেন, একটাই উদ্দেশ্য নিয়ে: যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচার কাউকে বলার জন্য আরও কার্যকরী হওয়ার জন্য। বার বার, ১ করিন্থীয় ১০-এ আপনি পড়বেন, "যাতে আমি ইহুদিদের লাভ করতে পারি," অথবা, "যাতে আমি তাদের লাভ করতে পারি যারা বিধানের অধীনে।" এবং হারানো পরজাতীয়দের জন্য, "যাতে আমি তাদের লাভ করতে পারি যারা আইনের বাইরে।" এবং আবার, দুর্বলদের জন্য, "যাতে আমি দুর্বলদের লাভ করতে পারি।" তারপর অবশেষে, এক বিস্তৃত সারসংক্ষেপে, "সর্ব্বথা কতকগুলি লোককে পরিত্রাণ করিবার জন্য আমি সর্ব্বজনের কাছে সর্ব্ববিধ হইলাম। আমি সকলই সুসমাচারের জন্য করি, যেন তাহার সহভাগী হই।

এখন, আপনি যদি ২ করিন্থীয় ১১:২৯ খোলেন, পৌল আমাদের একটি অতিরিক্ত অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করেন, যা খুবই উন্মোচনমূলক। তিনি লিখেছেন, "কে দুর্ব্বল হইলে আমি দুর্ব্বল না হই? কে বিঘ্ন পাইলে আমি না পুড়ি?" পৌল যে দুর্বলতার কথা বলেছেন তা সাধারণ দুর্বলতা বা অসুস্থতা হতে পারে, কিন্তু ২৯ পদের দ্বিতীয় অংশ আমাকে এভাবে সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করে যে, "দুর্বল" মানে এখানে বিশ্বাসে দুর্বলজনের কথা বলছে। তাই, যখন পৌল বিশ্বাসে দুর্বলদের সাথে সাক্ষাৎ করতেন, তিনি তাদের সাথে দুর্বল হয়ে যেতেন, তাদের ভালোবাসার জন্য। এবং তিনি এটি তাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রশ্রয় দেওয়ার জন্য করেন নি, বরং এটি তিনি সম্পর্ক স্থাপন করার জন্য করেছিলেন। তিনি তাদের সাথে একটি সম্পর্ক প্রতিপালন করার জন্য এটা করেছিলেন। তাদের স্তর থেকে একটা সংযোগ বিস্তার করার জন্য তিনি নিজেকে উপযোগী করেছিলেন। এখন, তিনি "কে বিঘ্ন পাইলে আমি না পুড়ি?" এর মাধ্যমে কী বোঝাতে চেয়েছিলেন? যদি বলবানেরা, তাদের কার্যকলাপের মাধ্যমে, তাদের ভাইদের পাপের দিকে ঠেলে দেয়, তাহলে পৌল কিছু ধরনের ন্যায়সঙ্গত ক্রোধ অনুভব করতেন—"আমি পুড়ি।" এমন একটি দয়া বা সহানুভূতির অভাব, যা একজন সহভাইয়ের প্রতি প্রকাশিত হয়, তিনি বলেন এটি পাপ এবং এটি তাকে রাগান্বিত করেছে—ধার্মিকভাবে রাগ। খ্রীষ্টিয় দয়ার প্রয়োগ একটি অপরিহার্য দায়িত্ব। তবে, এর মানে কি এই যে, বলবান্ জন সর্বদা এবং শুধুমাত্র দুর্বলদের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি নত হবে? এই প্রশ্নের উত্তর রোমীয় ১৫ অধ্যায়ের প্রথম চারটি পদে পাওয়া যায়, যেখানে রাজা আদেশ দিয়েছেন: "কিন্তু বলবান্ যে আমরা, আমাদের উচিত, যেন দুর্ব্বলদিগের দুর্ব্বলতা বহন করি, আর আপনাদিগকে তুষ্ট না করি।আমাদের প্রত্যেক জন" – তারা হল সেই বলবান্ জন - "যাহা উত্তম, তাহার জন্য, গাঁথিয়া তুলিবার নিমিত্ত, প্রতিবাসীকে তুষ্ট করুক। কারণ খ্রীষ্টও আপনাকে তুষ্ট করিলেন না, বরং যেমন লিখিত আছে, "যাহারা তোমাকে তিরস্কার করে, তাহাদের তিরস্কার আমার উপরে পড়িল। কারণ পূর্ব্বকালে যাহা যাহা লিখিত হইয়াছিল, সে সকল আমাদের শিক্ষার নিমিত্তে লিখিত হইয়াছিল, যেন শাস্ত্রমূলক ধৈর্য্য ও সান্ত্বনা দ্বারা আমরা প্রত্যাশা প্রাপ্ত হই।"

পূর্বে, আমরা "বহন করা" বা দুর্বলদের দুর্বলতা বহন করার কথাটি লক্ষ্য করেছিলাম। আপনি হয়তো মনে রাখবেন যে এই শব্দটি সেই কুলিকেকে বর্ণনা করেছিল যারা বড়ো ব্যাগ বহন করত এবং যাত্রীদের সাহায্য করত। এটি হলো ঈশ্বরের নির্দেশনা। যারা বলবান, তারা দুর্বলদের সহায়তা দেবে, যারা তাদের বিশ্বাসের যাত্রায় দুর্বল রয়েছে, কারণ তারা পিছনে করে যাচ্ছে। তাই এই প্রসঙ্গে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা বহন করে। না, বলবান্দের কেবলমাত্র শান্তি বজায় রাখার জন্য তাদের দৃষ্টিভঙ্গি বহন করতে হবে না, বরং তাদেরকে বিশ্বাসে দুর্বলদের সাহায্য করতে হবে, যাতে তারা তাদের বোঝা, তাদের সংশয়গুলি থেকে মুক্তি পায়, যা একটি দাসত্ব এবং যেগুলিকে ভয়ে

এবং দাসত্বের সাথে অনুভূত জয়। বন্ধুরা, অজ্ঞতা সত্য ভক্তির মা নয়। অতএব, সঠিক সময়ে, সঠিকভাবে, আমাদের বিশ্বাসে দুর্বলদের সাথে আচরণ করতে হবে, যেমন প্রিস্কিল্লা ও আক্কিলা আপল্লোর সাথে করেছিলেন। আমরা সেই ধার্মিক দম্পতির কথা পড়ি, তারা আপল্লোকে ঈশ্বরের পথ আরও পরিপূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন। এখন, বিশ্বাসে যারা বলবান, তাদের দুর্বলদের সাথে এভাবেই আচরণ করা উচিৎ। এবং এটি করার সেরা উপায় হল সেই বিষয়গুলিতে বেশি ধ্যান না দেওয়াযা বিভেদ সৃষ্টি করে। বরং, আমাদের লক্ষ্য খ্রীষ্টের পরিত্রাণের মহিমার বৃহত্তর ছবির উপর মনোনিবেশ করা হওয়া উচিত । একজন শিক্ষিত ব্যাখ্যাকারী এই শব্দগুলো লিখেছিলেন যা আমি উদ্ধৃত করব: "এটি উভয় আমাদের কর্তব্য এবং আমাদের বিশেষাধিকার, যে আলো ঈশ্বর আমাদের দিয়েছেন তা অন্য খ্রীষ্টিয়দের কাছে পৌঁছে দেওয়া। তাই, সেই শিক্ষাদান নম্রতার সাথে এবং সমালোচনামূলক নয়, এমন ভাবে দেওয়া উচিত। এটি মৃদুশীল মনোভাব নিয়ে দেওয়া উচিত, এবং বিরোধিতা না করে। ধৈর্য প্রদর্শন করা উচিত। লক্ষ্য হওয়া উচিত মনকে আলোকিত করা, তাদের ওপরে জোর করে ইচ্ছা চাপানো নয়। কারণ যতোক্ষণ না বিবেক দৃঢ়প্রত্যয়ী না হয়, ততোক্ষণ পর্যন্ত কাজগুলো ভণ্ডের মতো হয়।" এখন হয়তো বিশ্বাসে দুর্বলজনকে একা ছেড়ে দেওয়া বা যতটা সম্ভব তাদের উপেক্ষা করা ভাল মনে হতে পারে। কিন্তু প্রিয় বন্ধুরা, তা কিন্তু রাজা আদেশ নয়। তাঁর আদেশ ভিন্ন—তাদের সহায়তা করা, তাদের বহন করা। ২ পদে বলা, নিজেকে সন্তুষ্ট করো না, তার মানে শুধু মাংস না খাওয়া, বিশেষ দিন পালন না করা, বা বিশেষ দিন পালন করা এগুলো নয়। না, এটি এমন একটি নির্দেশনা নয়, - সেটা হচ্ছে তাদের পছন্দের কিছু থেকে বিরত থাকা। না, এটি বরং একটি কাজের আহ্বান যা আপনি এবং আমি এমনকি পছন্দ নাও করতে পারি। এবং সেই কাজটি ২ পদে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, আমাদের দুর্বলদের শিক্ষাদান করতে হবে। লক্ষ্য করুন, আমাদের তাদের "ভালোর জন্য" শিক্ষা দিতে হবে। আমাদের বিশ্বাসে আমাদের প্রতিবেশী বা ভাইদের গড়ে তুলতে হবে। এবং গড়ে তোলা মানে তাদের বিশ্বাসে শক্তিশালী করা। আমাদের তাদের অজ্ঞতা দূর করতে সব কিছু করতে হবে। আমরা সমস্ত কিছু কোমলভাবে, ভালোবাসায়, এই অপ্রয়োজনীয় সঙ্কোচমূলক বিষয় থেকে তাদের বিবেককে স্বাধীন করতে হবে, ঈশ্বরীয় বিষয়গুলিতে আরও গভীর শিক্ষা দিয়ে তা করতে হবে।

এটি হয়তো খুব মনোরম নয়, কিন্তু শাস্ত্র আমাদের বলে আমাদের নিজেদের সন্তুষ্টি লাভের জন্য আমাদের আহ্বান করা হয়নি। সত্যি, এটি একটি ধন্যবাদহীন কাজ হতে পারে, কারণ আপনি হয়তো সফল হবেন না, বা তার চেয়ে খারাপ, এটি আপনার উপর কিছু অবজ্ঞা এনে দিতে পারে, প্রশংসার বদলে। ৩ পদে পৌল, যীশু খ্রীষ্টের নিজের সাথে কি হয়েছিলো তা উল্লেখ করেছেন। যখন যীশু প্রেমের সাথে ফরীশীদেরকে তাদের বিধান সংক্রান্ত ভুল ব্যাখ্যা সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, তখন কী ঘটেছিল? তাকে বিধান ভাঙার অভিযোগে অপমানিত করা হয়েছিল। একটি উদাহরণ হল যোহন ৯:১৬, যেখানে একটি উদাহরণ দেওয়া হয়েছে যা নিশ্চয়ই প্রভু যীশুকে ব্যথিত করেছিল। সেখানে বলা হয়েছে, "তখন কয়েক জন ফরীশী বলিল, সে ব্যক্তি ঈশ্বর হইতে আইসে নাই" কেন? - "কেননা সে বিশ্রামবার পালন করে না।" এটা বিশ্বাস করুন, বন্ধুরা, যেমন প্রভু অপমানিত হয়েছিলেন, তেমনি আপনি, তার দাস, অপমানিত হবেন। রোমীয় ১৪ এবং ১৫ সম্পর্কে একজন অন্য মন্তব্যকারী এইভাবে বলেছেন, "এটি প্রায়ই প্রয়োজনীয় যে আমরা আমাদের খ্রীষ্টিয় স্বাধীনতা সঠিক নীতি রক্ষা করার জন্য সমালোচনার পরিমাণে দাবি করি। আমরা ভাল মানুষদের বিঘ্ন দিতে পারি যাতে সঠিক নীতিগুলি সংরক্ষিত হয়। আমাদের উদ্রেককারীকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য, আমাদের পরিত্রাতা বিশ্রামবার ভাঙা, মদ্যপানকারী, কর আদায়কারী এবং পাপীদের বন্ধু হিসেবে গণ্য হতে সম্মত হয়েছিলেন। খ্রীষ্ট তখনকার ক্ষেত্রে, তাদের প্রতিষ্ঠিত নিয়মাবলীর সাথে তাঁর আচরণ মানানসই করেন নি। তিনি দেখেছিলেন যে, ইহুদিদের ভুল ধারণাকে কার্যকরভাবে উপেক্ষা করার মাধ্যমে আরও বেশি ভাল কিছু হবে।" সুতরাং, আমাদের কর্তব্য পালন করার জন্য নিন্দিত হওয়াতে যীশু এবং অন্যদের অভিজ্ঞতা ছিল, এবং তাই, ৪ পদে, পৌল সাধারণভাবে পুরাতন নিয়মে থাকা বিভিন্ন লোকদের, যেমন নবীদের উল্লেখ করেন, যারা প্রায়ই অত্যন্ত

অপ্রিয় সত্য বলেছিলেন। তিনি বলেছেন, “কারণ পূর্ব্বকালে যাহা যাহা লিখিত হইয়াছিল, সে সকল আমাদের” – বিশ্বাসে বলবান্ – “শিক্ষার নিমিত্তে লিখিত হইয়াছিল, যেন শাস্ত্রমূলক ধৈর্য্য ও সান্ত্বনা দ্বারা আমরা প্রত্যাশা প্রাপ্ত হই।” এখন, ধৈর্য প্রয়োজন যখন আমরা বিশ্বাসে দুর্বলদের সঙ্গে কাজ করি, যারা প্রায়ই তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ত্যাগ করতে ধীর। কিন্তু সান্ত্বনাও প্রয়োজন, যখন আপনি ঈশ্বরের কথা অনুসারে দুর্বলদের শিক্ষা দেওয়ার এবং তাদের সাহায্য করার চেষ্টা করেন এবং আপনি অপমানিত হন, আপনাকে তিরস্কৃত করা হবে, হয়তো এমনকি আপনাকে প্রত্যাখ্যান করা হবে।

এটি পৌলের নির্দেশনার শেষ পর্যায়ে নিয়ে আসে। যেমনটা সাধারণত দেখা যায়, প্রেরিত তার শিক্ষা হয় প্রশংসার বাক্যে বা একটি প্রার্থনায় শেষ করেন। এবং লক্ষ্য করুন, এই ক্ষেত্রে, এটি তাকে প্রার্থনায় নিয়ে গেছে, রোমীয় ১৫:৫-৬ পদ: “ধৈর্য্যের ও সান্ত্বনার ঈশ্বর এমন বর দিউন, যাহাতে তোমরা খ্রীষ্ট যীশুর অনুরূপে পরস্পর একমনা হও, যেন তোমরা একচিত্তে এক মুখে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ঈশ্বরের ও পিতার গৌরব কর।” এটি একটি প্রার্থনা সমস্ত বিশ্বাসীদের জন্য, যারা বিশ্বাসে বলবান্ বা দুর্বল। যীশু খ্রীষ্ট এবং তাঁর পবিত্র আত্মা আমাদের মধ্যে না থাকলে, খ্রীষ্টিয় স্বাধীনতার এই বিস্ফোরক বিষয়গুলির সাথে মোকাবিলা করতে গিয়ে লড়াই এবং ব্যর্থতা আসবে। এখন আসুন আমরা এই আবেদনমূলক প্রার্থনাগুলি আকুলভাবে উত্থাপন করি, যেমনটি এখানে ঈশ্বরের কাছে দেওয়া হয়েছে। কারণ এটি শুধু অজ্ঞতার একটি প্রাচীর নয় যা আলোকে বাধাগ্রস্ত করে, এটি জেদি মনোভাব বা গর্বও যা আমাদের হৃদয়কে আমাদের সেই মতামতের প্রতি বাঁধে, যা হয়তো ভুল হতে পারে। কত সহজে আমরা শয়তানের হয়ে ওকালতি করে ফেলি যখন আমরা খ্রীষ্টিয় স্বাধীনতার বিষয়গুলির সাথে মোকাবিলা করি। অতএব, আপনার দুর্বল ভাইকে আলোকিত করার প্রতি প্রতিটি প্রচেষ্টাকে প্রার্থনায় ডুবিয়ে দিন। আপনার নিজের হৃদয়ে গর্বের কাজকর্মকে দমন করার জন্য তাকে অনুরোধ করুন। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করুন যাতে তিনি সেই মাটি প্রস্তুত করেন, যেখানে সত্যের বীজগুলি আপনি তার সাথে ভাগ করে নেবেন। এবং দয়াকরে, আমার প্রার্থনা করি মৃদুশীলতা, অনুগ্রহশীলতা, এবং সেই জ্ঞানের জন্য যা আমাদের কথোপকথনকে নির্দেশনা দিতে সাহায্য করবে। ঈশ্বরের সাহায্য প্রার্থনা করুন যাতে সঠিক সময় এবং সঠিক শব্দ বেছে নিতে পারেন। আপনার হৃদয়কে ঈশ্বরের মহিমায় পূর্ণ করার জন্য সংগ্রাম করুন, যেন সেটি আপনার সর্বোচ্চ উদ্দেশ্য হয়। যখন পৌল আমাদের একমত হওয়ার জন্য প্রার্থনা করতে বলেন, তিনি আমাদের মতামতের একরূপতা নিয়ে চিন্তা করছেন না। এটি হল ভিন্নতার মাঝে সামঞ্জস্যপুর্নতা, যা আমাদের লক্ষ্য করতে হবে। স্পষ্টতই, নবজাতক, তরুণ বিশ্বাসীরা এবং প্রবীণ বিশ্বাসীরা খ্রীষ্টিয় স্বাধীনতার বিষয়গুলো নিয়ে একমত হবে না। তবে তাদের একে অপরের প্রতি সহানুভূতিতে পূর্ণ হতে হবে। এবং এমন একটি সম্পর্কেই ঝগড়া দূর হবে, খারাপ অনুভূতি বাদ যাবে, এবং সহিষ্ণুতা ও গ্রহণযোগ্যতা দয়ায় চর্চা হবে। এবং এটি কি সুন্দর একটি বন্ধুত্বপুর্ন দল হবে!

আসুন আমরা প্রার্থনা করি একটি এমন মণ্ডলীর জন্য যেখানে প্রবীণরা তরুণ বিশ্বাসীদের দুর্বলতা সহ্য করেন—একটি মণ্ডলীর পরিবার যেখানে তরুণ বিশ্বাসীরা প্রবীণদের প্রতি সম্মান দেখায়, যদিও তারা সবসময় তাদের জ্ঞান এবং বোঝাপড়া একে অপরের সাথে ভাগ নাও করতে পারে। এবং বৈচিত্র্যের মাঝে এমন একটি ঐক্য ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত করবে, এবং খ্রীষ্ট যীশু অনুযায়ী হবে। এটি তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী হবে, এটি তাঁর উদাহরণ অনুযায়ী হবে, এবং এটি আমাদের মাঝে আরাধনার মনোভাবে প্রভাবিত করবে এবং উজ্জীবিত করবে, যেমনটি ৬ পদে শেষ হয়, “যেন তোমরা একচিত্তে এক মুখে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ঈশ্বরের ও পিতার গৌরব কর।” এক জন ভালোভাবে বলেছেন, “যদি ঈশ্বর, যিনি একজনের দান গ্রহণ করেন না যখন সে তার ভাইয়ের থেকে আলাদা থাকে”—মথি ৫:২৩,২৪—“তবে ঈশ্বর একটি বিশ্বাসীদের সম্মিলনে প্রশংসা গ্রহণ করবেন না যদি তাদের মধ্যে বিভেদ থাকে। যেসব জিভ একে অপরকে অপবাদ করতে ব্যবহার হয়, তা একসাথে ঈশ্বরের প্রশংসায় গাইতে পারে না।” সুতরাং পৌল

সব পক্ষকে একটি চূড়ান্ত উপদেশ দিয়ে উপসংহার টানেন, "অতএব যেমন খ্রীষ্ট তোমাদিগকে গ্রহণ করিলেন, তেমনি ঈশ্বরের গৌরবের জন্য তোমরা এক জন অন্যকে গ্রহণ কর।"

এবং শেষে, বন্ধুরা, আসুন আমরা একটি পালকীয় পার্শবর্তী মন্তব্যের সাথে বিদায় নিই। রোমীয় ১৪ এবং ১৫ অধ্যায়ে কখনও খ্রীষ্টিয়দের মধ্যে শিথিল নৈতিকতার অনুমোদন দেয় না। ঈশ্বরের নৈতিক মানদণ্ড অপরিবর্তিত এবং তাঁর পবিত্র বিধানের অনুযায়ী সর্বোচ্চ স্তরের। পবিত্রতা হল ঈশ্বরের প্রধান সৌন্দর্য এবং বিশ্বাসীর প্রধান কর্তব্য। ইব্রীয় ১২:১৪ আমাদের উৎসাহিত করে, "সকলের সহিত শান্তির অনুধাবন কর, এবং যাহা ব্যতিরেকে কেহই প্রভুর দর্শন পাইবে না" ১ থিষলনীকীয় ৫:২২ উৎসাহিত করে, "সর্ব্বপ্রকার মন্দ বিষয় হইতে দূরে থাক।" এবং পিতর তার পাঠকদের উৎসাহিত করেছিলেন, ১ পিতর ১:১৫ তে, "কিন্তু যিনি তোমাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন, সেই পবিত্রতমের ন্যায় আপনারাও সমস্ত আচার ব্যবহারে পবিত্র হও" এবং যিহুদা ২৩ এই কথাটি পুনরায় বলেছিলেন, "মাংসের দ্বারা কলঙ্কিত বস্ত্রও ঘৃণা কর।" খ্রীষ্টিয় মুক্তি এবং স্বাধীনতা সর্বোচ্চ নৈতিক কোমলতার সাথে হাতে হাত রেখে চলতে থাকে। এবং অতএব, যদি কোনো ভাই বা বোন সেই বিষয়গুলোর ব্যাপারে যে ঈশ্বর চায় তার প্রতি আনুগত্যে চলার চেষ্টা করছে এবং পবিত্র শাস্ত্রের ভিত্তিতে মনোযোগী আপত্তি উত্থাপন করছে, তবে এমন ব্যক্তি একটি কোমল বিশ্বাসী। তিনি শুধু একটি দুর্বল বিশ্বাসী নন, যাকে বড় হতে হবে বা সংকীর্ণ মনোভাবের জন্য দয়া করা উচিত, বরং এমন বিশ্বাসীরা হলেন যারা তাদের প্রভু এবং ত্রাণকর্তার প্রতি তাদের আনুগত্যে চলাফেরা ও কথাবার্তায় এগিয়ে যেতে হবে।

তাহলে আসুন, আমরা প্রথমে আমাদের অন্তরে তাকিয়ে দেখি এবং জিজ্ঞেস করি, যে সীমানাগুলি আমরা নির্ধারণ করি তা কি ঈশ্বরের সীমানা? আসুন আমরা সবাই নিশ্চিত হই যে যা কিছু একটি মণ্ডলী সম্প্রদায়ের নৈতিক মান উন্নীত করে না, তা ঈশ্বরের কাছ থেকে নয়। এখন, এটা সন্দেহজনক যে আপনি যে কোনও কিছুতেই খ্রীষ্টিয় হতে পারেন, যদি না আপনি সব কিছুতেই খ্রীষ্টিয় হন। যীশুর ক্রুশ পাপের প্রতি কঠোর এবং মারাত্মক, এবং যে কেউ যীশুর সাথে ক্রুশারপিত হতে দাবি করে, কিন্তু পাপ বা যা পাপের দিকে পরিচালিত করে তার সাথে খেলা করে, তাকে আবার ভাবতে হবে। এবং তাই, আমি আপনাদের তিনটি প্রশ্ন দিয়ে যাই, যা আপনাদের নিজেকে করতে হবে এবং প্রায়ই জিজ্ঞাসা করতে হবে। এগুলি অনেক ক্ষতি প্রতিরোধ করবে এবং অনেক উত্তমতা এনে দেবে।

প্রথম প্রশ্ন হল—আমার জীবনযাপনের উদ্দেশ্য কি ঈশ্বরকে মহিমান্বিত করা, না কি নিজেকে সন্তুষ্ট করা? এই প্রশ্নটিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিন, যা আমরা করি তাতে এবং যা থেকে বিরত থাকি তাতে।

দ্বিতীয়ত—আমার নির্বাচন কি আমার প্রিয়জনদের, আমার মণ্ডলী পরিবারের, এবং অন্যদের মধ্যে বিতর্ক সৃষ্টি করবে? এই প্রশ্নটিকে আপনার পথনির্দেশক হিসেবে গ্রহণ করুন, যদি আপনাকে নিজেকে অস্বীকার করতে হয়, অথবা ধৈর্য এবং কোমলতার সাথে অন্যদের ঈশ্বরের সত্য শিখাতে হয়।

তৃতীয় এবং শেষ প্রশ্ন—আমার খ্রীষ্টিয় স্বাধীনতায় নেওয়া সিদ্ধান্ত কি আমার খ্রীষ্টিয় ব্যবহারিকতাকে দুর্বল করে ফেলবে, এবং আমাকে কি আমার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য থেকে বিভ্রান্ত করবে? এবং আমাদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য হল ঈশ্বরকে মহিমান্বিত করা এবং তাঁকে চিরকাল উপভোগ করা।

ঈশ্বর এই পাঠগুলোতে আমাদের আশীর্বাদ করুন, যা আমরা এই অধিবেশনটিতে খ্রীষ্টিয় স্বাধীনতা নিয়ে আলোচনা করেছি। তাঁরই সমস্ত মহিমা হোক। ধন্যবাদ।